নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতির সাংস্কৃতিক বিভাগ মাঙ্গলিকী
৭ এর পাতায়

৬০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সারা বাংলা জুড়ে

আমাদের শিক্ষাঙ্গন
৬ এর পাতায়

কলকাতা ঃ ৬০ বর্ষ, ০৮ সংখ্যা, ২৬ অগ্রহায়ণ – ০৩ পৌষ, ১৪৩২ ঃ ১৩ ডিসেম্বর – ১৯ ডিসেম্বর, ২০২৫

Kolkata : 60 year : Vol No.: 60, Issue No. 08, 13 December - 19 December, 2025 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : রাজ্যের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে দুর্নীতি বাসা বেঁধেছে বলে অভিযোগ। এবার সেই দুর্নীতির ঘনপোকা ধরা পড়ল রাজ্যের যোগ ও নেচারোপ্যাথি কাউন্সিলে। অবৈধ ভাবে রেজিস্ট্রেশন পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগে প্রাক্তন রেজিস্টারের বিরুদ্ধে এফআইআর করেছেন কাউন্সিলের সভাপতি।

রবিবার : বিমান বিভ্রাটে যাত্রীদের দুর্ভোগ ও হেনস্থার জেরে

ইন্ডিগোকে শোকজ নোটিশ পাঠালো ডিজিসিএ। বিভ্রাটের জেরে বিমান ভাড়া অত্যধিক বাড়িয়ে দেওয়ায় ভাড়ার উর্দ্ধসীমা বেঁধে দিল সরকার।

সোমবার : সনাতন সংস্কৃতি সংসদ আয়োজিত ৫ লক্ষ কণ্ঠে

গীতা পাঠের অনুষ্ঠান কলকাতার ব্রিগেড ময়দানে সম্পন্ন হল কোনো রকম অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই। উপস্থিত ছিলেন অগণিত সাধুসন্তরা। এসেছিলেন বাগেশ্বর বাবা। ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল। আমন্ত্রণ করা হলেও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় আসেননি।

মঙ্গলবার : বন্দে মাতরমের ১৫০ বছর উপলক্ষে সারাদিন ধরে সংসদে

আলোচনা হল বন্দে মাতরম নিয়ে। বিতর্ক হল বন্দে মাতরমকে মহিমান্বিত করতে কংগ্রেসের ভূমিকা নিয়ে। হৈচৈ হল নরেন্দ্র মোদী বঙ্কিমচন্দ্রকে বঙ্কিম দা বলে সম্মোধন করায়।

বুধবার : যারা সিএএতে আবেদন করেছে কিন্তু এখনও

নাগরিকত্বের সার্টিফিকেট পায় নি তারা চলতি এসআইআরএ ভোটার তালিকায় থাকবে কিনা তা নিয়ে ছিল বিভ্রান্তি। এই প্রসঙ্গে সুপ্রীম কোর্ট জানিয়ে দিল আগে নাগরিকত্ব, তার পর ভোট।

বৃহস্পতিবার: সন্দেশখালি ত্রাসের মুখ জেলবন্দী তৃণমূল নেতা

শেখ শাজাহানের মামলার অন্যতম সাক্ষী ভোলা ঘোষের গাড়িকে বাসন্তি হাইওয়েতে ধাক্কা মারলো একটি ট্রাক। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হল ভোলার ছোট ছেলে ও চালকের। জেলে বসেই সন্ত্রাস চালাচ্ছে বলে তীর শাজাহানের দিকে।

শুক্রবার: অনেক টালবাহানার পর বাংলাদেশে ৩০০ আসনে ১২

ফেব্রুয়ারী ভোট হবে বলে জানিয়ে দিলেন সে দেশের প্রধান নির্বাচন কমিশনার। মনোনোয়ন দাখিলের শেষ তারিখ ২৯ ডিসেম্বর। একই সঙ্গে অনুষ্ঠিত হবে সংবিধান সংস্কারের জন্য গণভোট।

সবজান্তা খবরওয়ালা

অর্থ সংকট : বন্ধ সবলা বঞ্চিত উন্নয়ন কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : সংকটের এমন গভীরতা কিছুদিন আগেও টের পায়নি অনেকে। ক্লাবগুলির দুর্গাপুজো অনুদান বেড়েছে, ঘটা করে কার্নিভালও হয়েছে রেড রোড বা ইন্দিরা গান্ধী সরণিতে। কিন্তু পুজোর পর মাস দুয়েক কাটতে না কাটতেই অর্থ সংকটে বন্ধ হয়ে গেল জেলার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর শিল্পীদের ভরসা সবলা মেলা। প্রতিবছর ডিসেম্বর থেকে ধাপে ধাপে রাজ্যের ২৩ টি জেলায় অনুষ্ঠিত হতে শুরু করে সবলা মেলা। জেলা পিছু বরাদ্দ হত ১২ লক্ষ টাকা। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর শিল্পীরা জানান, 'সারাবছর ধরে আমরা এই মেলার দিকে তাকিয়ে মালপত্র বানাই। বিক্রিবাটায় রোজগারও ভালো হয়। কিন্তু এবারে সব মাঠে মারা গেল।'

স্বনির্ভর ও স্বনিযুক্তি দপ্তরের আধিকারিকরা জানিয়েছেন, অর্থ দপ্তর টাকা দিতে পারবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে। তাই একমাত্র নিউটাউনের সবলা মেলা ছাড়া সব জেলার মেলা বন্ধ রাখা হয়েছে। দপ্তরের মন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা অবশ্য এ জন্য কেন্দ্রকে দূষছেন। তিনি বলেন, কেন্দ্র বিভিন্ন প্রকল্পে রাজ্যকে টাকা দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। অর্থ সংকট তো রয়েছেই। তবু মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী লড়ে যাচ্ছেন। রাজ্যকে নিজের টাকা সব কাজ চালাতে হচ্ছে। কেন্দ্রের জন্যই আমরা ভুগছি।

স্বনির্ভর গোষ্ঠীর শিল্পীদের মতই অর্থ সংকটে বঞ্চিত রাজ্যের বিভিন্ন উন্নয়ন পর্ষদের কর্মীরা। নির্দেশ থাকা সত্বেও অবসরকালীন সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন না ১৯ টি উন্নয়ন পর্ষদের ৩০০ কর্মী। ২০২১ সালে পূর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের সচিবের আদেশ থাকা সত্বেও এখনও চালু হয়নি প্রভিডেন্ট ফান্ড। এর জন্য অর্থ সংকটই দায়ী বলে জানা গিয়েছে। যদিও মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম এ ব্যাপারে কিছুই জানেন না বলে জানিয়েছেন। তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর বহু উন্নয়ন পর্ষদ গড়া হয়েছে কিন্তু কর্মীদের পাওনা গন্ডা থেকে গিয়েছে অস্থায়ী স্তরে। এর মধ্যে রয়েছে পশ্চিম বর্ধমানের আসানসোল–দুর্গাপুর, পূর্ব বর্ধমানের বর্ধমান উন্নয়ন পর্ষদ, জলপাইগুড়ির গজলডোবা, চ্যাংড়াবান্ধা, কোচবিহারের শিলিগুড়ি–জলপাইগুড়ি, শ্রীনিকেতন–বীরভূমের তারাপীঠ–রামপুরহাট, পাথরচাপরি, শান্তিনিকেতন এবং বক্রেশ্বর উন্নয়ন পর্ষদ, বাঁকুড়ার মুকুটমণিপুর, হুগলির ফুরফুরা শরিফ ও তারকেশ্বর উন্নয়ন পর্ষদ, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার গঙ্গাসাগর–বকখালি, দিঘা–শঙ্করপুর উন্নয়ন পর্ষদ, পূর্ব মেদিনীপুরের হলদিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুরের মেদিনীপুর–খড়গপুর উন্নয়ন পর্ষদ, কেশপুর লাগোয়া মোহবনি ও বীরসিংহ উন্নয়ন পর্ষদ। সব পর্ষদের কর্মীদেরই বেহাল দশা। ওয়েষ্ট বেঙ্গল মিউনিসিপাল সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষায় পাশ করে এই সব পর্ষদে যোগদান করা অনেকেই এই চাকরি ছেড়ে চলে গিয়েছেন আর্থিক অনিশ্চয়তার জন্য। যারা উন্নয়নের কারিগর তারাই ভুগছে চরম অনিশ্চিয়তায়। এর সমাধান কবে তাও তারা বলতে পারছেন না। এসব উন্নয়ন পর্ষদকে মাল্টিস্পেশালিটি হাসপাতালের সঙ্গে তুলনা করেছেন বিজেপি নেতা শঙ্কর ঘোষ।

উল্টো পথে কলকাতা পুরসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : অর্থ সংকটে যখন সবলা মেলা বন্ধ করতে হচ্ছে তখন উল্টো পথে হাঁটল কলকাতা পুরসভা। ঠিকাদারদের বকেয়া মেটাতে না পারলেও আগামী ২৭ থেকে ৩১ জানুয়ারিচ্ছ কলকাতার ট্রাঙ্গুলার পার্কে হতে চলেছে পুর স্বনির্ভর মেলা। এর জন্য খরচ হবে ৩০ লক্ষ টাকা। অথচ বকেয়া ২০০ কোটি টাকার জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছে ঠিকাদাররা। বারবার বকেয়া চাওয়ায় পুরসভার অর্থ বিভাগ বিরক্ত হয়ে তাদের দপ্তরের দরজায় 'নো কোয়ারি অন পেমেন্ট' বলে নোটিশ সেঁটে দিয়েছে। রাজ্যের স্বনির্ভর মন্ত্রী যখন অর্থ সংকটের কথা বলছেন তখন পুরসভার সমাজকল্যাণ বিভাগের মেয়র পারিষদ মিতালি বন্দোপাধ্যায় মেলার প্রস্তুতি বৈঠকে ব্যস্ত।

এই পরিস্থিতিতে মেলা নিয়ে পুরসভায় বিতর্ক তুঙ্গে অধিকারিকদের সঙ্গে। সূত্রের খবর পুরসভা এমন মেলা করে না বলে আধিকারিকরা বোঝাতে চাইলেও মেয়র পারিষদ বুঝতে নারাজ। আধিকারিকরা জানান, পুরসভার আয়ের থেকে ব্যয় বেশি। ঠিকাদারদের বকেয়া মেটানো যাচ্ছে না। তখন এই মেলা নিয়ে তারা যথেষ্ট বিরক্ত। বিজেপি পুরপ্রতিনিধি সজল ঘোষ একে তুঘলকি কাণ্ড বলে কটাক্ষ করেছেন। এখন মেয়র কি করেন সে দিকেই তাকিয়ে সকলে।

নো ম্যাপিংয়ের শীর্ষে মহানগর

বরুণ মণ্ডল : নো ম্যাপিংয়ের শীর্ষে কলকাতার দুই জেলা কলকাতা উত্তর ও কলকাতা দক্ষিণ। কলকাতা উত্তর জেলার মধ্যে রয়েছে কলকাতার জেসপ বিল্ডিং থেকে পরিচালিত সাত বিধানসভা কেন্দ্র। কেন্দ্র সাতটি হল চৌরঙ্গী, এন্টালি, বেলেঘাটা, জোড়াসাঁকো, শ্যামপুকুর, মালিকতলা ও কাশীপুর–বেলগাছিয়া। কলকাতা উত্তর জেলার সাত বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নিখোঁজ, স্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত, মৃত ভোটার রয়েছে জোড়াসাঁকো(১৬৫) কেন্দ্রে। সংখ্যাটা ৭৩ হাজারের বেশি। চৌরঙ্গী(১৬২) কেন্দ্রেও মৃত, স্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত ও নিখোঁজ ভোটারের সংখ্যাটা ৭০ হাজারের কাছাকাছি। আসলে কলকাতা উত্তরের সাত বিধানসভা কেন্দ্রেই এই ধরনের মৃত, স্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত ও নিখোঁজ ভোটারের সংখ্যাটা ৫০ হাজারের কাছাকাছি। আসলে বছর বছর ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ ঠিক মতো হয় না। ফলে ২০০২ সালের পর যখন ২০২৫ সালে ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধনের কাজ চলছে তখন মৃত, স্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত ও নিখোঁজ ভোটারের সংখ্যাটা একটা বড়োসড়ো অঙ্কে বের হচ্ছে। অন্যদিকে, কলকাতা দক্ষিণ জেলার মধ্যে রয়েছে আলিপুরের গোপালনগরের সার্ভে বিল্ডিং থেকে পরিচালিত কলকাতার চার বিধানসভা কেন্দ্র। কেন্দ্র চারটি হল কলকাতা বন্দর, ভবানীপুর, রাসবিহারী ও বালিগঞ্জ। নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে ২০০২ সালের ভোটার তালিকার সঙ্গে ম্যাচ হচ্ছে না এই ধরনের ভোটার সংখ্যা সবচেয়ে বেশি কলকাতায়। এর মধ্যে রাসবিহারী কেন্দ্রে নো ম্যাপিংয়ের হার ১৩ শতাংশ। ভবানীপুরে ১২ শতাংশ। কলকাতা বন্দরে ১১ শতাংশ। এবং বালিগঞ্জ কেন্দ্রে নো ম্যাপিংয়ের হার ১০ শতাংশ।

এরপর পাঁচের পাতায়

শুনানীর নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন

শক্তি ধর

৭ রাজ্যে চলতি এসআইআর–এর সময়সীমা বাড়লেও পশ্চিমবঙ্গ সেই তালিকায় নেই। অর্থাৎ পূর্ব নির্ধারিত সূচি মেনে এ রাজ্যে এনুমারেশন ও ডিজিটাইজেশন পর্ব শেষ হয়ে গিয়েছে বৃহস্পতিবার। ১৬ ডিসেম্বর বেরোবে খসড়া তালিকা, সঙ্গে যে সব নাম বাদ যেতে চলেছে কারণ সহ সেই তালিকাও। এবার শুরু হবে গণতন্ত্রের প্রথম সিঁড়ি ভোটার তালিকায় দীর্ঘদিন ধরে জমে থাকা শ্যাওলা তোলার ঘষাঘসি বা শুনানী প্রক্রিয়া যা চলবে বিধানসভা এলাকার দু তিনটি নির্দিষ্ট ভেন্যুতে।

যারা নোটিস পাবেন প্রমাণপত্র সহ সেখানে হাজির হবেন ভোটাররা। কিন্তু এই সব ভেন্যুতে নির্বাচন কমিশন আদৌ পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা করতে পারবে? এই প্রশ্ন এখন ঘুরে ফিরে আসছে বঙ্গবাসীর মনে।

কমিশনের দেওয়া প্রাথমিক হিসাবে এই রাজ্যে এনুমারেশন অনুযায়ী বাদ যেতে পারে ৬০ লক্ষের মত ভোটার। আগের এসআইআর গুলির তুলনায় এটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। কিন্তু এ নিয়ে যে রাজনৈতিক টক্কর শুরু হয়েছে তাতে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের ভয়, এসআইআর সম্ভবত সেই রক্তাক্ত ভোটের স্মৃতি ফিরিয়ে আনতে চলেছে। যারা শুনানীতে যাবে তারা ভাবতে শুরু করেছে তাদের এবং প্রমাণ পত্রের নিরাপত্তা নিয়ে। মানুষের ধারণা, কোনো ঘটনা ঘটলে দায় নিয়ে চাপান উতোর চলবে কমিশন ও রাজ্য প্রশাসনের মধ্যে। যা ক্ষতি হবে সাধারণ মানুষের। এসআইআর নিয়ে এ রাজ্যে যেভাবে বিক্ষোভ পাল্টা বিক্ষোভ, হুমকি পাল্টা হুমকি শাসক ও বিরোধী দলের মধ্যে শুরু হয়েছে তাতে সিঁদুরে মেঘ দেখে এ রাজ্যের ভোটাররা। অনেকের মতে, ভোট চলে গেলে যায় আসবে না, প্রাণ চলে গেলে ক্ষতি হয়ে যাবে পরিবারের। বঙ্গবাসীর এই নেতিবাচক ভাবনার কারণ নির্বাচন কমিশন ও রাজনৈতিক দল কেউই এর আগে বিচার দিতে পারেনি ভোটের বলি শত শত পরিবারকে। ভোটের সঙ্গে যার সম্পর্ক নেই চলে গিয়েছে সেই ছোট্ট তামান্না, তার মা আজ পথে পথে ঘুরছে বিচার চেয়ে।

রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, এই আবহ তৈরি করেছে দীর্ঘ রাজনৈতিক জঙ্গিপনা ও নির্বাচন কমিশনের নির্বিকার চিত্ত।

এরপর পাঁচের পাতায়

এইমস নিয়ে সরব রায়গঞ্জের সাংসদ

তপন চক্রবর্তী : ১১ ডিসেম্বর রায়গঞ্জের সাংসদ আবারও এইমস সহ পিছিয়ে থাকা উত্তর দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন দাবি নিয়ে লোকসভায় সরব হলেন রায়গঞ্জের তরুণ তুর্কি বিজেপি সাংসদ কার্তিক চন্দ্র পাল। কার্তিকবাবু বলেন, 'রায়গঞ্জের জন্য অনুমোদিত এইমস হাসপাতালটি কোন এক অজ্ঞাত কারণে হাইজ্যাক করে নদিয়ার কল্যানীতে নিয়ে যাওয়া হয় উত্তরবঙ্গকে বঞ্চিত করে। অবিলম্বে তাই উত্তরবঙ্গের সাধারণ

মানুষের স্বার্থে পশ্চিম বাংলায় দ্বিতীয় একটি এইমস স্থাপনের জন্য দাবি জানিয়েছি। এছাড়া উত্তর দিনাজপুর জেলার ছেলে মেয়েদের নেট পরীক্ষা দিতে মালদা শিলিগুড়ি গিয়ে পরীক্ষায় বসতে হয়। উত্তর দিনাজপুর জেলার পরীক্ষার্থীদের আগের দিন গিয়ে হোটেলে থাকতে হয়। এর থেকে পরিত্রাণ পেতে কেন্দ্রীয় সরকার যাতে রায়গঞ্জে নেটের পরীক্ষা কেন্দ্র করার উদ্যোগ নেয়, সে বিষয়টাও সংসদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। উত্তর দিনাজপুর জেলায় মহিলাদের উচ্চশিক্ষার জন্য কোনও পৃথক কলেজ না থাকায় অধিকাংশ রাজবংশী ছাত্রীরা উচ্চ শিক্ষার মাঝ পথেই বঞ্চিত হচ্ছে। এ প্রসঙ্গও যথার্থ ভাবে সংসদে পেশ করা হয়েছে।'

অলৌকিক জীবিত কুণ্ডের সংস্কার ঘিরে কৌতুহল

নিজস্ব প্রতিনিধি : বীরভূম জেলার তারাপীঠ একটি সিদ্ধ পীঠ বা শক্তিপীঠ। তারাপীঠ মন্দিরের সামনে যে নাট মন্দির আছে তার ঠিক পিছনে আছে বহু প্রাচীন পুণ্যতোয়া পুষ্করিনী। যে পুষ্করিনী জীবিত কুণ্ড বলে সবাই চেনে বা জানে। এই পুষ্করিনীর জল অতি পবিত্র বলেই অনেকে মানেন। অনেককেই দেখা যায় মন্দিরে পুজো দিয়ে ঘাটের সিঁড়ি দিয়ে নেমে এই জল মাথায় ছোঁটাতে বা অনেকে বাড়িতেও নিয়ে যান শান্তি জল হিসাবে। এই পুষ্করিনী বা পুকুরটিকে ঘিরে পৌরাণিক কাহিনীও অনেকেরই জানা। আজ থেকে কয়েক হাজার পূর্বে যখন তারাপীঠে মা তারা অধিষ্ঠিত হননি তখন জয় দত্ত নামে এক বণিক জঙ্গলাকীর্ণ তারাপীঠের যে শ্মশান তার পাশে প্রবাহিত দ্বারকা নদী দিয়ে বাণিজ্য করতে বেরিয়েছিলেন। শ্মশান লাগোয়া দ্বারকা নদীতে বাণিজ্য তরী লাগিয়ে মাঝি মাল্লারা যখন রান্নার কাজে ব্যস্ত, তখন জয় দত্তের ছেলে জঙ্গলে বিচরণ করছিল। তাকে সর্প দংশন করে।

তাতে বণিকের ছেলের মৃত্যু হয়। বণিক জয় দত্ত শোকে–দুঃখে ভেঙ্গে পড়েন। মাঝি মাল্লারা যখন একটি মাছ কুটে ওই পুষ্করিনীতে যেটাকে বর্তমানে জীবিত কুণ্ড বলা হয় তাতে ধুতে যায় তখন ওই কাটা মাছ জলের ছোঁয়ায় জ্যান্ত হয়ে পালিয়ে যায়। এই ঘটনা বণিক জয় দত্ত জানার পর তিনি বলেন, তার ছেলেকে ওই জলে স্নান করাবার জন্য। বণিকের ছেলেকে অর্থাৎ মৃত ছেলেকে যেই জলের স্পর্শে আনা হয় তখনই সে প্রাণ ফিরে পায়। সেই থেকে এই পুকুরটির নাম হয় জীবিত কুণ্ড। তারপরে মায়ের স্বপ্নাদেশ পেয়ে বণিক জয় দত্ত শ্বেত শিমুল গাছের তলা থেকে একটি শিলা মূর্তি উদ্ধার করেন যেটা পরবর্তীকালে তারা মা নামে অভিহিত হয়। ওই মূল শিলা মূর্তিটি তারাপীঠের যে তারা মায়ের মূর্তি আছে তার নিচে আজও বিরাজমান। তারাপীঠ মন্দিরের সামনেই এই জীবিত কুন্ডটি দীর্ঘদিন পর সম্প্রতি তারাপীঠ রামপুরহাট উন্নয়ন পর্ষদ সংস্কার করছে। পুষ্করিনীর সমস্ত জল ছিঁচে ফেলা হয়েছে কিন্তু শেষ অংশের যে কুন্ডটি সেখানে যেই জল ছেঁচা হয়ে যাচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে জল চলে আসছে।

ছবি : মাধব মুখার্জি

এরপর পাঁচের পাতায়

পথশ্রী–রাস্তাশ্রী প্রকল্পের সূচনা বিরোধীদের কটাক্ষ: ভোটের চমক

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১১ ডিসেম্বর নদীয়ার গভর্মেন্ট কলেজের সভা মঞ্চ থেকে সারা রাজ্য জুড়ে পথশ্রী ও রাস্তাশ্রী প্রকল্পের সূচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ওই দিনই দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ৫ টি মহাকুমার সর্বত্র একই সঙ্গে সূচনা হয়ে গেল পথশ্রী ও রাস্তাশ্রী প্রকল্পের। জানা যাচ্ছে, দক্ষিণ ২৪ পরগনার ৫ টি মহকুমায় ১১৫৬ টি রাস্তার পুনর্নির্মাণ এবং নতুন করে সংস্কার করা হবে। রাস্তার পরিমাণ প্রায় ১৪৬৭ কিলোমিটার। এই পথশ্রী ও রাস্তাশ্রী প্রকল্পের জন্য দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় ৬৪১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে সরকারি তহবিল থেকে। কাজটি সম্পন্ন হবে পঞ্চায়েত

সমিতি এবং রাজ্য গ্রামীণ উন্নয়ন সংস্থার মাধ্যমে। মুখ্যমন্ত্রী তার সভাতে জানিয়েছেন, এই বরাদ্দকৃত অর্থ যেটা জেলা তথা সমগ্র রাজ্যতেও হচ্ছে তা সবই রাজ্য সরকারের কোষাগার থেকে বরাদ্দ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের কোন অর্থ তারা গ্রহণ করেননি। গোটা রাজ্যজুড়ে এই পথশ্রী ও রাস্তাশ্রী প্রকল্প সম্পন্ন হলে গ্রামীণ অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর উন্নয়ন হবে সেই সঙ্গে অনেক কম সময়ের মধ্যে গ্রামের মানুষরা মূল সড়কে আসতে পারবে।

এরপর পাঁচের পাতায়

চাকলাতে হতে চলেছে বিশ্ব লোকনাথ ভক্ত মহামিলন উৎসব

কুনাল মালিক

আগামী ১৪ ডিসেম্বর রবিবার উত্তর ২৪ পরগনার দেগঙ্গার চাকলাতে শ্রী শ্রী লোকনাথ সেবাশ্রম সংঘের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে বিশ্ব লোকনাথ ভক্ত মহামিলন উৎসব। এই উৎসব ঘিরে ইতিমধ্যেই গোটা রাজ্যজুড়ে একটা উন্মাদনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ৫২ বছর আগে শ্রী শ্রী লোকনাথ সেবাশ্রম সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়। পরম পিতা ব্রহ্মজ্ঞ ত্রিকালদর্শী শ্রী শ্রী লোকনাথ বাবার জন্মস্থান বলে পরিচিত এই চাকলা। শ্রী শ্রী লোকনাথ সেবাশ্রম সংঘের প্রেসিডেন্ট নব কুমার দাস জানালেন, 'এই প্রথম এত বড় একটি বিশ্ব লোকনাথ ভক্ত মহামিলন উৎসব হতে চলেছে লোকনাথ বাবার জন্মস্থান হিসেবে পরিচিত চাকলা ধামের শ্রী শ্রী লোকনাথ সেবাশ্রম সংঘ প্রাঙ্গনে। যেখানে পশ্চিমবঙ্গের বাবা লোকনাথ নামাঙ্কিত সমস্ত মন্দির–মঠ ও মিশনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত থাকবেন। এমনকি আমাদের সংগঠনের ৬০০ সদস্য তারাও এখানে থাকবেন। লোকনাথ বাবার জন্মস্থানকে স্বীকৃতি দিয়ে এই প্রথম বাংলাদেশের বারদী থেকে যেখানে লোকনাথ বাবা সমাধিস্থ আছেন সেখানকার দুজন প্রতিনিধি এই বিশ্ব লোকনাথ ভক্ত মহামিলন উৎসবে যোগদান করছেন। এই পুণ্য দিনে সমস্ত লোকনাথ নামাঙ্কিত মন্দিরের সম্পাদক সভাপতি

সদস্য সদস্যাদের সংবর্ধিত করা হবে। পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জিকেও আমরা নিমন্ত্রণ করেছি তিনিও আমাদের এই উৎসবের প্রস্তুতি নিয়ে খোঁজ খবর নিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সকল জনপ্রতিনিধিগণ আমাদের বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে থাকেন সে জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। এই বিশেষ দিনে ১২০০০–১৪০০০ ভক্ত জনকে বিনামূল্যে প্রসাদ বিতরণ করা হবে। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি এখানে যাতে ২০০০ জন একসঙ্গে বসে ভোগ খেতে

পারেন তার জন্য ঘরের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন, ৮০ টা স্টল বানিয়ে দিয়েছেন, এখানকার পুকুর সংস্কার করে দিয়েছেন, রাস্তাঘাট সুন্দর করে দিয়েছেন, সেজন্য আমরা মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর কাছে কৃতজ্ঞ। উৎসবের দিন যাতে ভক্তজনেরা স্বাস্থ্য পরিসেবা পান তার জন্য মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমরা ভ্রাম্যমান স্বাস্থ্যপরিসেবার জন্য আবেদন করেছি। প্রতিদিন এখানে মন্দির খোলা হয় সকাল ৬:৩০ টায়, ৮ টার সময় বাল্যভোগ দেওয়া হয়। তারপর ১২:৩০ মিনিটে

রাজভোগ দেওয়া হয় এবং সন্ধ্যায় সন্ধ্যারতি ও বাবাকে ভোগ নিবেদন করার পর রাত ৮ টার সময় মন্দিরের দরজা বন্ধ করা হয়। প্রতিদিনই এখানে পুজো দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। সেই সঙ্গে ভোগ খাওয়ারও ব্যবস্থা আছে, সাধারণত রাজভোগের জন্য ৮০ টাকার কুপন কাটতে হয় এবং খিচুড়ি ভোগের জন্য ৪০ টাকার কুপন সংগ্রহ করতে হয়। এই সামান্য অর্থ নেওয়া হয় কারণ আমাদের মন্দিরে ১০৪ জন সেবাইত আছেন। তাদেরও কিছু সাম্মানিক প্রদান করতে হয়। তাছাড়া আমাদের শ্রী শ্রী লোকনাথ সেবাশ্রম এর পক্ষ থেকে যে সমস্ত মন্দির মঠ ও মিশন আবেদন করে সেখানে আমরা গরীব দুস্থ মানুষদের জন্য বস্ত্র বিতরণের ব্যবস্থা করি। তাছাড়া বিভিন্ন চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার জন্য মেডিকেল ক্যাম্পের ও ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। নবকুমার দাস জানালেন, তিনি ৪৩ বছর ধরে এই শ্রী শ্রী লোকনাথ সেবাশ্রমের সঙ্গে জড়িত আছেন এবং সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন অত্যন্ত দায়িত্বের সঙ্গে এবং তিনি নিজে একজন লোকনাথ মহানাম প্রচারক। শ্রী শ্রী লোকনাথ সেবাশ্রম সঙ্গে কেউ যদি কোন কিছু দান করতে চান তাহলে অবশ্যই করতে পারেন তাহলে সভাপতি নবকুমার দাসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন তার ফোন নম্বর ৮০১৭৯৮৪৫৪১। শ্রী শ্রী লোকনাথ সেবাশ্রম সংঘের সভাপতি নবকুমার দাস আরো জানালেন, কোন ভক্ত জন যদি শ্রী শ্রী লোকনাথ সেবাশ্রম সংঘে রাত্রিযাপন করতে চান, তারও সুব্যবস্থা আছে এখানে। সামান্য অর্থের বিনিময়ে এসি গেস্ট হাউসের ব্যবস্থা আছে। তার জন্য আগে থেকে ফোনে যোগাযোগ করে নিতে হবে।

ছবি : অরুণ লোধ

অর্থনীতি

বাজার নিদ্রা যাচ্ছে

সঞ্জয় দত্ত
শেয়ার বাজার বিশেষজ্ঞ ও মিউচুয়াল ফান্ড ডিস্ট্রিবিউটর

আজ এই লেখা যখন লিখছি অর্থাৎ বুধবার দুপুরে বাজার ২৫,৮১৫ এই লেভেলে রয়েছে বিগত দুটি ট্রেডিং সেশনে বাজার দুর্বল হয়েছে এবং স্থিত অবস্থায় সংক্রান্ত তাদের সিদ্ধান্ত বাজারে বড় ভূমিকা গ্রহণ করবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। ভারতীয় বাজারে অভ্যন্তরীণ চাহিদা এবং স্থিতাবস্থা সত্ত্বেও গ্লোবাল কারণে দুর্বলতা প্রকাশ পাচ্ছে এই মাসের তা আরো প্রকট হতে পারে এবং নিচের

আজও একটা সময় অনেকটা উপরে যাওয়ার পরেও নিচের দিকে পিছলে গিয়েছে। আজ রাতে ফেডারেল রিজার্ভের সিদ্ধান্ত গত গুরুত্বপূর্ণ মিটিং রয়েছে এবং সুদের হার বৃদ্ধি বা দিকে ২৫,৫০০ এবং উপরের দিকে ২৬,২০০ এই হচ্ছে বাজারের রেঞ্জ। যতক্ষণ এই রেঞ্জ ব্রেক করছে না ততক্ষণ বড় রকমের মুভমেন্ট দেখার সম্ভাবনা কম।

ভারতের গ্রামীণ অর্থনীতির কেন্দ্রে হস্তশিল্প

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারত হস্তশিল্প উৎপাদনে বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দেশ। হস্তশিল্পের জন্য বিদেশি চাহিদা বাড়ছে। দেশজুড়ে কারিগররা প্রজন্মগত ভাবে দক্ষতা অর্জন করেছেন। যদিও অধিকাংশ কারিগর আংশিক সময়ে কাজ করেন এবং কম পুঁজি ব্যবহার করেন, তবু, হস্তশিল্প আয়ের একটি কার্যকর মাধ্যম। এই শিল্প শ্রমনির্ভর এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিস্তৃত। বর্তমানে দেশে ৩১৮–টি জিআই তকমাপ্রাপ্ত হস্তশিল্প পণ্য এবং প্রায় ৪৫৫–টি স্বীকৃত কারুশিল্প শ্রেণি রয়েছে। হস্তশিল্প ৬৪.৪৪ লক্ষ মানুষকে কর্মসংস্থান প্রদান করে। মোট শিল্পীর ৬৪% এবং তাঁতির ৭১% মহিলা। ২০২৪–২৫–এ হস্তশিল্প ক্ষেত্রের রপ্তানি ৩৩১২২.৭৯ কোটি টাকা। সরকার বিভিন্ন উদ্যোগের মাধ্যমে শিল্পীদের জন্য উন্নত পরিকাঠামো, বাজার সংযোগ এবং সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করছে।

প্রতি বছর ৮ থেকে ১৪ ডিসেম্বর জাতীয় হস্তশিল্প সপ্তাহ পালিত হয়। এতে কারিগরদের সম্মান জানানো হয়। এছাড়া, এই সপ্তাহ হস্তশিল্পের সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব প্রকাশ করে। সরকারও এই শিল্পকে উন্নত করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এছাড়াও শ্রেষ্ঠ কারিগরদের সম্মান জানায়। এতে শিল্প গুরু পুরস্কার এবং জাতীয় পুরস্কার অন্তর্ভুক্ত। পুরস্কারগুলো কারিগরদের দক্ষতা, সৃজনশীলতা এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি

২০২৪–২৫ সালের প্রধান রপ্তানি পণ্যগুলি ছিল আর্ট মেটালওয়্যার (৪,৩৮৬ কোটি টাকা), কাঠের সামগ্রী (৮,৫২৪ কোটি টাকা), হস্তমুদ্রিত বস্ত্র (৩,২১৭ কোটি টাকা), কড়াই ও ক্রোশে পণ্য (৪,৩৫০ কোটি টাকা) এবং কৃত্রিম গয়না (১,৫১১ কোটি টাকা)। মোট রপ্তানির প্রায় ৩৭ শতাংশ যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো হয়।

জাতীয় হস্তশিল্প উন্নয়ন কর্মসূচি হস্তশিল্পে ভারতের প্রধান প্রকল্প। ২০২২–২৬ –র জন্য বরাদ্দ ৮৩৭ কোটি টাকা। ২০২৩–২৪ সালে ২,৩২৫–টি প্রকল্প অনুমোদিত হয়। এতে ৬৬,০০০–এর বেশি কারিগর উপকৃত হন। প্রকল্পগুলি ক্লাস্টারভিত্তিক সহায়তা প্রদান করে। এতে পরিকাঠামো, দক্ষতা উন্নয়ন, নকশা সহায়তা এবং বাজার সংযোগ অন্তর্ভুক্ত। লক্ষ্য প্রতিটি কারিগরকে মূলধারায় নিয়ে আসা এবং ঐতিহ্যবাহী শিল্প রক্ষা করা। কম্প্রিহেন্সিভ হস্তশিল্প ক্লাস্টার উন্নয়ন কর্মসূচি বরাদ্দ ১৪২.৫ কোটি টাকা। উদ্দেশ্য, হস্তশিল্প ক্লাস্টার সক্ষম করা, উৎপাদন বাড়ানো, মানোন্নয়ন করা এবং বাজারে প্রতিযোগিতা উৎসাহিত করা। এতে প্রযুক্তি, কাঁচামাল ব্যাঙ্ক, নকশা সহায়তা এবং সামাজিক সুরক্ষা অন্তর্ভুক্ত।

'আম্বেদকার হস্তশিল্প বিকাশ যোজনা' কারিগর সমবায় বা প্রোডিউসার কোম্পানি বা উৎপাদক সংস্থা গঠনে সহায়তা করে। এটি

শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করে।

হস্তশিল্প বহু মানুষকে কর্মসংস্থানের সুযোগ দেয়। দেশজুড়ে আনুমানিক ৬৪.৬৬ লাখ হ্যান্ডলুম এবং হস্তশিল্প কারিগর রয়েছেন। উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, অসম, ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ এবং তামিলনাড়ুতে কারিগরের সংখ্যা অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় বেশি। ২০২৫–এর আগস্ট পর্যন্ত তাঁতিদের মধ্যে মহিলাদের অংশ ৭১ শতাংশ। মোট কারিগরদের মধ্যে মহিলাদের অংশ ৬৪ শতাংশ। এটি মহিলাদের কর্মসংস্থান প্রদান করে স্বাবলম্বী হতে সহায়তা করে। হস্তশিল্প অনেক কৃষি–ভিত্তিক পরিবারকে আংশিক বা অতিরিক্ত আয় প্রদান করে। এটি ছোট ও পারিবারিক পরিসরেও করা যায়। ফলে, প্রত্যন্ত অঞ্চলের পরিবারগুলিও উপকৃত হয়। ২০২৪ পর্যন্ত 'পেহচান কারিগর' সনাক্তকরণ কর্মসূচিতে ৩২ লাখের বেশি কারিগর নিবন্ধিত হয়েছেন। এদের প্রায় ২০ লাখ মহিলা।

২০২৫ সালের এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বস্ত্র ও পোশাকের রপ্তানি ছিল ১৮,২৩.৫৪ কোটি মার্কিন ডলার। ২০২৪–২৫ সালে হস্তশিল্প (শতরঞ্চি ব্যতীত) রপ্তানি ৩৩,১২২.৭৯ কোটি টাকা। ২০১৪–১৫ সালে এটি ছিল ২০,০৮২.৫৩ কোটি টাকা।

কারিগরদের আর্থিক ও বাজারগত সুবিধা দেয়। 'এক জেলা এক পণ্য' উদ্যোগ জিআই তকমাপ্রাপ্ত পণ্যকে গুরুত্ব দেয়। স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্থানীয় উদ্যোগগুলিকে বাজারে সংযুক্ত করা হয়। ২০২৩–২৪ সালে এনএইচডিপি অধীনে ৭৮৬–টি বিপণন অনুষ্ঠান অনুমোদিত। ২০২৫–২৬ সালে ১৩২–টি বিপণন অনুষ্ঠান পরিকল্পিত। ইন্ডি হাট এবং আইআইটিএফ প্রদর্শনী কারিগরদের বাজারের সঙ্গে সংযুক্ত করে।

হস্তশিল্প ও তাঁতশিল্প ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। গত পাঁচ বছরে ৩৫৬–টি ছোট এবং দুটি মেগা তাঁত ক্লাস্টার অনুমোদিত। মুদ্রা ঋণ, বীমা ও অন্যান্য প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ৬.৪৫ লাখ তাঁতি উপকৃত। সামর্থ্য কর্মসূচিতে ৫.৩৫ লাখ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, ৪.২০ লাখ চাকরিতে স্থাপিত।

ভারতের হস্তশিল্প গ্রামীণ জীবিকা ও সাংস্কৃতিক পরিচিতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রচলিত দক্ষতা ও নৈপুণ্য আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে নতুন প্রাণশক্তি লাভ করছে। সরকারি উদ্যোগ এবং প্রশিক্ষণের সাহায্যে কারিগররা বেশি আয় করতে পারছেন। এই শিল্প দেশের অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

জেনে রাখা দরকার

ইউনেস্কোর কালচারাল হেরিটেজ

বিশ্ব জুড়ে বিভিন্ন Intangible Cultural Heritage বা স্পর্শ করা যায়না এমন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে রক্ষা করার জন্য ইউনেস্কো (UNES–CO) একটি তালিকা তৈরি করেছে। ২০০৩ সালে রাষ্ট্রসংঘের এক কনভেনশনে এই তালিকা প্রস্তুত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ইউনেস্কো প্রথম তালিকা তৈরি করে ২০০৮ সালে। Intangible Cultural Heritage বা স্পর্শ করা যায়না এমন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের মধ্যে পড়ে বিভিন্ন সামাজিক প্রথা, নাচ–গান–নাটক ইত্যাদি শিল্পকলা প্রদর্শন, উৎসব, আচার অনুষ্ঠান, প্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞান ও প্রথা–প্রকরণ পালন ইত্যাদি, যা একটি জনগোষ্ঠী তাদের পূর্বপুরুষের কাছ থেকে পেয়েছে এবং সেই ঐতিহ্য উত্তরপুরুষেরা বয়ে নিয়ে চলেছে। ইউনেস্কোর লক্ষ্য সেই ঐতিহ্যকে রক্ষা করা। ভারত তার সামাজিক–সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও ঐতিহ্যের জন্য বিখ্যাত। ভারতের ১৪টি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ইউনেস্কোর তালিকায় জায়গা করে নিয়েছে। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ছাড়াও ইউনেস্কোর একটি ওয়র্ল্ড হেরিটেজ সাইটের তালিকা রয়েছে। ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও বৈশিষ্ট্য এই তালিকায় স্থান পাওয়ার ক্ষেত্রে বিবেচিত হয়। ভারতের ৪২টি স্থান এই ওয়র্ল্ড হেরিটেজ সাইটের তালিকায় রয়েছে।

ইনট্যাঞ্জিবল কালচারাল হেরিটেজ (ভারত)

১. রামলীলা

রামলীলা অর্থাৎ রামায়ণের বিভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে শিল্প প্রদর্শন। গান, কবিতা, পাঠ ও সংলাপের মাধ্যমে তুলসীদাসের রামচরিতমানসকে ভিত্তি করে এই পালাগান রচিত ও অনুষ্ঠিত হয়। দশেরা উৎসবের সময় গোটা উত্তর ভারত জুড়ে চলে রামলীলা। রামলীলার সবচেয়ে বিখ্যাত জায়গাগুলি হল অযোধ্যা, রামনগর, বারাণসী, বৃন্দাবন, আলমোরা, সাতনা ও মধুবনী। রামলীলা সাধারণত ১০–১২ দিন ধরে চলে। তবে রামনগরে রামলীলা চলে এক মাস ধরে।

২. কুডিয়াট্টম, সংস্কৃত নাটক (২০০৮)

কেরালায় অনুষ্ঠিত হয় সংস্কৃত নাটক কুডিয়াট্টম। এটি বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন নাট্যানুষ্ঠান। ২০০০ বছর আগে সংস্কৃত ভাষার ধ্রুপদি শৈলী ও কেরালার স্থানীয় ঐতিহ্যের সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে এই নাট্য–শৈলী। এই নাটকের বৈশিষ্ট্য নেত্র অভিনয় ও হস্ত অভিনয় বা শরীরী ভাষা। এই নাটকের অভিনেতারা দীর্ঘ ১০ থেকে ১৫ বছর কঠোর চর্চার মধ্য দিয়ে এই নাট্যশৈলী রপ্ত করে।

৩. বেদ পাঠ (২০০৮)

হিন্দুদের কাছে তাদের ধর্মের প্রাথমিক জ্ঞানের উৎস ও ধর্মীয় পবিত্রতার আকর বেদ। এটি বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। বেদের সংখ্যা চারটি–ঋক্, সাম, যজু ও অথর্ব। ভারতীয়দের জীবনে বেদ অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও প্রায় ১,০০০টি বেদ পাঠের শাখা থাকলেও বর্তমানে মাত্র ১৩টি শাখার অস্তিত্ব রয়েছে।

৪. রাম্মাম, গাড়োয়ালের ধর্মীয় ও নাট্যোৎসব (২০০৯)

রামায়ণ ও অন্যান্য কিংবদন্তি থেকে পাঠ, গান ও মুখোশ পরে নাচ– এই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যটির বৈশিষ্ট্য। এই অনুষ্ঠানের আচার–অনুষ্ঠান অত্যন্ত জটিল। প্রতি বছর এপ্রিল মাসে উত্তরাখণ্ডের সালুর–ডুংরা যমজ গ্রামে এই সাংস্কৃতিক উৎসব পালিত হয়। স্থানীয় ভূমিয়াল দেবতা পূজিত হন এই উৎসবে।

৫. ছৌনাচ (২০১০)

পূর্ব ভারতের ঐতিহ্য ছৌনাচ। মহাভারত, রামায়ণ ও স্থানীয় লোককথার কাহিনি নির্ভর এই নাচ। এই নৃত্যশৈলীতে যুদ্ধের আঙ্গিক ব্যবহৃত হয়। ছৌনাচের তিনটি শাখা রয়েছে– পুরুলিয়া, সেরাইকেল্লা ও ময়ূরভঞ্জ। প্রথম দুটি শাখার ছৌনাচে মুখোশ ব্যবহার করা হয়। বাঁশি ও সানাইয়ের সুরে ছৌনাচ অনুষ্ঠিত হয় খোলা জায়গায়, রাতে।

৬. কালবেলিয়া লোক সঙ্গীত ও নৃত্য (২০১০)

রাজস্থানের কালবেলিয়া জনগোষ্ঠীর জীবন যাপনের ঐতিহ্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত সঙ্গীত ও নৃত্যানুষ্ঠান। একসময় কালবেলিয়ারা ছিল সাপুড়ে। বর্তমানে তারা জীবিকা হিসেবে নাচ ও গানকে বেছে নিয়েছে। মেয়েরা কালো ঘাঘরা পরে সাপের শরীরী বিভঙ্গে নৃত্যশৈলী পরিবেশন করে। তাদের পরনে থাকে কাচ বসানো, রুপোর কাজ করা ঝলমলে কাপড় ও গয়না। পুরুষেরা খঞ্জরি নামে এক ধরনের করতাল এবং পুঙ্গি নামে সাপুড়েদের বাঁশি সহযোগে সঙ্গীত পরিবেশন করে।

(ক্রমশ)

বিদ্যুৎ সংস্থায় ৪৪৭ জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীন সংস্থা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানি লিমিটেড (WB–SEDCL) জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (ইলেক্ট্রিক্যাল) ও অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার পদে ৪৪৭ জন লোক নিচেছ। কারা কোন পদের জন্য যোগ্য: জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (ইলেক্ট্রিক্যাল) গ্রেড–।।:

এ.আই.সি.টি.ই./ আই.আই.টি.র স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ৩ বছরের পুরো সময়ের ডিপ্লোমা কোর্স পাশ হলে আবেদন করতে পারেন। মূল মাইনে: ৩৬৮০০–১,০৬৭০০ টাকা শূন্যপদ : ৪০১টি (জেনাঃ ১০০, জেনাঃ ই.সি. ৫২, জেনাঃ প্রাঃসঃকঃ ১২, তঃজাঃ ৫২, তঃজাঃ ই.সি. ২৮, তঃজাঃ প্রাঃসঃকঃ ৪, তঃউঃজাঃ ১৬, তাউাজাঃ ই.সি. ১, ও.বি.সি.–এ ২৮, ও.বি.সি.–এ ই.সি. ১৩, ও.বি.সি.–বি ২০, ও.বি.সি.–বি–ই.সি. ৮. জেনাঃ প্রতিবন্ধী ১৪, তঃজাঃ প্রতিবন্ধী ৪, ই.ডব্লু.এস. ২৫, ই.ডব্লু.এস. ই.সি. ১২, ই.ডব্লু.এস. প্রাঃসঃকঃ ৪)1

অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (হিউম্যান রিসোর্সেস অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন): যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েটরা হিউম্যান রিসোর্স বা, পার্সোনেল ম্যানেজমেন্ট স্পেশালাইজেশন হিসাবে নিয়ে ২ বছরের এম.বি.এ. / এম.পি.এম./এম.এইচ.আর.এম. কোর্স পাশরা আবেদন করতে পারেন। পার্সোনেল ম্যানেজমেন্ট বা, হিউম্যান রিসোর্স স্পেশালাইজেশন হিসাবে নিয়ে পোস্ট–গ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি / ডিপ্লোমা (২ বছরের) কোর্স পাশ হলেও যোগ্য। মূল মাইনে: ৫৬,১০০–১,৬০,৫০০ টাকা। শূন্যপদ ২০টি (জেনাঃ ৩, জেনাঃ ই.সি. ৩, তঃজাঃ ২, তঃজাঃ ই.সি. ৩, তঃউঃজাঃ ১. ও.বি.সি.–এ ১, ও.বি.সি.–এ ই.সি. ১. ও.বি.সি.–বি ২, জেনাঃ প্রতিবন্ধী ২, ই.ডব্লু.এস. ২)।

অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার (ফিনান্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্টস): যে কোনো শাখার গ্র্যাজুয়েটরা চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্সি/কস্ট অ্যান্ড ওয়ার্ক্স অ্যাকাউন্ট্যান্সি /ফিনান্স স্পেশালাইজেশন হিসাবে নিয়ে এম.বি.এ. (২ বছরের) কোর্স পাশ হলে আবেদন করতে পারেন। মাইনে ওপরের মতো। মূল মাইনে : ৫৬,১০০–১,৬০,৫০০ টাকা। শূন্যপদ: ২৬টি (জেনাঃ ৪, জেনাঃ ই.সি. ৫. তঃজাঃ ৪, তঃজাঃ ই.সি. ১, তঃউঃজাঃ ২, ও.বি.সি.–এ ২, ও.বি.সি.–এ ই.সি. ১, ও.বি.সি.–বি ১, ও.বি.সি.–বি–ই.সি. ১. জেনাঃ প্রতিবন্ধী ২. ই.ড.এস. ৩)। ওপরের সব পদের বেলায় বয়স হতে হবে ১–১–২০২৫"র হিসাবে ১৮ থেকে ৩২ বছরের মধ্যে। তপশিলীরা ৫ বছর, ও.বি.সি.রা ৩ বছর বয়সে ছাড় পাবেন। শুরুতে ১ বছরের প্রবেশন। এই পদের বিজ্ঞপ্তি নং: MPP/2025/04: Date: 24/11/2025.

প্রার্থী বাছাই হবে অনলাইন লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। ৮৫ নম্বরের ৯০ মিনিটের পরীক্ষায় থাকবে এইসব বিষয়: ডোমেন নলেজ ৫০ নম্বর, কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড ১০ নম্বর, ইংলিশ টেস্ট–৫ নম্বর, কম্পিউটার প্রফিসিয়েন্সি –১০ নম্বর, বাংলা / নেপালী ১০ নম্বর। প্রশ্ন হবে ইংরিজিতে। প্রতিটি প্রশ্নে থাকবে ১ নম্বর। নেগেটিভ মার্কিং নেই। লিখিত পরীক্ষায় সাধারণ প্রার্থীরা ৪০%, তপশিলী জাতির প্রার্থীরা ৩৫%, তপশিলী উপজাতি ও প্রতিবন্ধীরা ৩০% নম্বর পেলে কোয়ালিফাই করতে পারবেন ও মোট শূন্যপদের ৩ গুণ প্রার্থীকে ১৫ নম্বরের ইন্টারভিউয়ে ডাকা হবে। সব পরীক্ষাই হবে কলকাতায়। পরীক্ষার তারিখ ঠিক হলে অ্যাডমিট কার্ড ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করে নেবেন।

দরখাস্ত করবেন অনলাইনে, ২৯ ডিসেম্বরের মধ্যে। এই ওয়েবসাইটে: www.wbsedcl.in অনলাইনে দরখাস্ত করার সময় বৈধ ই–মেল আই.ডি. থাকতে হবে আর ফটো ও সিগনেচার স্ক্যান করে নিয়ে যাবেন। এছাড়া পরীক্ষা ফী বাবদ জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার (ইলেক্ট্রিক্যাল) পদের বেলায় ৩০০ টাকা আর অন্যান্য পদের বেলায় ৪০০ টাকা নেট ব্যাঙ্কিং, ডেবিট কার্ড বা, ক্রেডিট কার্ডে জমা দেবেন। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নিজের কাছে রেখে দেবেন। তপশিলী ও প্রতিবন্ধীদের ফী লাগবে না। আরো বিস্তারিত তথ্য পাবেন ওই ওয়েবসাইটে।

নামী শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের ফ্র্যাঞ্চাইজি নিয়ে উচ্চ আয় করুন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: কলকাতার একটি নামী শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান পবনবীর এডুকেশন প্রাইভেট লিমিটেড শিক্ষা বিস্তারের জন্য ফ্রাঞ্চাইজি দিচ্ছে। নেওয়া হবে বিদেশেও বিস্তার করেছে। উচ্চ আয়ের সুযোগ সুযোগ আছে। যাঁরা ব্যবসা করে উচ্চ আয় করতে চান, তাঁরা এখনই যোগাযোগ করুন। ঠিকানা: পবনবীর এডুকেশন প্রাইভেট

এইসব এলাকার জন্য কৃষ্ণনগর, বহরমপুর, মালদা, বারাসাত, দিনাজপুর, শিলিগুড়ি, মেদিনীপুর, খড়গপুর। আমাদের শাখা দেশ ও লিমিটেড, অ্যাবাকাস বিল্ডিং, নিউ টাউন, কলকাতা–১৫৬। ওয়েবসাইট www.pobonbireducation.com ফোন: 9330842424

হোটেল ম্যানেজমেন্ট কলেজে কর্মী নিয়োগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: রাজ্যের প্রথম সারির হোটেল ম্যানেজমেন্ট কলেজ তথা বিএনজি হোটেল ম্যানেজমেন্ট ইনস্টিটিউট রেসিডেন্সিয়াল কেয়ারটেকার (মেল/ফিমেল), অফিস অ্যাসিস্ট্যান্ট (মেল/ফিমেল), সার্ভিস বয়, সার্ভিস গার্ল, সিকিউরিটি গার্ড (মেল/ফিমেল), ক্লিনার (মেল/ফিমেল) পদে বেশ কিছু ছেলেমেয়ে নিচ্ছে। বিশদে জানার জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে: 8777468438.

নাম পরিবর্তন

আমি Sk Ekbal পিতা Sk Asmat, গ্রাম+ পোস্ট – উত্তর হারা ধন পুর,থানা – সাগর, জেলা– দঃ 24 পরগনা। আমার এ্যাকচুয়াল নাম Sk Ekbal, ভুলবশতঃআমার নাম Sk Ikbal Hosen হইয়াছে। আমার আধার নং 5481 4665 2735 এবং আমার ভোটার পরিচয়পত্র নম্বর ZIS2311793. আমি কাকদ্বীপ 1st class Judicial Magistrate Affidavit বলে 09/12/2025 সংশোধন করিয়াছি। আমার এ্যাকচুয়াল নাম Sk Ekbal & Sk Ikbal Hosen same person. আগে ছিল Sk Ikbal Hosen আর এখন হবে Sk Ekbal.

সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন

এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

বিজ্ঞপ্তি

কম খরচে পাত্র–পাত্রী, কর্মখালি, টেন্ডার নোটিশ সহ ক্লাসিফায়েড বিজ্ঞাপন দিতে যোগাযোগ করুন আলিপুর বার্তা দপ্তরে। ইমেলেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

বিজ্ঞপ্তি

সভা, সাহিত্যসভা, সেমিনার, বই প্রকাশ, সিডি প্রকাশের জন্য

আপনাদের অপেক্ষায়

হিন্দ্ সংঘ

যোগাযোগ

৮৫৮২৯৫৭৩৭০

সাপ্তাহিক রাশিফল

দেবব্রত শাস্ত্রী

যোগাযোগ : ৯০০৭৩১২৫৬৩

১৩ ডিসেম্বর – ১৯ ডিসেম্বর, ২০২৫

মেষ রাশি : সিনিয়র এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের অভিজ্ঞতা জীবনের অনেক সমস্যা সমাধানে উপযুক্ত নির্দেশনা প্রদান করতে পারে। একটু সতর্কতা সম্পূর্ণ সুস্থ রাখবে। কোনও গুরুতর সমস্যা নিয়ে চিন্তা না করে, শান্ত এবং প্রফুল্ল মন বজায় রাখুন। রাগ এবং কথাবার্তা নিয়ন্ত্রণ করুন।

বৃষ রাশি : আত্মবিশ্বাস বাড়াতে সৃজনশীলতার উপর মনোযোগ দিন। পরিবারের সাথে বাড়ির জন্য বিশেষ কিছু কিনতে বাজারে বেড়াতেও উপভোগ করবেন। কোনও আত্মীয়ের সাথে দেখা করার আমন্ত্রণও পেতে পারেন। অংশীদারিত্বের ব্যবসায় স্বচ্ছতা বজায় রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোনও অর্থ প্রদান আটকে গেলে আর্থিক সমস্যা বাড়তে পারে।

মিথুন রাশি : বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজনের সাথে হাসি–ঠাট্টা করে সময় কাটাবেন। কোনও প্রকল্পের কারণে ভ্রমণও সম্ভব। কম্পিউটার এবং মিডিয়া সম্পর্কিত ব্যবসায় নতুন সুযোগ তৈরি হবে। কিছু ব্যক্তিগত সমস্যা থাকবে। এই সময়ে ধৈর্য এবং বোধগম্যতার সাথে পরিস্থিতি মোকাবেলা করুন। এটি অত্যন্ত শান্ত এবং ধৈর্যের সাথে কাটানোর সময়।

কর্কট রাশি : সম্ভবত দুর্দান্ত ফলাফল দেখতে পাবেন। সন্তানের ভালো আচরণও মানসিক শান্তি বয়ে আনবে। ফোনে আত্মীয়দের সাথে যোগাযোগ রাখুন। দরকারী নতুন তথ্য পাবেন। বাড়ির পরিবেশ মনোরম হবে। যেকোনো ব্যক্তিগত পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রচুর পরিশ্রমের প্রয়োজন।

সিংহ রাশি : সংযম এবং নম্রতা অন্যদের উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। অপ্রয়োজনীয় গুজব উপেক্ষা করুন এবং আপনার কাজে মনোনিবেশ করুন। অবশ্যই সাফল্য অর্জন করবেন। ধর্মীয় কাজে পরিবারের সাথে সময় কাটালে শান্তি আসবে। যদি কোনও বিচারাধীন মামলা থাকে, তাহলে সাফল্য অর্জনের জন্য আরও কঠোর পরিশ্রম করতে হবে।

কন্যা রাশি : যোগাযোগ দক্ষতা এবং সামাজিক দক্ষতা আর্থিক এবং ব্যবসায়িক প্রচেষ্টায় সাফল্য বয়ে আনবে। ব্যবসায়ের প্রভাবশালী ব্যক্তির পরামর্শ এবং সহায়তা নতুন কিছু অর্জনে সহায়তা করতে পারে। এটি নিজের এবং আপনার পরিবারের উপর মনোযোগ দেওয়ার সময়।

তুলা রাশি : যেকোনো কঠিন সমস্যার সমাধান খুঁজে পেতে সাহায্য করবে। সম্পত্তি সম্পর্কিত যেকোনো কাজ সম্পন্ন করার জন্য এটি একটি উপযুক্ত সময়। তরুণরা তাদের ক্যারিয়ার সম্পর্কিত সুসংবাদ পাবেন। পারিবারিক সুখ এবং শান্তি বিরাজ করবে। রাগ বা আবেগের বশে সিদ্ধান্ত নেওয়া এড়িয়ে চলুন এবং কোনও অবৈধ কার্যকলাপে জড়িত হওয়া এড়িয়ে চলুন।

বৃশ্চিক রাশি : গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাৎ উপকারী হবে। বাড়িতে এবং ব্যবসায় উভয় ক্ষেত্রেই ভালো সম্প্রীতি বজায় থাকবে। যেকোনো জটিল পারিবারিক বিষয় সমাধান হতে পারে। সতর্কতা অবলম্বন করা গুরুত্বপূর্ণ। অসুস্থতার কারণে, আপনি কিছুটা রাগান্বিত এবং খিটখিটে বোধ করতে পারেন।

ধনু রাশি : আপনি বিশেষ কিছু অর্জন করতে চলেছেন। দৃঢ় সংকল্প এবং কঠোর পরিশ্রমের সাথে আপনার কাজে পর্যাপ্ত সময় ব্যয় করুন। সঠিক কাজের ব্যবস্থা বজায় রাখুন। শিক্ষার্থীদের মজা এবং আনন্দে লিপ্ত হয়ে তাদের পড়াশোনা বিসর্জন দেওয়া এড়িয়ে চলা উচিত।

মকর রাশি : তরুণদের তাদের লুকানো প্রতিভা চিনতে হবে এবং সেগুলি কাজে লাগাতে হবে। এখনই তৈরি পরিকল্পনাগুলি অদূর ভবিষ্যতে শুভ সুযোগ প্রদান করবে। মুলতুবি থাকা অর্থ আর্থিক সমস্যার সমাধান করবে। আর্থিক অবস্থা মাঝারি থাকবে। অপ্রত্যাশিত ব্যয় দেখা দিতে পারে যা কাটানো অসম্ভব হতে পারে। কোনও পরিকল্পনা বাস্তবায়নে তাড়াহুড়ো করা ঠিক নয়।

কুম্ভ রাশি : সন্তানদের সাথে সম্পর্কিত কোনও ইচ্ছা পূরণ করা আপনাকে উজ্জীবিত করবে। ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক সাধনার প্রতি আপনার আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে এবং দৈনন্দিন চাপ থেকে মুক্তি পাবেন। সম্পর্ক আরও সুসংগত হয়ে উঠবে।

মীন রাশি : সম্পর্কের ক্ষেত্রে চলমান যেকোনো অভিযোগের সমাধান হবে। শুভাকাঙ্ক্ষীর আশীর্বাদ এবং শুভকামনা বর হিসেবে প্রমাণিত হবে। ব্যক্তিত্বেরও উন্নতি হবে। কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সাথে সম্প্রীতি বজায় থাকবে। আপনাকে কিছু কঠিন ব্যক্তিগত বা পারিবারিক সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে, তাই আবেগপ্রবণ না হয়ে ব্যবহারিক পদ্ধতি অবলম্বন করুন।

শব্দবার্তা ৩৭১

			১		২		৩
	৪						
			৫				
৬							
				৭		৮	
৯		১০					
				১১			
		১২					

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১. না–থাকা, অনটন ৪.অন্যায়ভাবে বা অসংগতভাবে দায়ী করা ৫. জীবনীকার ৬. বিবাহ, শুভ ৭. সম্মান ৯. ছলনা, প্রতারণা ১১. ঢেউ ১২. একধরনের ব্যঞ্জন

উপর–নীচ

১. ক্ষতি ২. ভাগ্য, অদৃষ্ট ৩. প্রহরী ৪. অন্তিম, শেষের ৬. চোখের পাতা ফেলা ৭. সরল ভাব, অকপটতা ৮. – লাঠি একের বোঝা ১০. মাথায় পরার গয়না বিশেষ।

সমাধান : ৩৭০

পাশাপাশি : ১. উত্তর ২.জাবেদা ৪.ঘটনা ৫. মালদার ৭. নিট ৯. ইতু ১২.অসিলতা ১৪. বাহার ১৫. সময়, ১৬. পরখ।

উপর–নীচ : ১. উলেমা ২.জানাজানি ৩. দাক্ষিণ্য ৪. ঘর ৬. লড়াই ৮. টহল ১০.তুন্নবায় ১২. অর ১৩. তারিখ ১১. আভাস।

ধ্বংসের পথে সেতু

সঞ্জয় চক্রবর্ত্তী, হাওড়া : মানব সভ্যতার অগ্রগতির এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা যেমন সড়ক তেমনি নদীর উপর নির্মিত সেতুর ভূমিকাও কম নয়। সেই সেতু নির্মাণ কাজ যত ভালো হবে ততই যাতায়াতের পথও সুন্দর হবে। হাওড়া ডোমজুড় থানার অন্তর্গত উঃ ঝপড়দহ একানম্বর কালী মন্দিরের পাশে রয়েছে একটি কাঠের তৈরি সেতু। এই সেতু দিয়ে যেমন নোনা কুন্ডু যাওয়া যায় তেমনি ডোমজুড় রেলওয়ে স্টেশনের দিকে যাওয়ার যায়। মূলত হাওড়া–ডোমজুড় মূল সড়কের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে। গুরুত্বপূর্ণ এই কাঠের সেতু ধীরে ধীরে ধ্বংসের দিকে চলে যাচ্ছে বলে নিত্য যাত্রীদের অভিযোগ। সেতুর কাঠগুলো ধীরে ধীরে ভেঙে যাচ্ছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে সেতু সংস্কারের ব্যবস্থা করা না হলে এক সময় ঘটতে পারে বড়সড় দুর্ঘটনা। এলাকাবাসীদের দাবি যদি কাঠের সেতুর পরিবর্তে কংক্রিটের সেতু তৈরি করা হয় তাহলে খুব ভালো হয়। বারবার কাঠের সেতুর সংস্কারের ঝামেলা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। এখন দেখার বিষয় প্রশাসনের পক্ষ থেকে কাঠের সেতুর সংস্কার ও পরবর্তী সময়ে কংক্রিটের সেতু নির্মাণ করার কি ভূমিকা গ্রহণ করে।

রেলমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১০ ডিসেম্বর সংসদে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব এবং রেল প্রতিমন্ত্রী রবনীত সিং বিট্টুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন বিজেপি রাজ্য সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়।

সমাজমাধ্যমে জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় লেখেন, দরবার করে কয়েকটি রেল পরিষেবা সংক্রান্ত অনুমোদন করানোর সুযোগ পেয়েছি। সিউড়ি–শিয়ালদহ মেমু এক্সপ্রেসের চিনপাইয়ে স্টপেজ খুব দ্রুত হবে। সাহেবগঞ্জ–রামপুরহাট মেমু সিউড়ি পর্যন্ত সম্প্রসারিত হবে। এর ফলে রাতে রামপুরহাট থেকে সিউড়ি আসার ব্যবস্থা হতে চলেছে। একইভাবে সকালে ট্রেন যোগে রামপুরহাট–সাহেবগঞ্জ বা উত্তরবঙ্গে যাওয়া সুগম হবে অর্থাৎ সিউড়ির জন্য আরো একটি নতুন রেল পরিষেবা। নিউ জলপাইগুড়ি –হাওড়া বন্দেভারত এক্সপ্রেসের রামপুরহাটে স্টপেজের ব্যবস্থা হল। বাকি রইল হাটজানবাজার ওভারব্রিজ। কাজ সম্পূর্ণ হলেই তার উদ্বোধনেও চমক থাকবে। সিদ্ধান্ত পাকা, রেলমন্ত্রকের বাস্তবায়ন–রূপায়ণে যতটুকু সময় লাগে তা আমাদের দিতে হবে। পাশাপাশি, আসানসোল থেকে মালদা টাউন এবং আজিমগঞ্জ থেকে অন্ডাল মেমু প্যাসেঞ্জার ট্রেন চালু করার দাবিও উঠেছে জেলার বিভিন্নমহল থেকে।

হনুমান বিগ্রহ ভাঙাকে কেন্দ্র করে উত্তাল এলাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুলপি: কাকদ্বীপ মন্দির বাজারের পর এবারে কুলপিতে হনুমান মন্দিরের হনুমান বিগ্রহ ভাঙাকে কেন্দ্র করে উত্তাল হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ঘটনাটি ঘটেছে কুলপি থানার রামকৃষ্ণপুর অঞ্চলের সিংহের হাট এলাকায়। ১০ ডিসেম্বর সকালে এলাকার মানুষজন দেখতে পায় কেউ বা কারা হনুমান মন্দিরে বজরংবলীর মুণ্ডু ছেদন করেছে। আর বিষয়টি নিয়ে সুন্দরবন পুলিশ জেলার অ্যাডিশনাল পুলিশ সুপার সহ কুলপি থানার ওসি ও বিশাল পুলিশ বাহিনী। পরবর্তী সময়ে কুলপি থানার ওসি জাহাঙ্গীর আলী শেখ আশ্বস্ত করলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। অন্যদিকে, ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই এই ঘটনার সাথে যুক্ত এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে কুলপি থানার পুলিশ। অভিযুক্তের নাম দীপঙ্কর বৈরাগী, কুলপি এলাকারই মশামারী এলাকার বাসিন্দা। পুলিশের

১১৭ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে এলাকার বাসিন্দারা। মূলত তাদের দাবি যে এই ঘটনার সাথে যুক্ত অবিলম্বে পুলিশ প্রশাসনকে সমস্ত সিসিটিভি দেখে গ্রেপ্তার করে শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে না হলে এই অবরোধ চলতে থাকবে। ইতিমধ্যেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে জিজ্ঞাসাবাদে প্রাথমিকভাবে সে জানায় হনুমানের বিগ্রহ বা হনুমান তার একেবারেই পছন্দ নয় যে কারণের জন্যই সে মূর্তি ভেঙেছে। অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আজ ডায়মন্ড হারবার আদালতে পাঠাবে কুলপি থানার পুলিশ। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান ওই ব্যক্তি কিছুটা হলেও মানসিক ভারসাম্যহীন।

বিদ্যালয়ে ছাত্রীর শ্লীলতাহানি, উত্তাল বনগাঁ

কল্যাণ রায়চৌধুরী, উঃ ২৪ পরগনা : বনগাঁ পুলিশ জেলার অন্তর্গত গাঁড়াপোতা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে, অষ্টম শ্রেণীর এক ছাত্রীর শ্লীলতাহানির ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র উত্তেজনা ছড়ায়। অভিযুক্ত স্কুলের অস্থায়ী কর্মী সুপ্রভাত সাধু ওরফে টুরে। ১০ ডিসেম্বর ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতেই ক্ষোভে ফেটে পড়ে স্কুলের অন্যান্য ছাত্রী সহ অভিভাবকবৃন্দ ও স্থানীয় বাসিন্দারা। স্কুল ভবনে ভাঙচুর সহ শুরু হয় বনগাঁ–বাগদা সড়ক অবরোধ ও বিক্ষোভ। স্কুলসূত্রে জানা যায়, এদিন তিনতলায় বই জমা দিতে গিয়েছিল তিনজন ছাত্রী। এর মধ্যে ওই কর্মী একজন ছাত্রীকে আলাদা করে ডেকে নিয়ে বাকি দু'জনকে নিচে পাঠিয়ে দেয়। ছাত্রীটি জানায়, 'বই জমা দিতে গেলে অন্য দুজন ছাত্রীকে নিচে পাঠিয়ে দিয়ে আমায় জাপটে ধরে জামা ছিঁড়ে দেয়, খুব ভয় পেয়ে যাই।' বলে সে কান্নায় ভেঙে পড়ে। এ খবর ছড়াতেই স্কুলে ঢুকে অন্যান্য ছাত্রী ও স্থানীয়রা অভিযুক্তকে মারধর করতে শুরু করেন। স্কুলের তরফ থেকে থানায় খবর দেওয়া হয় এবং অভিযুক্তকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। ক্ষোভের আঁচ গিয়ে পড়ে পুলিশের উপরও। উত্তেজিত জনতা পুলিশের উপর ইঁট বৃষ্টি করে বলেও অভিযোগ। বাসিন্দাদের অভিযোগ, প্রধান শিক্ষিকার মদতেই এই কর্মীর এত বাড় বাড়ন্ত। স্কুলের মধ্যে মদ্যপ অবস্থাতেও এই কর্মীকে দেখা যায় প্রায়শঃই। বাসিন্দাদের এহেন অভিযোগ অস্বীকার করে প্রধান শিক্ষিকা ডলি মিত্র বলেন, 'ছাত্রীদের মুখে ঘটনা শোনার পর আমরা পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করি। অভিযুক্তকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। আইন অনুযায়ী প্রশাসন ব্যবস্থা নেবে।' পরিচালন কমিটির সদস্য রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, 'এ ধরনের অপরাধ বরদাস্ত করা হবে না। আমরা ছাত্রীটির পরিবারের পাশে আছি।' তৃণমূলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস বলেন, 'আমরা এধরনের ঘটনার বিরুদ্ধে। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আইনী পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য জানানো হয়েছে। তবে বিজেপির কয়েকজনের উসকানিতেই

বিষয়টা এমন অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে।' এপ্রসঙ্গে স্থানীয় বিজেপি বিধায়ক অশোক কীর্তনীয়া বলেন, স্কুলেরই একজন অস্থায়ী চতুর্থ শ্রেণীর কর্মী এত স্পর্ধা পেল কোথা থেকে? তদন্ত সঠিক হলে হয়তো দেখা যাবে –এর পিছনে শাসক দলেরই কারও মদত থাকা অস্বাভাবিক নয়।'

বনগাঁ থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত সুপ্রভাত সাধুর বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ দায়ের হয়েছে। এরপর পুলিশ প্রশাসনের তরফ থেকে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রিত হয়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, এদিনের স্কুল ভাঙচুর ও পুলিশের উপর ইঁট বৃষ্টির ঘটনায় বনগাঁ থানার পুলিশ বৃহস্পতিবার একজন মহিলাসহ নয় জনকে গ্রেপ্তার করেছে। তাদের বিরুদ্ধে সরকারি সম্পত্তি নষ্ট, পুলিশকে হেনস্থা ও কাজে বাধা দেওয়া সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। এদিনই তাদের বনগাঁ আদালতে তোলা হলে বিচারক আটজনকে তিন দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন ও ধৃত মহিলাকে জেল হেফাজতে পাঠান। জনতার ছোঁড়া ইঁটে জখম পাঁচ পুলিশকর্মীর দু'জনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অন্যদিকে ছাত্রীকে শ্লীলতাহানির ঘটনায় ধৃত সুপ্রভাত সাধুর বিরুদ্ধে পকসোআইনে মামলা রুজু করা হয়। বিচারক তাকে ছয়দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন। এ প্রসঙ্গে গাঁড়াপোতা পঞ্চায়েতের প্রধান দুলাল চন্দ্র মাঝি বলেন, 'আপাতত প্রধান শিক্ষিকাকে কয়েকদিন ছুটিতে থাকতে বলা হয়েছে। তার পরিবর্তে অন্য এক শিক্ষিকাকে কাজ চালানোর জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এবং বুধ ও বৃহস্পতিবারের পরীক্ষা অন্যদিন নেওয়ার নোটিস দেওয়া হয়েছে।'

সেবাশ্রয় খতিয়ে দেখলেন শামীম

অরিজিৎ মণ্ডল, ডাঃ হাঃ : আগামী ১৬ জানুয়ারি থেকে ডায়মন্ড হারবার বিধানসভায় শুরু হচ্ছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সেবাশ্রয়–২ ক্যাম্প আর তার আগে কাজ চলছে জোরকদমে। ১৬ তারিখ থেকে ২২ তারিখ পর্যন্ত চলবে প্রথম পর্যায়ে ক্যাম্প। পরবর্তী ২৪ তারিখ থেকে ২৮ তারিখ পর্যন্ত চলবে মেগা ক্যাম্প। আর তারই প্রস্তুতির কাজ খতিয়ে দেখতে এদিন ডায়মন্ড হারবার এসডিও গ্রাউন্ড মাঠে আসলেন ডায়মন্ড হারবার বিধানসভার অবজারভার শামীম আহমেদ। সাথে ছিলেন ডায়মন্ডহারবার টাউন তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি গ্রুপের সৌমেন তরফদার, ডায়মন্ড হারবার টাউন তৃণমূল যুব সভাপতি পুষ্পেন্দু মণ্ডল সহ বিভিন্ন আধিকারিকেরা। গতবারের তুলনায় এবছর আরো বেশ কিছু পরিষেবা বাড়ানো হয়েছে মানুষের কথা চিন্তা করে পাশাপাশি ডায়মন্ড হারবার এসডিও গ্রাউন্ডে মেগা ক্যাম্পে থাকছে বিশেষ চমক। সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা করে ডায়মন্ড হারবারে সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই উদ্যোগ যেখানে ডায়মন্ড হারবার বিধানসভার প্রত্যেকটি মানুষ যাতে স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে কোন ধরনের খামতি না থাকে তার জন্য প্রত্যেকটি সময় নজর রেখেছেন অবজারভার শামীম আহমেদ। অন্যদিকে, অন্যান্য বিধানসভার থেকে ডায়মন্ড হারবার বিধানসভায় থাকছে বিশেষ চমক। বিষয়টি নিয়ে ডায়মন্ড হারবার তৃণমূল কংগ্রেসের পর্যবেক্ষক শামীম আহমেদ জানায়, 'অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ মত কাজ দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে। ডায়মন্ড হারবারের প্রত্যেকটি মানুষ যাতে স্বাস্থ্য পরিসেবার সঠিকভাবে পায় তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আমরা আশা করছি গতবারে যে পরিমাণ মানুষ স্বাস্থ্য পরিসেবা পেয়েছিল এবারে একই সাথে তার দ্বিগুণ মানুষকে স্বাস্থ্য পরিষেবা দিতে পারব।'

ফের বোমা উদ্ধার বীরভূমে

বিশাল দাস, রামপুরহাট : মল্লারপুর থানার অন্তর্গত যবুনি গ্রামে ফের বোমা উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল। ৯ ডিসেম্বর সকালে গ্রাম সংলগ্ন বেনেপুকুরের পাড়ে ঝোপের ভিতর থেকে পৃথক দুটি জায়গা থেকে মোট প্রায় ২০টি বোমা উদ্ধার করে পুলিশ। ঘটনায় থমথমে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে শান্তশিষ্ট যবুনি গ্রামে। সূত্রের খবর, প্রতিদিনের মতো এদিন সকালেও পুকুরপাড়ে খেলতে আসে এলাকার কয়েকজন শিশু। হাত–মুখ ধোয়ার সময়ই তাঁদের চোখে পড়ে ঝোপের মাঝে লুকিয়ে থাকা কিছু অস্বাভাবিক বস্তু। কৌতূহলবশত তারা এগিয়ে গিয়ে দেখতে পায় বোমার মতো গোলাকার জিনিস। মুহূর্তের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়ে আতঙ্ক। খবর গ্রামে পৌঁছাতেই পুকুরপাড়ে ভিড় জমাতে থাকেন স্থানীয়রা। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়

মল্লারপুর থানার পুলিশ। থানার ওসি রাহুল গোসাই–এর নেতৃত্বে পুরো এলাকা ঘেরাটোপে ফেলে বাড়ানো হয় নিরাপত্তা। এলাকার বাসিন্দাদের দূরে রাখার পাশাপাশি সন্দেহভাজন অঞ্চলটিতে কারও প্রবেশে কড়া নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, উদ্ধারকৃত বোমাগুলি সম্ভবত বেশ কিছুদিন আগেই এখানে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। সেগুলি যাতে বিস্ফোরিত না হয়, সে কারণে তড়িঘড়ি বোম স্কোয়াডকে খবর দেওয়া হয়েছে। বোমাগুলি অপসারণ ও নিষ্ক্রিয়করণের পরই শুরু হবে ঘটনার পূর্ণ তদন্ত। স্থানীয়দের আশঙ্কা, দীর্ঘদিন ধরেই বিভিন্ন রাজনৈতিক অস্থিরতা ও শত্রুতার জেরে গোপনে বোমা মজুতের প্রবণতা বাড়ছে এলাকায়। সেই কারণেই শিশুদের হাতে এমন ভয়াবহ বস্তু ধরা পড়ায় আতঙ্ক আরও বহুগুণ বেড়েছে।

অবশেষে দেশে ফিরলো মৎস্যজীবীরা

রবীন দাস, নামখানা : কাকদ্বীপে ফিরল বাংলাদেশের আটক থাকা ভারতীয় ৪৭ জন মৎস্যজীবী ৩ মাস পর অবশেষে মুক্তি পেল ভারতীয় মৎস্যজীবীরা। বাংলাদেশের জেলে বন্দি ছিল ভারতীয় ৪৮ জন মৎস্যজীবী। তাদের বাবলু দাস নামে এক মৎস্যজীবীর জেলবন্দি অবস্থায় মৃত্যু হয়। এরপর ভারতীয় মৎস্যজীবীদের দেশে ফেরানোর জন্য তৎপর হয় মৎস্য দপ্তর এবং জেলা প্রশাসন এবং কেন্দ্রীয় সরকার। ১০ ডিসেম্বর দুপুরে ভারতীয় মৎস্যজীবীদেরকে নিয়ে আসা হল ফ্রেজারগঞ্জ উপকূল থানাতে। এদের সকলের বিরুদ্ধেই ছিল ভারত–বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক জলসীমা লঙ্ঘনের অভিযোগ। একইসঙ্গে প্রত্যেক বাংলাদেশি ট্রলারের বিরুদ্ধে ভারত–বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক জলসীমা লঙ্ঘনের অভিযোগ রয়েছে। চাপ বাড়ে বাংলাদেশের উপরেও। চাপ তৈরি হয় কূটনৈতিক স্তরেও। এরই মধ্যে ৩২ জন বাংলাদেশি মৎস্যজীবীকে মুক্তি দেয় ভারত। কূটনৈতিক স্তরেও দুই দেশের সরকারের মধ্যে আলোচনা হয়। এরইমধ্যে বিগত কয়েক মাসে ফ্রেজারগঞ্জ লাগোয়া এলাকা থেকে একের পর এক বাংলাদেশি ট্রলার আটক করেছে ভারতের উপকূলরক্ষী বাহিনী। এর পরেই ভারতিয় মৎস্যজীবীদের ছেড়ে দেওয়া হয়। পারমিতা ট্রলারে মৎস্যজীবী, গোবিন্দ দাস ভারতে ফিরে এসে তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা জানালো। বাংলাদেশের নৌ বাহিনী যখন ভারতের মৎস্যজীবীদের আটক করে তারপর থেকে ভারতীয় মৎস্যজীবীদের উপর অত্যাচার চালায় বাংলাদেশের নৌবাহিনী আধিকারিকেরা। বেধড়ক মারধর করা হয়েছে। আমরা শুধু ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছিলাম এই যন্ত্রণা

থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য। এ বিষয়ে সুন্দরবন মৎস্যজীবী শ্রমিক ইউনিয়নের সম্পাদক সতীনাথ পাত্র বলেন, 'অবশেষে মিলেছে স্বস্তি দীর্ঘ তিন মাসের আইনি লড়াইয়ের পর বাংলাদেশের জেলে বন্দী থাকা ভারতীয় ৪৭ জন মৎস্যজীবীকে মুক্ত করে বাংলাদেশ সরকার। ইতিমধ্যেই ভারতীয় মৎস্যজীবীদের কে উপকূলে নিয়ে আসা হয়েছে। আমাদের পক্ষ থেকে ৩২ জন বাংলাদেশি মৎস্যজীবীদেরকেও দেশে ফেরানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। আরো সচেতনতা বাড়ানো হবে।' সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা জানান, 'প্রতিবছর ভারতীয় মৎস্যজীবীরা মাছ ধরার সময় যান্ত্রিক গোলযোগ কিংবা দিক নির্ণয় ঠিকঠাক না করতে পেরে বাংলাদেশের জল সীমানার মধ্যে ঢুকে পড়ে। এর ফলে বাংলাদেশের নৌ বাহিনী আটক করে ভারতীয় মৎস্যজীবীদের।' দীর্ঘ তিন মাস পর পরিবারের কাছে ফিরে এসে আনন্দে উচ্ছাসিত মৎস্যজীবীরা পরিবারের সদস্যরা ও উচ্ছ্বাসিত।

ল্যাপটপ,মোবাইল ফেরালো জিআরপি

নিজস্ব প্রতিনিধি : শিয়ালদহ ডিভিশনের অন্তর্গত শিয়ালদহ জিআরপি পক্ষ থেকে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত 'ফিরে পাওয়া' অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শিয়ালদহ জিআরপি ডিভিশনের ডিএসপি(সদর) শিয়ালদহ স্টেশন ডিরেক্টর, শিয়ালদহ স্টেশন ম্যানেজার, আরপিএফ–এর উচ্চ পদস্থ আধিকারিক, আইসি শিয়ালদহ জিআরপি দীপক পাইক সহ শিয়ালদহ আরপিএফ ও জিআরপির বিভিন্ন পুলিশ ও সিভিক কর্মীবৃন্দ। সকলের উপস্থিতিতে শিয়ালদহ জিআরপির পক্ষ থেকে বিভিন্ন ব্যক্তির হারিয়ে যাওয়া বা খোওয়া যাওয়া ২টি ল্যাপটপ সহ ৮২টি মোবাইল ফোন নভেম্বর মাসে উদ্ধার করা হয়। এদিন উদ্ধারকৃত ল্যাপটপ দুটি সহ ৮২টি মোবাইল ফোনগুলি তাদের প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয় বলে জানালেন, শিয়ালদহ জিআরপির আইসি দীপক কুমার পাইক।

সংসদে সরব প্রতিমা

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ সাধারণ নাগরিকদের পরিষেবা পাইয়ে দিতে সংসদে সরব হলেন জয়নগর লোকসভা কেন্দ্রে সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল। শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার ক্যানিং লাইনের মাতলা হল্ট ষ্টেশন। সারা দিনরাতে মাত্র কয়েকটি আপ

এবং ডাউন ট্রেন থামে। ফলে সাধারণ নিত্যযাত্রী, স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রী এমনকি অফিস যাত্রীদের অসুবিধায় পড়তে হয়। প্রয়োজনের তাগিদে ক্যানিং কিংবা তালদি ষ্টেশনে গিয়ে ট্রেন ধরতে হয়। যাতে করে যাত্রী সাধারণের সুবিধার জন্য সমস্ত ট্রেন মাতলা হল্ট ষ্টেশন থামে, তার জন্য সংসদে অধিবেশন চলাকালীন সরব হলে জয়নগর কেন্দ্রের সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল।

গঙ্গাসাগর মেলার আগে সাগরদ্বীপে শুরু হল নাগ মেলা

সৌরভ নস্কর, গঙ্গাসাগর : দেশের অন্যতম বৃহৎ উৎসব গঙ্গাসাগর মেলার ঢের আগেই সাগরদ্বীপ এখন উৎসবের আমেজে মাতোয়ারা। ঐতিহ্যবাহী 'নাগ মেলা'র মাধ্যমে শুরু হল গঙ্গাসাগর উৎসবের প্রস্তুতি পর্ব। ৯ ডিসেম্বর সাগরদ্বীপের পুরুষোত্তমপুরের নাগ সরোবর ময়দানে বিপুল উৎসাহ–উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে এই মেলার উদ্বোধন করা হয়। শ্রীশ্রীনাগরাজ বাসুকি দেব, মনসা মাতা এবং অন্যান্য দেবদেবীর পূজা–অর্চনাকে কেন্দ্র করে এই উৎসবের প্রস্তুতি এখন তুঙ্গে। এই বছরের নাগ মেলা উদ্বোধন করেছেন রাজ্যের সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মেলার প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে তিনি মেলার আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন। মন্ত্রী ছাড়াও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাগরের বিডিও কানাইয়া কুমার রাও, সাগর এসডিপিও সুমন কান্তি ঘোষ, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সাবিলা বিবি–সহ এলাকার

বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং স্থানীয় বাসিন্দারা। ধোবলাট গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত পুরুষোত্তমপুর এলাকায় কয়েকদিন ধরে নানা ধরনের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে চলবে এই নাগরাজ বাসুকি দেব এবং অন্যান্য দেবদেবীর পূজা ও মেলা।

অনেকের কাছেই এই মেলা এখন মিনি গঙ্গাসাগর মেলা নামে পরিচিতি লাভ করেছে। গঙ্গাসাগরে পূর্ণস্নানের উদ্দেশ্যে আগত বহু পুণ্যার্থী মূল মেলার ভিড় এড়িয়ে এই সময় এসে নাগ সরোবর দর্শন ও পূণ্য অর্জনের সুযোগ পান। এটি মূল মেলার ঠিক আগে অনুষ্ঠিত হওয়ায় এক প্রকার প্রস্তুতিপর্ব হিসেবে কাজ করে, যা উৎসবের আবহকে আরও জমিয়ে তোলে। রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেস সরকার ক্ষমতায় আসার পর গঙ্গাসাগর–বকখালি উন্নয়ন পর্ষদের উদ্যোগে নাগ সরোবর এলাকাটিকে নতুন করে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। তীর্থযাত্রী এবং দর্শনার্থীদের সুবিধার্থে পরিকাঠামোগত উন্নয়ন করা হয়েছে, যা এই মেলাকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে। মেলার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য গঙ্গাসাগর–বকখালি উন্নয়ন পর্ষদ এবং স্থানীয় প্রশাসন সমস্ত রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে বলে জানা গিয়েছে। নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে এবং দর্শনার্থীদের ভিড় সামাল দেওয়ার জন্য প্রস্তুত রয়েছে স্বেচ্ছাসেবক দল। নাগ মেলা শুধু পূজা–অর্চনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, এর পাশাপাশি চলে নানা ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। মেলার দিনগুলিতে লোকনৃত্য, লোকসংগীত, যাত্রাপালা, এবং বিভিন্ন ধর্মীয় আলোচনার আয়োজন করা হয়েছে। মেলার প্রাঙ্গণ জুড়ে বসেছে বিভিন্ন ধরনের পসরা, যেখানে স্থানীয় হস্তশিল্প, গ্রামীণ সামগ্রী এবং মুখরোচক খাবারের স্টল নজর কাড়ছে।

এই নাগ মেলা গঙ্গাসাগর মেলার আগে সাগরদ্বীপের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বাতাবরণকে উষ্ণ করে তুলছে। উৎসবের এই আবহ আগামীতে অনুষ্ঠিত হতে চলা বৃহত্তর গঙ্গাসাগর মেলার জন্য ভূমি তৈরি করছে।

ফিরে দেখা ৫০

আলিপুর বার্তা গত ১৩ অক্টোবর ২০২৫ ৫৯ পেরিয়ে পা দিয়েছে ৬০ বছরে। নিরবিচ্ছিন্ন এই চলার পথে পাতায় পাতায় ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র সংবাদ, প্রবন্ধ, গবেষণা ও সাহিত্য যা প্রকাশনা সমুদ্রের গভীরে থাকা এক একটি রত্ন স্বরূপ। অতীতের নস্টালজিক দর্পণে এই রত্ন আকর বলে যায় ৫০ বছর আগের দিনগুলির নানা কথা। এইসব শব্দহীন ইতিহাসের ভাষাকে বাঙ্ময় করে তুলতে সেদিনের শব্দচয়ন ও বানান অবিকৃত রেখে এবার আপনাদের সামনে তুলে ধরব ৫০ বছর আগের কিছু সংবাদ, প্রবন্ধ। কেমন লাগছে জানালে আপনাদের মতামত উৎসাহিত করবে আমাদের।— সম্পাদক

জেলাশাসকের আবেদন সার্থক হয়েছে

(নিজস্ব প্রতিনিধি)

জেলাশাসক এক আবেদনে বিভিন্ন সার্বজনীন পূজো কমিটি গুলিকে তাঁদের আনন্দ অনুষ্ঠানের ব্যয় ভার কমিয়ে সামর্থ মতন অর্থ আর্ত মানুষের সাহায্যার্থে রেডক্রশের ত্রান তহবিলে দান করতে বলেন। এই আবেদনে সাড়া দিয়ে বিভিন্ন পূজা কমিটি মোট ২৮৭২৫ টাকা রেডক্রশ তহবিলে দান করেছে। এরমধ্যে সদর মহকুমা দিয়েছে ১৫২৫০ টাকা বারাসাত দিয়েছে ৫৮৭৫ টাকা, ব্যারাকপুর ৫৫০০ টাকা, বসিরহাট এবং বনগাঁ দিয়েছে ১৫০ টাকা করে। আর ডায়মন্ডহারবার এই তহবিলে দিয়েছে ৬০০ টাকা। উপরিউক্ত পূজোকমিটি গুলি আবেদনে সাড়া দেওয়ায় জেলা শাসক আন্তরিক ভাবে তাঁদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

১০ম বর্ষ, ১৩ ডিসেম্বর ১৯৭৫, শনিবার, ০৬ সংখ্যা

চুরি ছিনতাই বাড়ায় উদ্বেগ বীরভূমে

অভীক মিত্র, সিউড়ি : ৫ ডিসেম্বর বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্তকর্মী ক্ষমাপতি মুখোপাধ্যায় (৮৫) টাকা লুটের ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। ক্ষমাপতি মুখোপাধ্যায় বলেন, শান্তিনিকেতন স্টেট ব্যাংক থেকে পেনশন ৪০০০০ টাকা তুলে পাসবুক আপডেট করি। টোটো করে বাড়ি লালপুল আসার পথে মাঝরাস্তায় গায়ে চাদর দিয়ে এক মহিলা টোটোয় চেপে সুপার মার্কেটের কাছে নেমে যায়। ঘরে এসে দেখি আমার ব্যাগ কাটা। পেনশনের ৪০০০০ টাকা নেই। থানায় অভিযোগ দায়ের করেছি। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

অন্যদিকে, ৪ ডিসেম্বর রাতে লোকপুর থানার আলিয়ট মোড়ে রাসায়নিক সারের দোকানে তালা ভেঙে চুরি হয়। ৫ ডিসেম্বর সকালে দোকান খুলতে গিয়ে দেখে রাসায়নিক সারের গুদাম ঘরে তালা ভাঙা অবস্থায় দরজা খোলা। পাশেই অন্য ঘরের ও দরজা ভাঙা। খবর চাউর হতেই স্থানীয় লোকজন ভিড় জমায়। সেই সাথে দোকান মালিক লোকপুর থানায় চুরির লিখিত অভিযোগ দায়ের করে। দোকান মালিক মহম্মদ জহির মোল্লা বলেন, দোকান থেকে ৩০০ বস্তা ডিএপি সার, ৯৫ বস্তা ইউরিয়া সার এবং প্রায় দেড় লাখ টাকার কীটনাশক চুরি যায়। স্থানীয় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছি। ইতিপূর্বে লোকপুর থানা সংলগ্ন বাজারে, হাটের দিন মোবাইল চুরি হয়ে যায়। সেদিন লোকপুর বাসস্ট্যান্ড সহ বিভিন্ন জনবহুল এলাকায় একদা থানা কতৃক লাগানো নজরদারি ক্যামেরা অচল থাকায় চুরির উপদ্রব বেড়ে চলেছে বলে জনমানসে ক্ষোভ দেখা যায়। ঘটনার আঁচ পেয়ে স্থানীয় থানার পুলিশ নড়েচড়ে বসে এবং স্থানীয় ব্যবসায়ীদের নিয়ে নজরদারি ক্যামেরা প্রসঙ্গে মিটিং ডাকে। সেখানে বাজার এলাকায় ক্যামেরা বসানোর জন্য চাঁদা বাবদ ২৫০ টাকা করে দেওয়ায় প্রস্তাব দেন কিন্তু কোনো ব্যবসায়ী সহমত পোষণ না করায় আজ পর্যন্ত অচল অবস্থায় বিদ্যুতের খুঁটিতে বিরাজমান নজরদারি ক্যামেরাগুলো। অনুরূপ চুরি যাওয়া রাসায়নিক সারের দোকান সংলগ্ন আলিয়ট মোড়ে বিদ্যুতের খুঁটিতেও বিরাজমান নজরদারি ক্যামেরা কিন্তু আগাছা জড়ানো অবস্থায় আঁটকে রয়েছে। হয়তো নজরদারি ক্যামেরা সচল থাকলে চোর চিহ্নিত করা সহজ হয়ে উঠত বলে স্থানীয়দের অভিমত।

৬ ডিসেম্বর দুপুরে চুরি হয় দুবরাজপুর পৌরসভার ১ নং ওয়ার্ডের সিনেমা হল রোডের নতুন পল্লীর ব্যবসায়ী অরূপ ধারার বাড়িতে। তিনি বলে, সোনার চেন, দুজোড়া সোনার কানের সহ মোট ২ ভরি সোনার গহনা ও ৫০০০০ টাকা চুরি যায়। দুবরাজপুর থানায় অভিযোগ করেছি। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এইসব উদাহরণ মাত্র– এইরকম ঘটনা প্রতিনিয়ত ঘটছে। ৪ ডিসেম্বর রাতে চিনপাই গ্রামপঞ্চায়েতের বাঁধেরশোল গ্রামে একরাতে ৪টি বাড়িতে চুরির ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সদাইপুর থানার পুলিশ। যদিও এখনও চুরির কিনারা করতে পারেনি পুলিশ। যা ঘিরে জেলাবাসীর মনে ক্ষোভ বাড়ছে।

স্কুলে ডোনেশনের নামে অতিরিক্ত টাকা আদায়

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ভাঙড় : ভাঙড় ২ ব্লকের ভগবানপুর হাইস্কুলে ভর্তি ও বিভিন্ন খাতের অজুহাতে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা আদায়ের অভিযোগে উত্তাল হয়ে উঠেছে এলাকাবাসী। অভিযোগ, শিক্ষার অধিকার আইনে স্পষ্ট বলা থাকলেও–২৪০ টাকার বেশি ভর্তি ফি বা অতিরিক্ত চার্জ নেওয়া যাবে না–স্কুল কর্তৃপক্ষ সেই নিয়ম লঙ্ঘন করে পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের কাছ থেকে ১,৫০০ থেকে ২,০০০ টাকা পর্যন্ত আদায় করছে।

অভিভাবক ও ছাত্রদের অভিযোগ, ডোনেশনের নামে ৫০০–১০০০ টাকা, অন্যান্য ফি বাবদ আরও ৫০০ টাকা, স্কুলের শতবর্ষ অনুষ্ঠান উপলক্ষে ৪৩০ টাকা আদায় করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, ডেভেলপমেন্ট ফি, গেম ফি, লাইব্রেরি ফি, ম্যাগাজিন চার্জ, বিদ্যুৎ বিল, সায়েন্স ল্যাব ও পরীক্ষার জন্য আলাদা করে টাকা তোলা হচ্ছে। এমনকি ৭৫ শতাংশ উপস্থিতি না থাকলে ১০০০ টাকা জরিমানা এবং প্রজেক্টের খাতা জমা না দিলে ৫০০ টাকা ফাইন দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

পুরো ঘটনায় ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী ও অভিভাবকরা জানিয়েছেন, দারিদ্রসীমার নীচে থাকা বহু পরিবার এই অতিরিক্ত অর্থের বোঝা টানতে হিমশিম খাচ্ছেন। একাদশ শ্রেণির এক ছাত্রের বাবা আবুল ফারাক বলেন, 'ছেলেকে ভর্তি করতে ১৫০০ টাকা দিতে হয়েছে। অন্য স্কুলে এত টাকা লাগে না। আমাদের মতো গরিব পরিবারের পক্ষে এই খরচ সামলানো কঠিন।' অন্যদিকে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক সব্জি বিক্রেতা জানান, 'মেয়েকে দশম শ্রেণিতে ভর্তি করাতে ১৭০০ টাকা দিতে হয়েছে। ওই টাকা জোগাড় করতে আমাকে ধার নিতে হয়েছে।' বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন ভাঙড়ের বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী। তিনি দ্রুত তদন্ত ও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন।

ক্যানিং পূর্বের তৃণমূল বিধায়ক ও ভাঙড়ের পর্যবেক্ষক শওকাত মোল্লা জানান, 'ঘটনাটি আমার জানা নেই। আমরা এমন বিষয়কে সমর্থন করি না। খোঁজ নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

অভিযোগের মুখে স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক শামসুদ্দিন মোল্লা বলেন, 'আমি কয়েক মাস আগে দায়িত্ব নিয়েছি। স্কুলের শতবর্ষ পালনের জন্য অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনা করেই কিছু অর্থ নেওয়া হচ্ছে। হাজিরা সংক্রান্ত ফাইন ও প্রজেক্ট খাতার জরিমানার নিয়ম আগে থেকেই চালু ছিল।'

আলোকপাত

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৬০ বর্ষ, ০৮ সংখ্যা, ১৩ ডিসেম্বর – ১৯ ডিসেম্বর, ২০২৫

চর্চা চলুক

বন্দেমাতরমকে কেন্দ্র করে দেশজুড়ে ইতিহাস নিয়ে একটা চর্চার আবহ তৈরি হয়েছে। সংসদে বিভিন্ন দলের পক্ষ থেকে সঠিক বেঠিক অর্ধসত্য নানা বক্তব্য উঠে আসছে। কলকাতা ময়দানে লক্ষাধিক মানুষের সমাবেশে গীতা পাঠের আয়োজন। অন্যদিকে বাবরি মসজিদের নামে শিলান্যাস।আবার আর একদিকে কলকাতার রাম মন্দিরের ভাবনা একটা ধর্মীয় চর্চার আবহ তৈরি করেছে।

এই চর্চার আবহে অনেক মহাপুরুষদের টেনে আনা হচ্ছে।বিভিন্ন রাজনৈতিক ও দলের প্রতিনিধিদের স্বাধীনতা আন্দোলনের নানা জ্ঞান সম্পর্কেও দেশবাসীর কাছে উত্তর দিতে হচ্ছে। জিন্না, নেহেরু, প্যাটেল, শ্যামাপ্রসাদ, রবীন্দ্রনাথ, ভগৎ সিং, সূর্যসেন, ক্ষুদিরাম বসুকে নিয়ে অবিরাম চর্চা চলেছে। পারস্পরিক বাগযুদ্ধ দেশবাসী নিশ্চয়ই বৈদ্যুতিন চ্যানেলের মধ্য উপলব্ধি করছেন।

সঠিক নিরপেক্ষ ইতিহাস লেখা অত্যন্ত জরুরী। একপেশে পক্ষপাত দুষ্ট পরিবারতন্ত্রের ইতিহাস যেমন দেশের গণতন্ত্রের ভাবনা চিন্তায় আঘাত হেনেছে, দেশজুড়ে লাগাতার বিচ্ছিন্নতাবাদীরা মাথাচাড়া দিয়েছে এমন দেশের প্রজন্ম ভুল ইতিহাস শিক্ষার কারণে দেশবোধহীন ভাবনায় অনায়াসে নিজেদের নিয়োজিত রেখেছে। দিনের পর দিন এই ভাবনা চিন্তা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিস্তৃত হয়েছে।

ইতিহাসের যে জ্বলন্ত সত্য যা আজও ধামা চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে তা হচ্ছে নেতাজি সত্য। অজস্র প্রমাণ ও সরকারি রিপোর্টে প্রামাণ্য নথিসত্ত্বেও ১৯৪৫ সালের ১৮-আগস্ট কথাকথিত বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যুর গল্পকে মান্যতা দিয়ে রেখেছে। মিথ্যে চিতাভস্ম দেশে ফিরিয়ে আনবার জন্য নানা সংগঠন বছরের পর বছর তদবির করে চলে এবং অবশ্যই তারা কিছু রাজনৈতিক দলের মত পুষ্ট।

শিবরাজ পাতিল সদ্যপ্রয়াত হয়েছেন। মনমোহন সরকারের তিনি ছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। জওহরলাল নেহেরু এবং ইন্দিরা গান্ধীর পদাঙ্ক অনুসরণ করেই তিনি নেতাজী সত্য ধামাচাপা দিতে ব্যস্ত হয়েছিলেন। লোকসভার অ্যাকশন টেকিং রিপোর্টে তিনি জানিয়েছিলেন নেতাজি তদন্তে যুক্ত মুখার্জি কমিশনের রিপোর্ট অসম্পূর্ণ তাই তা গ্রহণ করা হয়নি। সেদিনের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সেই অসম্পূর্ণ রিপোর্টকে সম্পূর্ণ করার দায়িত্ব নিতে পারেননি। পূর্বতন শাহনাওয়াজ কমিটি ও খোসলা কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছিল নেতাজী দুর্ঘটনায় মারা গেছেন এবং চিতাভস্ম নেতাজির। সেই মিথ্যা কমিটি ও কমিশনের রিপোর্টকেই মনমোহন সরকার মর্যাদা দিয়েছিল। বাতিল করে দিয়েছিল মনোজ মুখার্জী রিপোর্ট।সাংসদে ইতিহাস চর্চারআঙিনায় নেতাজী সত্য প্রকাশের কোন চর্চাই হলো না। দুর্ভাগ্য দেশের। দুর্ভাগ্য বাংলার। সংসদে চর্চা চলুক এবং অভিমুখ হোক সত্যের দিকে। পরস্পরিক দোষারোপের মাধ্যমে আত্মতৃপ্তি নয়।

যোগবশিষ্ঠ সংবাদ

‘স্থিতি প্রকরণ’

বশিষ্ঠ বললেন, ব্রহ্মার উপদেশ অনুযায়ী দেবতাবৃন্দ কখনও ঘোরযুদ্ধ, কখনও পরাজয়ের আয়োজন করতে লাগলেন। দাম, ব্যাল এবং কট যুদ্ধজয় করতে করতে একসময় তাদের অন্তরে আমি ভাব উদিত হল, নিজেদের অজেয় ভাবতে শুরু করল। আমি ও আমার বোধে তাদের অন্তরে বাসনার উদ্রেক হল। বাসনার উদয়ে জীব হীনবল হয়, এই ভাবে তারাও ধীরে ধীরে হীনবল হতে লাগল। একদিন যুদ্ধে হীনবল সেই অসুরসেনারা জয়ের চেয়ে আত্মরক্ষার বাসনায় যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে ইতর যম-ভৃত্যদের সমাজে গিয়ে উপস্থিত হল। সেখানে শুদ্রকন্যা বিবাহ ক"রে আপাতঃ সুখে বিভোর হয়ে গেল এবং বিভিন্ন নীচ জন্মে তাদের ভবিতব্য নিশ্চিত করে ফেলল। শম্বর অসুর রাজ্য হারিয়ে দেশান্তরী হল, তারও অধোগতিতে কি আর সন্দেহ থাকে? এই জন্যই হে রাম! তোমায় বলেছি বিবেকহীন হয়ে থাকলে অহঙ্কার, বাসনাদি কঠিন জালে জীবকে আবদ্ধ ক"রে অশেষ দুঃখে নিমগ্ন করে। দাম-ব্যাল-কটের উল্লেখ এই কারণেই করেছিলাম। অবিবেকবশেই আমি ও আমার ভাবনা উদিত হয়। তুমি প্রবল পুরুষকারে আমি ও আমার ভাবনা ও তার মূলস্বরূপ অবিবেককে নির্মূল কর। রাম। শম্বরের মায়াসৃষ্ট অসুরত্রয় মিথ্যা হয়েও অহঙ্কার বশে সত্তাবান হয়ে আজও জন্ম-জন্মান্তর ভোগ করে চলেছে। রাম বললেন, সৎবস্তু কখনও অসৎরূপে বা অসৎবস্তু কখনও সৎবস্তুরূপে প্রকাশিত হতে পারে না, তাহলে এই ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হল কেন? বশিষ্ঠ বললেন, শম্বরের মায়াশক্তিতে সৃষ্ট অসুরত্রয় অসত্য নিশ্চয়, কিন্তু তারা সত্যরূপে প্রতীত হয়েছে, এই আমরাও সেই প্রতীতি থেকেই নিজেদের এবং নিজেদের জগৎকে সত্যবোধ করে থাকি। স্বপ্নকালে নিজের মৃত্যুকে সত্য বলেই মনে হয়, কিন্তু নিদ্রাভঙ্গে সেই মৃত্যুস্বপ্ন মিথ্যা হয়ে যায়। সুতরাং সৎ ও অসৎ যখন প্রতীতি মাত্র, তখন তার প্রকাশে সত্যবোধ করা মূঢ়তা ছাড়া আর কি হতে পারে? আত্মা ভিন্ন দৃশ্যমান সমস্তই যে অসত্য, তা আত্মবোধহীন ব্যাক্তিরা আদৌ বুঝতে পারে না। অবিবেকবশে সত্যজ্ঞান আবরিত হয়ে অন্তরে নানা মিথ্যা দর্শন হতে থাকে, এবং সেই মিথ্যাই সত্যরূপে প্রতীত হয়। বিবেকসম্পন্ন জ্ঞানী এই জগতকে মিথ্যা এবং ব্রহ্মকে সত্য বলেন, কিন্তু অজ্ঞের কাছে এই জগৎ সত্য এবং ব্রহ্ম নামক অলীক পদার্থ অসত্য প্রতীত হয়। তাই জ্ঞানীর সেই সত্যভাষণকে উন্মাদবাক্য বলে অজ্ঞজনেরা পরিহাস করে। অজ্ঞজন মিথ্যা অহংভাবসম্পন্ন এবং বিজ্ঞপুরুষ সত্য পরমাত্মবোধ সম্পন্ন। সেই কারণেই অজ্ঞ ও প্রাজ্ঞের একত্রে অবস্থান দেখা যায় না।

উপস্থাপক : শ্রী সুদীপ্তচন্দ্র

ফেসবুক বার্তা

শ্রম সংকোচনের ফল দেখালো ইন্ডিগো

প্রণব গুহ

কে যেন কখন মাথায় ঢুকিয়েছিল কথাটা। বিশেষ করে ভারতীয় অর্থনীতির বিশ্বায়নের পরে অর্থনীতিবিদরা ছকে ফেললেন প্রতিযোগিতা করে লাভের মুখ দেখতে গেলে ঝরিয়ে ফেলতে হবে শ্রমিক সংখ্যার মেদ। এমনকি সরকারি, আধা সরকারি, সরকার অধিগৃহীত সংস্থার জন্য প্রেসক্রাইব করা হল একই ওষুধ। তাহলে সুষ্ঠ পরিষেবার কি হবে? আরে বাবা, কম কর্মী দিয়ে পরিষেবা বজায় রেখে মুনাফা অর্জনই তো স্মার্ট ম্যানেজমেন্টের কাজ। এসব শেখাই তো বিজনেস ম্যানেজমেন্টের অঙ্গ। আরও কত হিসাব। ১০ জন কর্মীর জায়গায় ৫ জনকে ছেঁটে বাকি ৫ জনকে দেড় গুন মাইনে দিলে খরা যেমন বাঁচবে

তেমনি তারা আরও বেশি কাজ করবে, বেশিক্ষণ কাজ করবে। হায় একেই নাকি বলে রাইটসাইজিং!

অতএব আর চিন্তা কি, সরকারি নিয়োগের দরজা বন্ধ হয়ে গেল। রিটায়ারমেন্ট হলে সেই পদ শূন্য থেকে গেল। কর্মী কমল, কাজ বাড়লো, মাইনে বাড়লো, কাজের সময় বাড়লো, পরিষেবার গুনমান চলে গেল তলানিতে। কোথায় গেল ৮ ঘণ্টা কাজের দাবী। মেদ ঝরে যারা পড়ে রইল তারা আখের দল। এদের বার বার পিষে রস বার করা চালু হল। এটাই তো ম্যানেজমেন্ট। তাই কাজের সময় বাড়তে লাগলো ১০, ১২, ১৪ ঘণ্টা। পারলে ঘুম ভাঙিয়ে দুটো কল অ্যাটেন্ড করো, বাড়তি ইনসেন্টিভ মিলবে। অর্থাৎ জীবনে কাজের বাইরে আর কিছু নেই। শুধু অর্থ। তবে আমাদের পরম্পরায় খামতি নেই। ১ মে শ্রমিক দিবসে ঘটা করে ছুটি ঘোষণা হয়। সরকারি ক্ষেত্র ছাড়া প্রায় লুপ্ত হয়ে এসেছে মে দিবসের ছুটির ক্যারিস্মা। বক্তৃতায় শুধু ৮ ঘণ্টা কাজের দাবিতে বিপ্লবের ইতিহাস তুলে ধরা হয়।

অন্যান্য সংস্থার মত ইন্ডিগো এয়ারলাইন্সও এর ব্যতিক্রম নয়। সেখানেও বেশি লাভের আশায় কম কর্মী দিয়ে কাজ করানো লাগাতার চলছে। সম্প্রতি এক পাইলট তাঁর একটি ভাইরাল চিঠিতে এই কথা জানিয়েছেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ইন্ডিগোর আর এক পাইলট জানিয়েছেন, কিছুদিন আগেও তাঁদের মেডিকেল টেস্টের আগে বায়োমেট্রিক অ্যাটেনডেন্স নেওয়া হত যাতে তাঁদের উপস্থিতি কাউন্ট হত অনেক আগে। কিন্তু ইদানিং তাঁদের বায়োমেট্রিক না নিয়েই ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়ে রাখা হয় যাতে উপস্থিতির সময় কম দেখানো যায়। একদিন তাঁকে ১০ ঘণ্টা বিনা উপস্থিতিতে বসিয়ে রেখে মেডিকেল টেস্ট দিয়ে ফ্লাইটে উঠতে বলা হয়। কিন্তু ডিউটি না করে তিনি ফিরে আসেন কারণ অহেতুক বসে থেকে ততক্ষণে তিনি মানসিকভাবে ক্লান্ত হয়ে পড়েন। এর সঙ্গে আছে কম পাইলট দিয়ে বেশি ফ্লাইট চালাবার চালাকি। তাঁর দাবি এভাবেই ঘটে ভুল এবং দুর্ঘটনা। এছাড়াও পাইলটদের বিশ্রাম নিয়েও ছেলেখেলা করে কর্তৃপক্ষ। শুধু পাইলট কেন কর্মী সংকোচনের ফলে বহু ফ্লাইটকে প্রপার ক্লিন না করেই ফের উড়িয়ে দেওয়া হয়। এই অভিজ্ঞতা এখন ব্যক্ত করেন বেশিরভাগ যাত্রীই। দীর্ঘদিন এমন চললেও সরকার কিন্তু নির্বিকার। বিশ্রামের ঘণ্টা বাড়ানোর ও অতিরিক্ত পাইলট নিয়োগের নির্দেশ দিয়েই খালাস ডিজিসিএ। ইন্ডিগো তা মানতে গড়িমসি করছে দেখেও তারা নীরব। যখন সব ওলোটপালোট হয়ে গিয়েছে তখন শোকজ করে দায় সারতে ব্যস্ত। বেগতিক দেখে কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রী এখন এই সংস্থার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলছেন। সবই আসলে লোক দেখানো। কারণ সরকার নিজেই যেখানে কর্মী সংকোচনের সমর্থক, লক্ষ লক্ষ শূন্য সরকারি পদ যেখানে বছরের পর বছর পূরণ করা হয় না সেখানে অন্যকে জ্ঞান দেওয়া বাতুলতা মাত্র।

ভারতের বর্তমান আকাশ ব্যবসা ২-৩টি সংস্থার দ্বারা কুক্ষিগত। এদের একমাত্র লক্ষ্য পরিষেবার সঙ্গে আপোশ করে নাম মাত্র কর্মী দিয়ে টিকিটের দাম কমিয়ে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা। কিন্তু এত বড় দেশের আকাশ কোনো একটি সংস্থার উপর বেশি নির্ভর করলে কি হয় চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল ইন্ডিগো। এ থেকে শিক্ষা নিয়ে সরকার ও ডিজিসিএ আরও সংস্থাকে আহ্বান এবং কর্মী সংকোচন থেকে বেরিয়ে এসে পরিষেবার মান উন্নত করতে সংস্থাগুলোকে বাধ্য করবে কিনা সেটাই এখন দেখার। ইন্ডিগোর পরিষেবায় কাঁটছাট করার পরিকল্পনা নেওয়া চলছে হাজার হাজার যাত্রীর হয়রানির বিনিময়ে।

শুধু বিমান পরিবহনে নয়, এভাবেই কম্পিউটার সহ প্রযুক্তির দোহাই দিয়ে সরকারি বেসরকারি সব সংস্থা কর্মী সংকোচনে উঠে পড়ে লেগেছে। যতটুকু ঘাটতি থাকছে তা চুক্তি ভিত্তিক কম পয়সার কর্মী দিয়ে মিটিয়ে নেওয়া হচ্ছে। যখন মনে হচ্ছে কোনো কারণ ছাড়াই বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। দোষ না করেও চাকরি চলে যাচ্ছে, পথে বসছে পরিবার। এককথায় কর্ম সংস্থানের নামে চলছে চরম প্রতারণা। ফলে যারা উচ্চ শিক্ষিত এবং মধ্য বা অশিক্ষিত সকলেই পিষে মরার চুক্তিতে আবদ্ধ। না আছে পেনশন, না আছে ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা। এভাবেই যুব সমাজে নেমে আসছে হতাশা, জীবনের প্রতি ঘৃণা। সম্প্রতি শ্রীমতি সাংসদ সুপ্রিয়া সুলে সংসদে একটি বেসরকারি বিল এনেছেন যেখানে তিনি কাজের সময়ের পরে ফোন না ধরার অধিকারের কথা বলেছেন। বেসরকারি বিল সচরাচর সংসদে গৃহীত হয় না, এটাও হয়তো হবে না। কিন্তু সংসদে জনসমক্ষে বিষয়টি তুলে ধরার জন্য ধন্যবাদ জানাতেই হবে সুপ্রিয়াদেবীকে। এর সঙ্গে সংসদে দাবি তুলতে হবে সরকারি শূণ্য পদের তালিকা প্রকাশ করার। ডান থেকে বাম, কেন্দ্র থেকে রাজ্য কেউই শূণ্য পদ পূরণে আগ্রহী নয়। চুক্তি নিয়োগে যাদের স্বাচ্ছন্দ্য বেশি তারাই ভাষণে সোচ্চার কর্মসংস্থান নিয়ে। এই মানসিকতার জগদ্দল পাথরকে সরাতেই হবে না হলে বার বার ফিরে আসবে ইন্ডিগো মার্কা ভয়াবহ স্মৃতি

দেশ দেশান্তরে

চীন-রাশিয়ার মহড়ার জবাবে শক্তি প্রদর্শন যুক্তরাষ্ট্র-জাপানের

নিজস্ব প্রতিনিধি : চীন ও রাশিয়ার যৌথ সামরিক মহড়ার প্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক সক্ষম বি-৫২ বোমারু বিমান ১০ ডিসেম্বর জাপানের যুদ্ধবিমানগুলোর সঙ্গে জাপান সাগরের আকাশে টহল দিয়েছে। বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে জাপানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানায়, দুই দেশ বলপ্রয়োগে কোনো পক্ষের একতরফা অবস্থান বদলের প্রচেষ্টা ঠেকাতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

এই উড়ানে দুইটি মার্কিন বি-৫২ বোমারুর সঙ্গে জাপানের তিনটি এফ-৩৫ স্টেলথ ফাইটার এবং তিনটি এফ-১৫ জেট অংশ নেয়। তবে এক মার্কিন কর্মকর্তা জানান, এসব ফ্লাইট আগেই পরিকল্পিত ছিল এবং গত মাসেও যুক্তরাষ্ট্র-জাপান যৌথ মহড়া অনুষ্ঠিত হয়েছে। হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র বলেন, প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প চীনের সঙ্গে কার্যকর সম্পর্ক বজায় রেখে জাপানের সঙ্গেও দৃঢ় মিত্রতা ধরে রাখতে চান।

এর আগে চীন-রাশিয়ার কৌশলগত বোমারু উড়ান ও দক্ষিণ জাপানের নিকটে চীনা বিমানবাহী রণতরির কার্যক্রম নিয়ে টোকিও উদ্বেগ জানায়। জাপান দাবি করে, তাদের যুদ্ধবিমানকে চীনা নৌবাহিনীর রাডার লক্ষ্যবস্তু করেছিল—যা ওয়াশিংটনেরও সমালোচনার জন্ম দেয়। তাইওয়ান ঘিরেও বাড়ছে উত্তেজনা। বৃহস্পতিবার দ্বীপটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানায়, চীনের ২৭টি সামরিক বিমান ও যুদ্ধজাহাজ দ্বিতীয় দিনের মতো যৌথ টহল দিয়েছে। জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়া উভয়েই এসব কার্যক্রমকে আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার জন্য হুমকি বলে মনে করছে।

রানাঘাট ও বনগাঁ: মতুয়া দোস্তির ট্যাগ অফ ওয়ার

সামনে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার মরিয়া লড়াই। কেমন ছিল গত নির্বাচনের সংখ্যা চিত্র। এবারেই বা হাওয়া কেমন। সেসব নিয়েই ভোটের হাওয়া বুঝতে লোকসভা পরিক্রমায় নেমে পড়েছেন আমাদের বিশ্লেষক সুবীর পাল।

এবার সপ্তম কিস্তি...

‘এক কাপ চা দিন তো, তবে চিনি ছাড়া।’ এমন ডায়ালগ আমরা কম বেশি সবাই অহরহ শুনে থাকি। কারণটা অবশ্য সকলের জানা। ডায়াবেটিস আতঙ্ক। আমাদের সমাজে একাংশ মানুষ আছেন যাঁরা ডায়াবেটিস রোগে আক্রান্ত। পারতপক্ষে তাঁরা চিনি নামক মারণ খাদ্য বস্তুটি এড়িয়ে চলতে ভালোবাসেন। কারণও আছে যথেষ্ট। অতিরিক্ত পরিমাণে চিনি শরীরে ঢুকলে রক্তে শর্করার ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়ে। ফলে স্বাস্থ্যের বহুমুখী অবনতি অবধারিত হয়ে ওঠে মারাত্মক হারে। সেঁধে বিপদে কে পড়তে চায় বলুন। ঠিক তাই! স্বাস্থ্যের মতো রাজনীতিতেও যে একই ভাবনা সমান ভাবে প্রযোজ্য। ওই যে বহুল প্রচলিত কথা, সেধে বিপদে কে পড়তে চায়। ঠিক কিনা? অর্থাৎ যেচে কে আছোলা বাঁশ নিতে চায়। আচ্ছা, স্বাস্থ্যের জন্য না হয় চিনির শত্রুতার কথা মানলাম। তাই বলে রাজনীতিতে আবার এমন সমতুল্য কথা কিভাবে এক গোত্রে ফেলা যেতে পারে? কেন, কেন? আরে, এইতো দিন কয়েক আগের কথা। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বনগাঁর ত্রিকোণ পার্কে জনসভা করেছেন। চাঁদপাড়ায় প্রচারের ঢাক ঢোল পিটিয়ে ৩ কিলোমিটার ঠাকুরনগরের রাস্তায় পথযাত্রা সেরেছেন। অথচ মতুয়াদের আসল মহিমা কেন্দ্র ঠাকুরবাড়িতেই তিনি তো শেষমেষ গেলেন না। কেন গেলেন না সে নিয়ে অবশ্য শ্রীমতী বন্দ্যোপাধ্যায় একেবারে স্পিকটি নট্। এদিকে মমতাবালা ঠাকুরের অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক সুকেশ চৌধুরী বেফাঁস মন্তব্য করে ফেলেছেন অনেকটা আগ বাড়িয়ে, ‘আমরা আশা করেছিলাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঠাকুরবাড়িতে আসবেন। উনি এলে এখানকার মানুষেরা আরও ভরসা পেতেন। না আসার জন্য অনেকেই কিন্তু ক্ষুব্ধ। এটাও ঠিক ঠাকুরবাড়ি ঘিরে কিছু তো চক্রান্ত হচ্ছে।

সত্যিই তো ঠাকুরবাড়ি এলাকায় এলেন, সভা করলেন, পদযাত্রা সারলেন অথচ ঠাকুরবাড়ি ঢুকলেন না এটা আবার কেমন কথা রে বাবা। সে তো সেই চিনি ছাড়া চা খাওয়ার মতো ব্যাপার হল। আসলে এখানেও একটা রাজনৈতিক ডায়াবেটিস রোগ আছে। যে রোগের নাম বনগাঁর সাংসদ শান্তনু ঠাকুর। অন্তত তৃণমূলের বিষ নজরে তো বটেই।

মনে কি পড়ে, তা বছর খানেক আগের ঘটনা হবে। এই তৃণমূল সুপ্রিমোর ভ্রাতুষ্পুত্র অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় রীতিমতো জোর করে পুলিশ সহযোগে অনেকটা চ্যালেঞ্জ নিয়ে ঠাকুরবাড়ি ঢুকতে গিয়েছিলেন। কিন্তু পারলেন না শেষ পর্যন্ত। কারণ সেই শান্তনু ঠাকুর। মূলতঃ তাঁর বাধাদানেই সেদিন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ লেজ গোটাতে বাধ্য হয়েছিলেন ঠাকুরবাড়ির দুয়ারের বাইরে থেকে। এবারও রাজ্য গোয়েন্দাদের কাছে বিভিন্ন সূত্রে আগাম আভাস মেলে, মুখ্যমন্ত্রী ঠাকুরবাড়ি ঢোকার প্রয়াস করতে গেলেই তিনি সম্ভবত চরম বিড়ম্বনার মুখে পড়ে যেতে পারেন। যা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে মোটেই সুখের হত না। এটা তো এখন ওপেন সিক্রেট, মমতাবালা ঠাকুর ও সুব্রত ঠাকুর নিজেদের লবি কায়েম করতে পরস্পরে আড়াআড়ি অবস্থান গ্রহণ করেছেন। মমতাবালাদেবী তৃণমূলের সোহাগে মত্ত। অন্যদিকে শান্তনুবাবু তো নিজেকে বিজেপির বান্দা বলতেই ব্যস্ত। তাই হয়তো মুখ ফস্কে সুকেশ চৌধুরী বলেছিলেন, ঠাকুরবাড়িতে চক্রান্ত চলছে। সুতরাং উনার মন্তব্যের নিশানা যে কি, তা বোধ হয় সদ্য জন্মানো শিশুও বুঝতে পারবে। সেক্ষেত্রে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো পোড় খাওয়া ঝানু রাজনীতিবিদ এই সরল বিপদ রেখাটা অনুভব করতে পারবেন না, এটা বোধ হয় না বুঝলে মুখ্যমন্ত্রীর পলিটিক্যাল প্রজ্ঞার প্রতি অবিচার করা হবে। অগত্যা এ যাত্রায় ঠাকুরবাড়ির লক্ষণ রেখা সম শান্তনু গণ্ডি পেরোনোর মতো ঝুঁকি যে তৃণমূল নেত্রী এ যাত্রায় নেননি তা কিন্তু জলের মতোই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। সুতরাং দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর মতোই মমতাদেবী মতুয়াগড়ে গেলেন ঠিকই। তবে সেখান দাঁড়িয়েই তিনি সম্ভবত ইচ্ছে করেই সবচেয়ে সমালোচনা মূলক মন্তব্যটি করে বসেছেন। তাঁর মন্তব্যটি ছিল, ‘আমি সারা ভারতবর্ষ হিলিয়ে দেব।’ একজন মুখ্যমন্ত্রীর মুখে সাংবিধানিকভাবে এই কথাটি আদৌ কি শোভনীয়, তা নিয়ে কিন্তু স্যোশাল মিডিয়ায় বিশাল ঝড় উঠেছে। কেউ কেউ তো আগ বাড়িয়ে হাটে রকে সরস টিপ্পনী কাটছেন, এসআইআর-এর হিলিয়াম কম্পনে নিজেই হেলে পড়েছেন বলে সাইকোলজিক্যালি এ হেন বক্তৃতা দিয়ে ফেলেছেন তৃণমূল নেত্রী।

আসলে রানাঘাট ও বনগাঁ লোকসভা এলাকা দুটির ভৌগলিক বিন্যাস হল, এখানকার বেশ কিছু অঞ্চল বাংলাদেশের সরাসরি সীমান্ত লাগোয়া। তার উপর মতুয়া সম্প্রদায়ের একটা বড় অংশ এই দুই লোকসভা এলাকার অনেকগুলো বিধানসভার সরাসরি ফলাফল নির্ণায়ক হয়ে উঠেছেন বহুকাল যাবৎ। একে তো সীমান্ত এলাকায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সিএএ ক্যা ক্যা ট্যাবলেট গেলেননি স্থানীয় আমজনতা, অন্যদিকে মমতাবালা ঠাকুরকে ঘুঁটি সাজিয়েও মতুয়া গড়ে প্রত্যাশিত সবুজ ঘাস তো সেভাবে গজালোই না। তবু হাল ছেড়ে দেবার তো পাত্রী নন ঘাসফুল সর্বাধিনায়িকা। তাই তাঁর এই সাম্প্রতিক প্রকাশ্য সভা এবং পদযাত্রা। এসআইআরকে হাতিয়ার করে কতই না উষ্মা প্রকাশ করলেন। বললেন তো উনার নিজস্ব ঘরানার অনেক কিছুই কপিবুক মার্কা বহুল বচনে। কিন্তু আদৌ কি ডাল গললো? তাহলে যে আবার ফিরে আসতে হয় সূচনা পর্বে। চায়ে চিনি না দেবার ফিরিস্তিতে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আদতে কিন্তু যেতে পারলেন না, থুড়ি, গেলেন না ঠাকুরবাড়ি। কিশোর কুমারের একটা বিখ্যাত গান স্মরণে আসে এই অবসরে। সে তো এলো না সে এলো না, কেনো এলো না জানি না, হারলো কি আঁধারেতে নিভে গেল দীপ যে কেন জানি না। আসলে এটাই যে বাস্তব পাশাপাশি দুটি লোকসভা কেন্দ্র। অথচ পরপর দুটি লোকসভা নির্বাচনে এই দ্বিজ আসনে তৃণমূলের দীপ যে নিভেই গিয়েছে। গত বিধানসভা ভোটেও আক্ষরিক অর্থে সবুজ বিপ্লব আর হল কোথায় এখানে।

কিন্তু রাজনীতিতে শেষ কথা বলে কিছু হয় না। সুতরাং সেই বিশ্বাসে শান দিতে এখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাবলিক রিলেশনস (পিআর) করাকে আর কেই বা ঠেকায়। তবে এমন পিআর বৃক্ষ তোমার নাম কি তা না হয় আগামী বিধানসভা ভোটের ইভিএমই চূড়ান্ত রায়ে জানিয়ে দেবে।

দেশের প্রথম নির্বাচনের সময়কাল থেকে নদিয়া জেলায় অন্যতম লোকসভা আসন ছিল নবদ্বীপ। এরপর ২০০৯ সালে উক্ত কেন্দ্রটির পুনর্বিন্যাস ঘটানো হয় ভারতের নির্বাচন কমিশনের উদ্যোগে সমগ্র দেশের সঙ্গে। এর ফলে সেখানে তৈরি করা হয় রানাঘাট লোকসভা আসন। ২০০৯ এবং ২০১৪ সালে ওই কেন্দ্রের ভোটে তৃণমূল বিপক্ষকে রীতিমতো ফুৎকারে উড়িয়ে দেয়। কিন্তু জেতার রঙবাজি কি বেশিদিন ধরে রাখা যায় সবসময়? অতএব সেখানে সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উপস্থিত হয় নয়া জমানার নব শাহেনশাহ। অমিত শাহের বিজেপি পরপর দুবার অর্থাৎ রানাঘাট লোকসভায় ২০১৯ এবং ২০২৪ সালে তৃণমূলকে পর্য্যদুস্ত করে ফেলে অনায়াস দক্ষতায়। ২০২৪ সালে লোকসভা ভোটের এই নির্বাচনী কেন্দ্রে মোট ভোটার ছিল ১৮,৭১,৬৫৮ জন। সেখানে বিজেপি একাই পেয়ে যায় ৫০.৭৮% জনের সমর্থন। সুতরাং বিজেপির ঝুলিতে জমা পড়ে ৭,৮২,৩৯৬টি চুপচাপ পদ্মছাপ। পক্ষান্তরে তৃণমূলের তেজারতিতে সঞ্চিত হয় ৫,৯৫,৪৯৭টি ঘাসফুল। শতকরা হিসেবে যা হল ৩৮.৬৫% ভোটারের পাশে থাকার কথা রাখা। গাণিতিক হিসেবে, ভাজপার এই জয়ের ব্যবধান ছিল মোট ১,৮৬,৮৯৯টি ভোটের।

এই লোকসভা আসনের অধীনে রয়ে গেছে বিধানসভার সপ্তরথী আসন। সেগুলো হলো নবদ্বীপ, শান্তিপুর, রানাঘাট উত্তর-পশ্চিম, কৃষ্ণগঞ্জ, রানাঘাট উত্তর-পূর্ব, চাকদহ এবং রানাঘাট দক্ষিণ। গত বিধানসভা ভোট বলতে ২০২১ সালে নবদ্বীপ ও শান্তিপুরের মানুষ দুই হাত ভরে তৃণমূল সুপ্রিমোকে আশীর্বাদ করেছিল। এই দুটি কেন্দ্রে তৃণমূলের জয়ের ফারাক ছিল সংখ্যানুক্রমে ১৮,৫৭১ ও ৬৪,৬৭৫টি ভোট। অন্যদিকে রানাঘাট উত্তর-পশ্চিম, কৃষ্ণগঞ্জ, রানাঘাট উত্তর-পূর্ব, চাকদহ এবং রানাঘাট দক্ষিণের মতো আসনে তৃণমূল কিন্তু ধরাশায়ী হয়ে পড়ে কমুণ্ডল বাহিনীর দাপটে। এগুলোতে রামভক্তদের বিজয় পার্থক্য ছিল যথাক্রমে ২৩,১২৮, ২১,২৭৭, ৩১,৭৮২, ১১,৬৮০, ১৬,৫১৫টি ভোটের।

রাজ্য জুড়ে এখন এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে জোরকদমে। ফলে রাজনৈতিক বিতর্কের উত্তাপও এখন বেশ চড়া নিবিড় ভোটার তালিকা সংশোধনী কার্যকলাপকে সামনে রেখে। এই ইস্যুর শীতকালীন খেজুর রসে জাল দিয়ে বিজেপি আশায় বুক বাঁধছে, গতবারের পাঁচটা নয় বস্, আমাদের এবার চাই সাতে সাত। শুধু ভুতুড়ে ভোটার বাতিল হোক, তারপর তৃণমূলকে দেখাচ্ছি মজা। আর টিএমসি আছে টিএমসিতেই। তারা কোথাও কোথাও বলতে আরম্ভ করেছে, কত হাতি গেল তল মশা বলে কত জল। আরে বাবা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্যারিশমার কাছে এখানে বিজেপি এখনও শিশু। গতবারের ফলাফল এবার উল্টো করতে তৃণমূল কিন্তু বদ্ধপরিকর।

ভোটের আকাশে সপ্তর্ষি মণ্ডলের মতো বনগাঁ লোকসভার অন্তর্ভুক্ত ৭টি জ্বলজ্বলে বিধানসভা কেন্দ্র হল কল্যাণী, হরিণঘাটা, বাগদা, বনগাঁ উত্তর, বনগাঁ দক্ষিণ, গাইঘাটা এবং স্বরূপনগর। পূর্বতন বারাসত লোকসভা কেন্দ্রটির একাংশ হৃদপিণ্ড চিরে এখানে ২০০৯ সালে একটি নতুন লোকসভা আসন গঠন করা হয়েছিল। যার নাম দেওয়া হয়েছে বনগাঁ লোকসভা নির্বাচনী ক্ষেত্র। ২০০৯, ২০১৪ সংসদীয় নির্বাচন থেকে ২০১৫ সালের লোকসভা উপনির্বাচনে তৃণমূল এখান থেকে পরপর তিনবার দিল্লির সংসদে পাড়ি জমিয়েছিল। কিন্তু অন্য খাতে মতুয়া দূর্গের চাকা ঘুরে যায় ২০১৯ সহ ২০২৪ সালে। দুয়োরানি হয়ে ওঠে তৃণমূল। বিজেপি গোঁফে তা দিতে থাকে লড়াকু মেজাজে। দিল্লির মসনদের গত নির্বাচনে এই কেন্দ্রে ১৮,৩৬,৩৭৪ জন মোট ভোটার ছিল। এর মধ্যে বিজেপির নৌকায় চেপেছিলেন ৭,১৯,৫০৫ জন ভোটার। অতএব ৪৮.১৯% ভোট বিজেপির ভাগ্যে জুটেছিল। আবার ৬,৪৫,৮১২ জন মানুষ ঘাসফুল চিহ্নে বোতাম টিপে ছিলেন। যা পাটিগণিতের ছকে ৪৩.২৫% ভোট বোঝায় কালীঘাটের অনুকূলে। সুতরাং গেরুয়া মঞ্চে উৎসব পালনের জন্য ৭৩,৬৯৩টি ভোট যে বেশি চলে এসেছিল।

বনগাঁ লোকসভার ভিতরে উপরিউক্ত প্রথম ৬টি বিধানসভা আসনে ২০২১ সালে জয়ের স্বাদ পেয়েছিল সঙ্ঘ পরিবারের রাজনৈতিক কুশীলবেরা। যদিও সর্বশেষ শেষ কেন্দ্রটিতে ঘাসের ছয়লাপ অক্ষুন্ন থাকে। ওই ভোটের ফলাফলে দেখা যায় কল্যাণীতে ২,২০৬ ভোটের, হরিণঘাটাতে ১৫,২০০ ভোটের, বাগদাতে ৯,৭৯২ ভোটের, বনগাঁ উত্তরে ১০৪৮৮ ভোটের, বনগাঁ দক্ষিণে ২০০৪ ভোটের এবং গাইঘাটায় ৯,৫৭৮ ভোটের তফাতে বিজেপি জিত হাসিল করে নেয়। সবেধন নীলমণি হিসেবে স্বরূপনগরে ৩৪,৮০০ ভোট অতিরিক্ত পেয়ে তৃণমূলকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

গত লোকসভা আর বিধানসভা ভোটের এ হেন গ্রাফ অনুযায়ী বিজেপি এখানে আপাতত অনেকটা এগিয়ে থাকলেও গেরুয়ার অভ্যন্তরীণ রাজনীতি কিন্তু তলে তলে এই অঞ্চলে অনেকটাই আশঙ্কার কারণ সৃষ্টি করেছে। দলীয় অন্তর্দ্বন্দ্বের ক্রমাগত বাড়বাড়ন্ত এবং বুথ স্তরে সাংগঠনিক শক্তির লাগাতার দুর্বলতা তৃণমূল শিবিরে বাড়তি অক্সিজেন তো এই মুহূর্তে যুগিয়েই চলেছে। এসব পদ্মধারী দলগত পরিস্থিতি যদি এখনই রাজ্য নেতৃত্ব সঠিকভাবে সামাল না দিতে পারে তাহলে কিন্তু ছাব্বিশের ভোটের হাটে বিজেপির নাক কেটে যাবার সম্ভাবনা থেকেই যাচ্ছে। বিপরীতে মতুয়া সেন্টিমেন্টকে কাজে লাগিয়ে এখান থেকে গোটা চারেক সিট অন্তত কব্জা করা যায় কিনা তা নিয়েই তৃণমূল বর্তমানে রণনীতি তৈরিতে চূড়ান্ত ব্যস্ত।

আসলে রানাঘাট এবং বনগাঁ অঞ্চলে এটাই সর্বশেষ সত্য বচন, মতুয়া গোঁসাইয়ের গোঁসা হলেই কিন্তু মহাসর্বনাশ। সুতরাং এই ধামে সব দলেরই একটাই লক্ষ্য মতুয়া সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে, ইয়ে দোস্তি হাম নেহি তোড়েঙ্গে, তোরেঙ্গে দম মগর তেরা সাথ না ছোড়েঙ্গে...।

গাড়ি মালিক ও চালকদের বৈঠক

জয়ন্ত চক্রবর্তী, দার্জিলিং : জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে সম্প্রতি জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কনফারেন্স হলে পাহাড়ের সব ছোট যাত্রীবাহী গাড়ি মালিক ও চালক সংগঠনের সঙ্গে বিস্তৃত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। শিলিগুড়ির সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলিও আলোচনায় অংশ নেয়। বৈঠকে জিটিএ, সাধারণ প্রশাসন এবং পুলিশ বিভাগের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। সভায় বিভিন্ন সংগঠন তাদের অভিযোগ ও কার্যক্রমগত সমস্যাগুলি তুলে ধরে, যা যাত্রী পরিবহনের স্বাভাবিক চলাচলে প্রভাব ফেলছে বলে উল্লেখ করা হয়। জেলা প্রশাসন মনোযোগ দিয়ে সব বক্তব্য শোনে এবং পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেয় যে, জনস্বার্থে পাহাড়জুড়ে পরিবহন পরিষেবা নির্বিঘ্ন রাখতে বর্তমান পরিস্থিতি বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। প্রশাসন শিলিগুড়ি ও দার্জিলিংয়ের পরিবহন পরিচালকদের মধ্যে সুসম্পর্ক ও পারস্পরিক সহযোগিতা বজায় রাখার গুরুত্বও তুলে ধরে। তারা জানান, যেকোনো অস্থিরতা

জেলা পর্যটন শিল্পের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে। সবশেষে, সংশ্লিষ্ট সকল সংগঠন জেলা প্রশাসনকে আশ্বাস দেয় যে তারা জনস্বার্থে সমাধান খুঁজে বের করতে পূর্ণ সহযোগিতা করবে।

অরেঞ্জ ট্যুরিজম ফেস্টিভ্যাল

নিজস্ব প্রতিনিধি : অ্যাসোসিয়েশন ফর কনজারভেশন অ্যান্ড ট্যুরিজম ও সিটি সেন্টারের উদ্যোগে আগামী ১১–১৩ ডিসেম্বর পাটনার সিটি সেন্টারে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ৭ম হিমালয়ান অরেঞ্জ ট্যুরিজম ফেস্টিভ্যাল ২০২৫। ভারতের পর্যটন মন্ত্রকের সহায়তায় এ আয়োজনকে সহযোগিতা করছে ট্যুরিজম অ্যাসোসিয়েশন বিহার সালে উৎসব পৌঁছায় কলকাতায় এবং ধীরে ধীরে জনপ্রিয়তা পায়। ডুয়ার্স, দার্জিলিং, সিকিম, অরুণাচল, নেপাল, ভুটান, বাংলাদেশ, মণিপুর ও হিমাচলসহ বিভিন্ন অঞ্চলের অংশগ্রহণে এইচওটিএফ এখন একটি আন্তর্জাতিক সাংস্কৃতিক মঞ্চে পরিণত হয়েছে। তিন দিনব্যাপী এই উৎসবে থাকবে গ্রামীণ পর্যটন ও হোমস্টে প্রদর্শনী, পাহাড়ি হস্তশিল্প,

এবং অ্যাসোসিয়েশন ফর বৌদ্ধিস্ট ট্যুর অপারেটরস। ২০১০ সালে ডুয়ার্সের সামসিং–জালধাকায় প্রথম শুরু হয়েছিল এই উৎসব, যার উদ্দেশ্য ছিল কৃষক, গ্রাম, স্থানীয় সংস্কৃতি ও প্রকৃতিকে পর্যটনের মাধ্যমে যুক্ত করা। পরবর্তী সময়ে পেমলিং ও লোহাগড় হয়ে ২০১৪ গ্রামীণ পণ্য, লোকসংস্কৃতি, শিল্প ও আলোকচিত্র প্রদর্শনী। ১১ ডিসেম্বর দুপুর ২টায় উদ্বোধনের পর প্রতিদিন সকাল ১১টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত উৎসব দর্শকদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

উল্লেখ্য, ১১ ডিসেম্বর দার্জিলিংয়ের কমলালেবুকে জিআই তকমায় ভূষিত করা হয়।

দোরগোড়ায় স্বাস্থ্য পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিনিধি : মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একান্তিক উদ্যোগে ও স্বাস্থ্য দপ্তরের সার্বিক প্রচেষ্টায় রামপুরহাট ১ নম্বর ব্লকের

কুসুম্বা অঞ্চলের রামরামপুর গ্রামের রথতলা পাড়ায় ১০ ডিসেম্বর থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হল ভ্রাম্যমান চিকিৎসা পরিষেবা। এই প্রকল্পের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে যাবে প্রাথমিক থেকে বিশেষায়িত বিভিন্ন স্বাস্থ্যপরীক্ষা ও পরামর্শ। প্রথম দিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রামপুরহাট বিধানসভার বিধায়ক আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃণমূলের ব্লক সভাপতি নিহার মুখোপাধ্যায়, পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভানেত্রী পম্পা মুখোপাধ্যায়, কুসুম্বা অঞ্চলের পঞ্চায়েত প্রধান তোতা শেখ, পঞ্চায়েত সমিতির সভানেত্রী মহুয়া সাহা। অঞ্চল সভাপতি রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত সহ তৃণমূল নেতৃত্ব এদিন থেকেই শুরু হয়েছে সুগার পরীক্ষা, রক্তচাপ মাপা, সাধারণ রোগ নির্ণয় থেকে শুরু করে চক্ষু পরীক্ষা পর্যন্ত একাধিক স্বাস্থ্য পরিষেবা। গ্রামের মানুষজন এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে জানান, বাড়ির কাছেই এমন পরিষেবা পাওয়ায় তাদের চিকিৎসা অনেক সহজ হবে।

নো ম্যাপিংয়ের শীর্ষে কলকাতা

প্রথম পাতার পর

কলকাতা বন্দর কেন্দ্রে বর্তমান মোট ভোটার ২ লক্ষ ৪৩ হাজারের কিছু বেশি। ভবানীপুর কেন্দ্রে মোট ভোটার ২,০৬,২৯৫ জন।

এদিকে রাজ্যে ইনুমারেশন ফর্ম জমা নেওয়া ও সঙ্গে ডিজিটাইজ করার শেষ দিন ১১ ডিসেম্বর রাত ১২ টার পর এ রাজ্যের মোট ভোটার ৭ কোটি ৬৬ লক্ষ ৩৭ হাজার ৫২৯ জনের মধ্যে ডিজিটাইজ হল ৭ কোটি ৬৬ লক্ষ ৮ হাজার ৯৫ জনের(৯৯.৯৬ শতাংশ)। অর্থাৎ ডিজিটাইজেশন থেকে বাদ গেল ২৯ হাজার ৪৩৪ জন ভোটারের নাম যারা ১৬ ডিসেম্বর প্রকাশিত খসড়া ভোটার তালিকা থেকে বাদ যাবে। আবার এদের মধ্যে ২৭,৪৯৬ জন ভোটার স্বাক্ষর করে ইনুমারেশন ফর্ম সংগ্রহ করে এলাকা থেকে উধাও হয়ে গিয়েছে। বিএলওকে আর ইনুমারেশন ফর্ম জমা করেনি। চলতি ২০২৫ সালের ১ জানুয়ারি প্রকাশিত ভোটার তালিকা থেকে ৫৮ লক্ষ ৮ হাজার ২৩২ জন ভোটারের নাম ১৬ ডিসেম্বরের খসড়া তালিকা থেকে বাদ যাচ্ছে। এতে রয়েছে মৃত ভোটার, ডাবল এন্ট্রি ভোটার, স্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত ভোটার, নিখোঁজ ভোটার ও অন্যান্য ভোটার।

ABRIDGED TENDER NOTICE

Rates are being invited from bonafied Agencies for **SUPPLY WITH INSTALLATION OF 2 TON WINDOW AC MACHINE** in the District of South 24 Parganas vide NIT Nos. 727/PLAN dt-12/12/2025 The last date of submission of rate is 19/12/2025 by 3:00 p.m. at **Office of the District Magistrate, South 24 Parganas, Planning & Statistics Section, New Administrative Building, 4th floor Alipore, Kolkata-700027**. For details the above office may be contacted.

District Planning Officer
South 24 Parganas
District Planning Officer
South 24-Parganas

বিশ্ব দরবারে খ্যাতি বাড়ছে আয়ুর্বেদ,হোমিওপ্যাথি সহ ভারতীয় ওষুধের

ট্র্যাডিশনাল মেডিসিন নিয়ে হু–এর সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারতে শুরু ২য় হু গ্লোবাল সামিট অন ট্র্যাডিশনাল মেডিসিনের কাউন্টডাউন। ১৭–১৯ ডিসেম্বর ২০২৫ ভারত মণ্ডপমে অনুষ্ঠেয় এই বৈশ্বিক সম্মেলনের আয়োজনে ভারতের ভূমিকা নিয়ে গর্ব প্রকাশ করেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী (স্বতন্ত্র দায়িত্ব) শ্রী প্রতাপরাও যাধব। তিনি জানান, ২০২৩ সালে গুজরাটে অনুষ্ঠিত প্রথম সফল সম্মেলনের পর দ্বিতীয়বারের মতো বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এই গুরুত্বপূর্ণ জমায়েতের আয়োজন করছে ভারত। ঐতিহ্যবাহী চিকিৎসা ব্যবস্থাকে মূলধারায় আনতে বৈশ্বিক যৌথ প্রচেষ্টার এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হবে এই সম্মেলন–যা ভারতের দর্শন ‘সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ, সর্বে সু নিরাময়াঃ’–এর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

১০০–র বেশি দেশের মন্ত্রী, নীতিনির্ধারক, স্বাস্থ্য–নেতা, গবেষক ও শিল্প প্রতিনিধিরা এতে অংশ নেবেন। আয়ুর্বেদ, যোগ ও প্রকৃতিবিদ্যা, ইউনানি, সিদ্ধ, সোয়া–রিগ্পা এবং হোমিওপ্যাথি–ভারতের আয়ুষ ব্যবস্থাগুলি আজ সারা বিশ্বে সমন্বিত ও বিশ্বস্ত সমাধান হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেছে। গুজরাটের জামনগরে ডব্লুএইচও গ্লোবাল ট্র্যাডিশনাল মেডিসিন সেন্টার স্থাপনও ভারতের ঐতিহ্যবাহী জ্ঞান ব্যবস্থার প্রতি বৈশ্বিক আস্থার প্রতিফলন।

ডব্লুএইচও দক্ষিণ–পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের রিজিওনাল ডিরেক্টর এমেরিটাস ও ডিরেক্টর জেনারেলের সিনিয়র অ্যাডভাইজর ড. পুনম ক্ষেত্রপাল সিং বলেন, ২য় ডব্লুএইচও(হু) গ্লোবাল সামিট বিশ্বজুড়ে ঐতিহ্যবাহী, পরিপূরক ও ইন্টিগ্রেটিভ মেডিসিনকে প্রমাণভিত্তিক ও ন্যায়সঙ্গতভাবে জাতীয় স্বাস্থ্যব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্তির দশবছরের রোডম্যাপ তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। সামিট চলাকালীন ‘অশ্বগন্ধা: ফ্রম ট্র্যাডেশনাল উইসডোম টু গ্লোবাল ইম্প্যাক্ট’ শীর্ষক বিশেষ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে অশ্বগন্ধাকে ঘিরে বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিশেষজ্ঞেরা আলোচনা করবেন। কলকাতায় সাংবাদিক সম্মেলনে উপরোক্ত বিষয় তুলে ধরেন ড. অঞ্জলি চ্যাটার্জি রিজিওনাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফর হোমিওপ্যাথির অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর ড. আরতি সোরেন।

কলকাতার এই গবেষণাকেন্দ্রে হোমিওপ্যাথির উপর গবেষণা প্রতিনিয়ত

চলছে বলে জানান, সংস্থার ডা. গুরুদেব চৌবে। তিনি বলেন, এখানে অত্যাধুনিক ভাইরোলজি ল্যাব, ড্রাগ স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন ল্যাব ও অ্যানিম্যাল হাউস গড়ে তোলা হয়েছে, যা পিএইচডি গবেষক ও বিজ্ঞানীদের জন্য বড় সহায়ক। এই প্রতিষ্ঠানে যে গবেষণা প্রকল্পগুলি চলছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য– ইউরোলিথিয়াসিস, স্তন ক্যান্সার, অটিজম, ফাইব্রো অ্যাডেনোমা, জিইআরডি, সোরিয়াসিস, হাইপারটেনশন, মাইগ্রেন, ভিটিলিগো, কাশি, ইউটিআই, আঁচিল, কিশোর আচরণ, সমন্বয়জনিত সমস্যা, ডেঙ্গু, কোভিড–১৯, ক্লিনিক্যাল ভেরিফিকেশন, ড্রাগ প্রুভিং ইত্যাদি।

ড. পার্থ পার্থ প্রতীম পাল হোমিওপ্যাথি গবেষণা বিষয়ে তুলে ধরে বলেন, ‘আয়ুষ মন্ত্রণালয়ের অধীনে স্বশাসিত সংস্থা সেন্ট্রাল কাউন্সিল ফর রিসার্চ ইন হোমিওপ্যাথি (সিসিআরএইচ) হোমিওপ্যাথি গবেষণার সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ১৯৭৮ সালে প্রতিষ্ঠিত এই সংস্থা মেডিসিন স্ট্যান্ডার্ডাইজেশন, ড্রাগ প্রুভিং, ক্লিনিক্যাল ভেরিফিকেশনসহ বহু কেন্দ্রিক গবেষণা পরিচালনা করছে। র‍্যান্ডমাইজড ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল, মৌলিক গবেষণা এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে হোমিওপ্যাথির বৈজ্ঞানিক ভিত্তি মজবুত করাই সিসিআরএইচ–এর লক্ষ্য। পাশাপাশি স্বাস্থ্য সুরক্ষা অভিযান, এসসিএসপি স্বাস্থ্য শিবিরসহ বিভিন্ন জনস্বাস্থ্য কার্যক্রমেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।’

এছাড়াও পশুদের ওপরে ওষুধের প্রয়োগ বিষয়ক গবেষণা চলছে তা তুলে ধরেন জি. ভি. নারসিমা কুমার। এদিন সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ড. সুরাইয়া পারভীন, ড. চিত্তরঞ্জন কুণ্ডু ও ড. বিবাস্বান বিশ্বাস।

হোমিওপ্যাথির নিয়ে সকলেই আশাবাদী যে ভবিষতে এই গবেষণা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাকে সেরা আসরে তুলে আনবে।

ছবি : প্রীতম দাস

পুরোহিতহীন পাট কাঠির আলোয় পূজিতা হোগলা কালী

সুব্রত মণ্ডল, চর কৃষ্ণবাটী : গুপ্তিপাড়া একদা হোগলার জঙ্গলে পরিপূর্ণ তবে বর্তমানে গড়ে উঠেছে আধুনিক সভ্যতা। গুপ্তিপাড়া থেকে বেনালী চর যেতে গ্রামীণ পরিবেশের সবটা বর্তমান গ্রামে পৌঁছানোর পথের দুদিকে ঝোঁপ জঙ্গল। গঙ্গার একেবারে তীরেই অবস্থিত হোগলা কালী মন্দির রয়েছে। সেখানেই মা হোগলা কালী অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণপক্ষের শেষ মঙ্গলবার পূজিত হয়। পূজা চালু করেন গ্রামের মোড়ল কালীচরণ মণ্ডলের স্ত্রী।

তার নাতি সাধন মণ্ডল এ প্রসঙ্গে জানান, ‘বর্তমানে পূজার দ্বায়িত্বে থাকেন গ্রামের যুবকরা। সকাল থেকে পূজা পাঠ চললেও মূলত সন্ধ্যার মহা পূজার আকর্ষণে আসেন এলাকার ও বাইরে থেকে হাজার হাজার ভক্ত। মহাপূজার সময় আজও প্রাচীন রীতি মেনে মূলত বিদ্যুৎহীন করা

হয় সমগ্র মন্দির ও মেলা চত্বর। চলে মশালের আলোয় ছাগ বলি। মন্দিরে নেই মূর্তি।’ তিনি আরো জানান, ‘তার ঠাকুমা গোলাপ সুন্দরী দেবী ২ বার স্বপ্ন পান, হোগলার জঙ্গলে বাবলা গাছের নিচে দেবী অবস্থান করছেন। দেবী আবার স্বপ্ন দিয়ে জানান পুরোহিত ছাড়ায় পূজা করবি এবং সন্ধ্যায় আলো জ্বালাবি না। তা প্রায় ১০০ বছর আগের কথা আজও সেই রীতি মেনেই চলছে মায়ের আরাধনা।’ মন্দিরের সামনে মাঠে বসেছে মেলা, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলে খিচুড়ি ভোগ বিতরণ। কমিটির পক্ষ থেকে ব্যবস্থা রাখা হয়। এদিন সন্ধ্যায় মহাপূজার সময় দেখা গেল শ্রদ্ধার সঙ্গে বৈদ্যুতিক আলো নিভিয়ে মশালের আলোয় সকলেই পূজায় অংশ নিয়েছেন। মেলা কমিটির পক্ষে দেবাশীষ বিশ্বাস জানান পুজা উপলক্ষ্যে ৩দিন ধরে মেলার অনুষ্ঠান মঞ্চের আয়োজন করা হয়েছে বাউল কবি গান সহ অন্যান্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

ঘিরে কৌতুহল

প্রথম পাতার পর

যা নিয়ে ইতিমধ্যেই তারাপীঠ মন্দির সংলগ্ন এলাকায় যথেষ্ট কৌতুহল সৃষ্টি হয়েছে। দূর–দুরান্ত থেকে ভক্তজনেরা ছুটে আসছে ওই মূল জীবিত কুণ্ডের জল সংগ্রহ করার জন্য। ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের সদস্যরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে ওই ঘটনার আসল কারণ খোঁজার চেষ্টা করছেন। তারাপীঠ মন্দিরের সেবাইত মাধব মুখার্জি এই প্রসঙ্গে বলেন, ‘আমাদের বয়সে কোনদিন এই জীবিত সংস্কার হতে দেখিনি, এই প্রথম দেখলাম। পুষ্করিনী বেশ গভীর এখন মূল যে জীবিত কুন্ডু সেটা নজরে আসছে সেখানের জলটা কিছুতেই শুকনো হচ্ছে না। এটার কোন হয়তো প্রাকৃতিক কারণ থাকতে পারে সে ব্যাপারে আমাদের কিছু জানা নেই। তবে এই জীবিত কুন্ডু অত্যন্ত পবিত্র এবং মাহাত্ম্যপূর্ণ।

চুঁচুড়ায় সারদা দেবীর ১৭৩ তম জন্মতিথি

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১১ ডিসেম্বর চুঁচুড়া সুগন্ধায় কামদেবপুরের শ্রীরামকৃষ্ণ সারদা মন্দিরে সারদা দেবীর ১৭৩ তম শুভ জন্মতিথি

উৎসব পালিত হল। ওই মন্দিরের মায়ের আবির্ভাব উৎসব উপলক্ষে স্থানীয় ভক্তদের মধ্যে ব্যাপক উন্মাদনা তৈরি হয়। মন্দিরের কর্ণধার ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি অরিন্দম ধর বলেন মা সারদা বাঙালির আবেগ, এ উপলক্ষে প্রথম বছরেই দারুণ সাড়া পাওয়া গিয়েছিল তাই এবার দ্বিগুণ উৎসাহে বিপুল আয়োজন হয়। সারাদিন ভক্তিমূলক সঙ্গীত ছাড়াও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। এদিন ভক্তিগীতি ও মাতৃ সংগীত পরিবেশন করেন সংগীত শিল্পী অভিনন্দা ধর। এদিন তিন মনিষীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করা হয়। কমিটির সদস্য প্রদ্যুৎ সিনহা বলেন, ‘মায়ের জীবনী নিয়ে আলোচনা এবং মায়ের জীবনীর ওপরে লেখা প্রচুর বই বিক্রি হয়। রাহুল মিত্র মুস্তাফির সুকণ্ঠে ভক্তিমূলক গান পরিবেশিত হয়। এদিন রাজ্যজুড়ে মায়ের জন্ম তিথি পালিত হয়।’

পথশ্রী–রাস্তাশ্রী প্রকল্পের সূচনা

প্রথম পাতার পর

সব মিলিয়ে গ্রামীণ পরিকাঠামোর আর্থিক উন্নয়ন উল্লেখযোগ্য ভাবে পরিবর্তিত হবে। ঐদিনই আমরা দেখলাম দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার আলিপুর সদর মহাকুমা, বারুইপুর মহাকুমা, ডায়মন্ডহারবার মহাকুমা, ক্যানিং মহকুমা এবং কাকদ্বীপ মহাকুমার সর্বত্রই স্থানীয় জনপ্রতিনিধি এবং সরকারি আধিকারিকরা বিভিন্ন জায়গায় পথশ্রী ও রাস্তাশ্রী প্রকল্পের সূচনা করলেন ফিতে কেটে কোথাও আবার নারকেল ফাটিয়ে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিষ্ণুপুর–২ নম্বর ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি নবকুমার বেতাল জানালেন, তাদের ব্লকে প্রায় ৩৬ টি রাস্তা এই পথশ্রী ও রাস্তাশ্রী প্রকল্পে হতে চলেছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জেলা পরিষদের সদস্য শেখ বাপি জানালেন, তাদের বজবজ ২ নম্বর ব্লকেও প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় পথশ্রী ও রাস্তাশ্রী প্রকল্পের রাস্তার সূচনা হয়েছে। তবে রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগকে কটাক্ষ করে বিরোধী জেলা বিজেপি নেতা সুফল ঘাঁটু বলেন, ‘এসবই ভোটের চমক। সামনেই বিধানসভা নির্বাচন আসছে তাই তড়িঘড়ি পথশ্রী ও রাস্তাশ্রী প্রকল্পের উদ্বোধন করা হল। আগামীদিনে মানুষ নিশ্চয়ই লক্ষ্য রাখবে কাজ কতদূর বাস্তবায়িত হয়।’ প্রতিবেদকের প্রশ্ন ছিল কেন্দ্র সরকারের সাহায্য ছাড়াই রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগ কি সাধুবাদ যোগ্য নয়? সে প্রশ্ন বিজেপি নেতা সুফল ঘাঁটু বলেন, ‘কেন্দ্র সরকার রাজ্যের উন্নয়নের জন্য আগে যে টাকা দিয়েছে তার সঠিক হিসেব দিতে পারেনি রাজ্য সরকার। তাছাড়া রাজ্য সরকার যখন ক্ষমতায় আছে তখন রাজ ধর্ম পালন করাও তো তার কর্তব্য। আমরাও লক্ষ্য রাখবো আগামীদিনে পথশ্রী ও রাস্তাশ্রী প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ হয় কত দিনে।’ এই প্রসঙ্গে জেলা পরিষদের সদস্য শেখ বাপি বলেন, ‘বিরোধীরা চিরদিন অপপ্রচার করে আসছে করে আসবেন তাতে আমাদের কিছু যায় আসে না। ভোট ঘোষণার আগেই পথশ্রী ও রাস্তাশ্রী প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ হবে এবং ওই রাস্তা দিয়েই হেঁটে হেঁটে বিরোধীদলের নেতা–নেত্রীরাও ভোট দিতে যাবেন আপনারা সেটা দেখতে থাকুন।’

শুনানীর নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন

প্রথম পাতার পর

নেতারা অসাংবিধানিক আচরণ করলেও কোনও ব্যবস্থা নেয় না নির্বাচন কমিশন। ফলে দীর্ঘদিন ধরে কোনো বাধা না পেয়ে এ রাজ্যে রাজনৈতিক সন্ত্রাস এক ধারাবাহিক কুৎসিত ইতিহাস তৈরী করেছে। অথচ অন্য রাজ্যে এসব উধাও। সেখানকার শাসক বিরোধী কেউই এ নিয়ে সন্ত্রাসে লিপ্ত নয়। উত্তর প্রদেশে এবার ২ কোটির বেশি ভোটার বাদ যেতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। তবু সেখানে কোনো হৈচৈ নেই। কারণ তারা জানে রাজনৈতিক হানাহানি ক্ষতি করে উন্নয়নের, টান পড়ে রুজি রোজগারে।

যাই হোক না কেন চলতি এসআইআর বাংলায় নির্বাচন কমিশনের কাছে ইমেজ পুনরুদ্ধারের সেমি ফাইনাল। এবারের শুনানী পর্ব বলে দেবে কমিশন আদৌ এ রাজ্যে আগামী নির্বাচন নির্বিঘ্নে করাতে পারবে কি না। সাধারণ মানুষ চায় স্বচ্ছ ভোটার তালিকা ও নির্বিঘ্ন নির্বাচন যা দেওয়ার দায়িত্ব জাতীয় নির্বাচন কমিশনের। যদি তারা তা দিতে না পারে তাহলে তাদের অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক।

ভাঙড়ে চালু হল মাধবপুর থানা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভাঙড় ডিভিশনের মাধবপুর কর্মতীর্থ ভবনে বুধবার আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হল মাধবপুর থানা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে কলকাতা পুলিশের নগরপাল মনোজ বর্মা জানালেন, পথ নিরাপত্তা বাড়াতে কলকাতা পুলিশ লাগাতার কাজ করছে। নগরপালের কথায়, ‘সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ’ ছাড়াও বিভিন্ন সচেতনতা কর্মসূচি ও নজরদারি বাড়ানোর ফলে ইএম বাইপাস, বাসন্তী হাইওয়ে, ডায়মন্ড হারবার রোড, এম জি রোড সহ দুর্ঘটনা প্রবণ বেশ কয়েকটি এলাকায় দুর্ঘটনার সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। তিনি আশা প্রকাশ করেন, সারা দেশের মধ্যে কলকাতা পুলিশের এলাকা পথ নিরাপত্তায় সেরা পারফরম্যান্স দেখাতে সক্ষম হবে।

নতুন থানার উদ্বোধনী মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন যুগ্ম নগরপাল (সদর) মিরাজ খালিদ, অতিরিক্ত নগরপাল শুভঙ্কর সিনহা সরকার, ক্যানিং পূর্বের বিধায়ক শওকাত মোল্লা, ভাঙড় ডিভিশনের ডিসি সৈকত ঘোষ সহ একাধিক পুলিশ কর্তা।

উল্লেখ্য ২০২৪ সালের ৮ জানুয়ারি ভাঙড় ডিভিশনের ৮টি থানার সূচনা হলেও, পরিকাঠামো ও কর্মী সংকটের কারণে বিজয়গঞ্জ বাজার, হাতিশালা, মাধবপুর ও বোদরা থানাগুলি তখন চালু করা যায়নি। তাদের কার্যভার চালু থাকা থানাগুলির ওপরই পড়েছিল। মাধবপুর কর্মতীর্থ ভবন সরকারিভাবে অনুমোদন পাওয়ায় এবার সেখানেই মাধবপুর থানার কার্যক্রম শুরু হল।

নতুন থানার ওসি হিসেবে দায়িত্ব পেলেন জোড়াসাঁকো থানার অ্যাডিশনাল ওসি সৌরভ দত্ত এবং অ্যাডিশনাল ওসি হলেন কাজল ঘোষ। বর্তমানে ভাঙড় ডিভিশনের ২১৫ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় নজরদারির দায়িত্ব সামলাচ্ছেন প্রায় ৪০০ পুলিশকর্মী। এলাকাজুড়ে লাগানো হয়েছে ২৪৪টি সিসি ক্যামেরা।

বিজয়গঞ্জ বাজার থানা দ্রুত চালু করার আশ্বাস দেন নগরপাল। পাশাপাশি হাতিশালা ও বোদরা থানার জন্য জমি বরাদ্দের বিষয়ে প্রস্তাব সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান তিনি। ব্যাটেলিয়ান, সাইবার উইং, ট্র্যাফিক এবং ডিসি অফিসের জন্যও জমি প্রয়োজন। ইতিমধ্যেই ডিসি অফিসের জন্য জমি পাওয়া গিয়েছে, আর ব্যাটেলিয়ানের জন্য ২০ বিঘা জমি চিহ্নিত করে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে।

ভাঙড়ে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি আগের চেয়ে উন্নত হয়েছে বলেও দাবি করেন মনোজ বর্মা। তাঁর কথায়, ‘নতুন ডিভিশন হওয়ার পর পুলিশ আরও দ্রুত ও কার্যকরভাবে কাজ করছে। যেসব ঘটনা ঘটেছে, তার প্রতিটিতেই আমরা দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে দোষীদের গ্রেপ্তার করেছি। আগামীদিনে আইন–শৃঙ্খলা আরও উন্নত হবে বলেই আমরা আশাবাদী।’

সুন্দরবন দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি : সুন্দরবন দিবস ও উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা উদ্দেশ্যে সাগর ব্লকে বর্ণাঢ্য উদ্যাপন রাজ্যের সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা এই অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকেই সাগর গ্রামীণ হাসপাতালের জন্য একটি নতুন অ্যাম্বুলেন্সের উদ্বোধন করেন এবং প্রায় ২০ কোটি টাকা ব্যয়ে নতুন রাস্তার শুভ শিলান্যাস করেন। এদিনের অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয় এক সুবিশাল বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে। সাগর ব্লকের চৌরঙ্গী থেকে রুদ্রনগর কৃষক বাজারের অনুষ্ঠান মঞ্চে এসে শেষ হয়।

শোভাযাত্রা ও মূল অনুষ্ঠানে নেতৃত্ব দেন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন সাগরের বিডিও কানাইয়া কুমার রাও, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সাবিনা বিবি, সহ–সভাপতি স্বপন কুমার প্রধান, জেলা পরিষদের সদস্য সন্দীপ কুমার পাত্র সহ জেলার একাধিক উচ্চপদস্থ আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধি। অনুষ্ঠানে রাজ্যের গ্রামীণ পরিকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে এক বিশাল পদক্ষেপ নেওয়া হয়। মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা ঘোষণা করেন যে, ‘মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় পথশ্রী–৪ প্রকল্পের অধীনে সাগর ব্লকের সকল অঞ্চলে প্রায় ২০ কোটি টাকা ব্যয়ে নতুন রাস্তার শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠান করা হচ্ছে।’ রাজ্য সরকারের উদ্যোগে বাংলার প্রত্যেকটা অঞ্চলে রাস্তার সামগ্রিক উন্নয়ন করাই মা–মাটি–মানুষের সরকারের উন্নয়ন। এই নতুন রাস্তাগুলো সাগর ব্লকের মানুষের যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও সুগম করবে।

অন্যদিনে, ১১ ডিসেম্বর সকালে সুন্দরবনকে রক্ষা করার শপথ নিয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার ক্যানিংয়ের বন্ধুমহল অডিটোরিয়াম হলে পালিত হল সুন্দরবন দিবস। তার আগে ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশ রাম দাসের নেতৃত্বে এক পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয় ক্যানিং বাসস্ট্যান্ড থেকে বন্ধুমহল পর্যন্ত। এদিন অনুষ্ঠানে কৃতি ছাত্রছাত্রী সহ বিশিষ্টজনদেরকে সংবর্ধনা দেওয়া হয় অনুষ্ঠান মঞ্চে। এছাড়াও কি ভাবে সুন্দরবনকে রক্ষা করা যায় সে বিষয়ে বিশিষ্টরা তাঁদের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে জনসমক্ষে তুলে ধরেন। পাশাপাশি সকল ছাত্রছাত্রীদের

নিয়ে সুন্দরবন বিষয়ক কবিতা, ছড়া এবং অঙ্কন প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক পরেশরাম দাস, ক্যানিং ১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি উত্তম দাস, ক্যানিং ১ বিডিও নরোত্তম বিশ্বাস, ক্যানিং মহকুমা পুলিশ আধিকারীক রাম কুমার মণ্ডল, বিশিষ্ট সুন্দরবনপ্রেমী শিক্ষক সুকুমার পয়ড়া, বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী ক্ষীতিশ বিশাল, জেলাপরিষদ সদস্য সুশীল সরদার, ক্যানিং ১ পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ অরিত্র বসু, শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ প্রদ্যুৎ রায় সহ ক্যানিং মহকুমার বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রী সহ শিক্ষক–শিক্ষিকারা।

শুরু হচ্ছে পৌষ মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৫ ডিসেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে শতাব্দী প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী শান্তিনিকেতন পৌষ মেলা স্টল বুকিং প্রক্রিয়া। বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন ট্রাস্ট, জেলা পুলিশ প্রশাসনকে নিয়ে বৈঠক করার পর জানালেন রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ।

আগামী ২৩ ডিসেম্বর থেকে এ বছর ৬ দিনের শান্তিনিকেতন পৌষ মেলা। বৃহস্পতিবার পৌষ মেলাকে সামনে রেখে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একটি বৈঠক করলেন। বিশ্বভারতীর কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের কনফারেন্স হলে সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বোলপুরের তৃণমূল বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ, বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখ, বিশ্বভারতীর উপাচার্য অধ্যাপক প্রবীর কুমার ঘোষ, ভার্চুয়ালি ছিলেন বীরভূমের জেলা পুলিশ সুপার এবং জেলাশাসক, শান্তিনিকেতন ট্রাস্ট এর পক্ষ থেকেও বৈঠকে হাজির ছিলেন।

শান্তিনিকেতন পৌষ মেলা পরিচালনা করা নিয়ে ১ ঘণ্টা বৈঠকের পর রাজ্যের ক্ষুদ্র ছোট ও মাঝারি শিল্পবস্ত্র বিভাগ দপ্তরের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ বলেন, ‘এবছর শান্তিনিকেতন পৌষ মেলা ৬ দিনের। ২৩ ডিসেম্বর থেকে ২৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত। চলতি মাসের ১৫ তারিখ থেকে ব্যবসায়ীরা স্টল বুকিং করতে পারবে। ১৫ এবং ১৬ তারিখ গত ২৪ সালে যে শান্তিনিকেতন পৌষ মেলা হয়েছে। সেই ব্যবসাদাররা এই দুটি দিন স্টল বুকিং করতে পারবে। ১৭ তারিখ থেকে সর্বসাধারণের জন্য বুকিং প্রক্রিয়া চালু হয়ে যাবে।’ শান্তিনিকেতন ট্রাস্ট এর সম্পাদক অনিল কোনার বলেন, ‘এবছর শান্তিনিকেতন পৌষ মেলা অনেক আগে থেকে প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। কাজেই দেশের বিভিন্ন রাজ্য থেকে বড় বড় নামিদামি কোম্পানির স্টল আসবে। এবার মেলা খুব সুন্দর এবং জমজমাট হবে। ১৫ তারিখ থেকে স্টল বুকিং শুরু হয়ে যাচ্ছে। পরিবেশবান্ধব মেলা এবার হচ্ছে।’

গতবছর শান্তিনিকেতন পৌষ মেলায় প্রচুর চুরির ঘটনা ঘটেছিল। স্বাভাবিকভাবেই নিরাপত্তার দিকটা আরো জোর করা হচ্ছে। বৈঠকে জানালেন বোলপুরের অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার রানা মুখোপাধ্যায়।

সার্ভিস প্রোভাইডারা ময়লা করছে রাস্তা

বরুণ মণ্ডল : ৫–৭ বছর ধরে কলকাতা পৌর এলাকাসহ তৎসংলগ্ন এলাকা জুড়ে ব্লিঙ্কিট বা অ্যামাজন এই ধরনের 'সার্ভিস ডেলিভার্ড কোম্পানিগুলি বড়ো বড়ো এলাকা নিয়ে ব্যবসা শুরু করেছে। এর ফলে মূল ব্যবসা সংলগ্ন এলাকা বাইক, বড়ো লোড–আপলোড কন্টেনারে রাস্তাসহ ফুটপাথ দখল হয়ে যাচ্ছে। রাস্তা অপরিষ্কার, অতিরিক্ত আবর্জনা এবং স্তূপীকৃত পরিত্যক্ত জিনিসপত্র রাস্তার দু"ধারে ফেলে যাচ্ছে। ফুটপাথ ভেঙে যাচ্ছে, সাধারণ মানুষের যাতায়াত আটকে যাচ্ছে। অতিরিক্ত বেগে রাস্তায় বাইক–স্কুটি চলছে ফলে নিত্য অ্যাক্সিডেন্ট বাড়ছে। এই অভিযোগ উত্তর কলকাতার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপ্রতিনিধি ডা. মীনাক্ষী গঙ্গোপাধ্যায়।

তিনি আরও জানান, কলকাতা পৌরসংস্থা ও কলকাতা ট্রাফিক পুলিশ যৌথ উদ্যোগে এইসব সার্ভিস প্রোভাইডারদের যদি একটা 'সার্ভিস গাইডলাইন এবং নির্দেশাবলি তৈরি করে দেয়। রাস্তাসহ ফুটপাথ এবং বর্জ্য গ্রহণের ব্যাপারে কী কী 'গাইডলাইন তৈরি হল এবং তারা কী কী অনুসরণ করবেন, কলকাতা পৌর এলাকার পৌরপ্রতিনিধিদের তার 'কপি দিলে তাহলে এইসব সার্ভিস প্রোভাইডার"দের বিষয়ে এলাকাবাসী ওয়াকিবহাল থাকতে পারে।

এই প্রস্তাবের বিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার পার্কিং দপ্তরের মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার বলেন, উত্তর কলকাতার ১২ নম্বর ওয়ার্ডসহ কলকাতা পৌর এলাকায় পণ্যবাহী গাড়িসহ সমস্ত যানবাহন চলাচলের অবস্থানে নির্দেশিকা আরোপ করে কলকাতা পুলিশ ও কলকাতা ট্রাফিক বিভাগ কর্তৃপক্ষ। কলকাতা পৌর এলাকার বৈধ পার্কিং এলাকা বাদে নির্দিষ্টভাবে কোনও অভিযোগ পার্কিং বিভাগকে অবগত করলে পার্কিং দপ্তর কলকাতা পুলিশ ট্রাফিককে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য পত্র মারফত জানানো হয়। তবে আপনি যে বিষয়ে বলছেন সেটা সরাসরি কলকাতা পৌরসংস্থার কিছু করার নেই। এটা কলকাতা ট্রাফিক বিভাগকে করে থাকে। তবে আপনি আমাদের জানিয়েছেন। আমরা ট্রাফিক পুলিশকে বিষয়টি জানানো হবে দেবাশিস কুমার।

যাদবপুরে জলাশয় সংরক্ষণ

বরুণ মণ্ডল : দক্ষিণ কলকাতার যাদবপুর লোকসভা কেন্দ্রে সাংসদ সায়নি ঘোষ কলকাতার প্রিন্স গোলাম মহম্মদ শাহ রোডের একটি সুবৃহদায়তন জলাভূমি সংরক্ষণের জন্য ১৬ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছেন। এই বরাদ্দের সর্বশেষ অবস্থা নিয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, সাংসদ সায়নি ঘোষ তার এমপি ল্যাডের থেকে কলকাতার ৯৫ নম্বর ওয়ার্ডের একটি জলাভূমির সংরক্ষণের জন্য যে ১৬ লক্ষ টাকা দিয়েছেন, বাউন্ডারি ওয়াল ইত্যাদি নির্মাণের জন্য। আসলে ওই জলাশয়টি একটি ব্যক্তিগত মালিকানাধীনে ছিল। সেজন্যই কলকাতা নগরোন্নয়ন সংস্থা তখন ওই জলাশয় সংরক্ষণের কাজ করতে পারেনি। বর্তমানে কলকাতা মিউনিসিপ্যাল ম্যানেজমেন্ট কন্ট্রোলে নেওয়া হয়েছে। ওই কাজের টেন্ডার হয়ে গিয়েছে। শীঘ্রই ওয়ার্ক অর্ডার প্রকাশ হবে। কাজ শুরু হবে। বর্তমানে জলাশয় ও প্রকৃতি রক্ষার কলকাতা পৌরসংস্থা অত্যন্ত চিন্তাশীল বলে মহানাগরিক জানান।

মার্কেটে'র জায়গা বদল

নিজস্ব প্রতিনিধি : জোকা–এসপ্ল্যানেড (পার্পল লাইন) মেট্রোরেলের এসপ্ল্যানেড স্টেশন নির্মাণ কাজের জন্য বর্তমান অবস্থান থেকে সরিয়ে ফেলা হচ্ছে কলকাতা মহানগর খ্যাত ডা. বিধান চন্দ্র রায় মার্কেট। এতোদিনের পুরনো জায়গা থেকে এই মার্কেট সরিয়ে কলকাতা প্রেস ক্লাবের পাশে দোকানদারদের অস্থায়ী বন্দোবস্ত করা হয়েছে। অস্থায়ী মার্কেট তৈরির কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। জোকা–এসপ্ল্যানেট মেট্রো সম্প্রসারণের কাজে বাধা হচ্ছিল এই মার্কেট। এসপ্ল্যানেড স্টেশন তৈরির করার জন্য এই সুপ্রাচীন মার্কেটটিকে সরানো হল। এসপ্ল্যানেডের কাছে অবস্থিত ডা.বিধান চন্দ্র রায় মার্কেটটি মূলত 'ময়দান মার্কেট' নামে বেশি পরিচিত। এটি ক্রীড়া সামগ্রীর জন্য জনপ্রিয়।

দমদমে বসছে রেন গেজ

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতার দমদম অঞ্চলের কিছু এলাকায় বসানো হচ্ছে বৃষ্টিমাপক আধুনিক যন্ত্র বা রেন্ গেজ্ মেশিন। এর সাহায্যে প্রতিটি এলাকায় ঠিক কতটা বৃষ্টি হচ্ছে, তা প্রতি ঘন্টায় ঘন্টায় জানা যাবে। কোথায় কোথায় এই আধুনিক রেন্ গেজ্ যন্ত্র বসছে? নিকাশি দফতর সূত্রে জানা যাচ্ছে, কলকাতা সংলগ্ন এলাকার লেকটাউন, বাঙুর, কালিন্দী, নাগেরবাজার, দমদম পার্ক ইত্যাদি জায়গায় পাইলট প্রোজেক্ট হিসাবে এই যন্ত্র বসানো হচ্ছে। ভূপৃষ্ঠে বা মাটিতে পরা বৃষ্টির জল যাতে ছিটকে এই যন্ত্রে না প্রবেশ করে, তাই এই যন্ত্র গুলিকে ভূমির সামান্য উপরে রাখা হচ্ছে। রেন্ গেজ্ মেশিনে মিলিমিটার এককে বৃষ্টির পরিমাণ করা হয়। তবে কখনো কখনো ইঞ্চি বা সেন্টিমিটার এককেও এটি প্রকাশ করা হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৬৬২ খ্রিস্টাব্দে ক্রিস্টোফার ওরেন এটি আবিষ্কার করেন।

প্রত্যেকটি ভাষাকে সমান গুরুত্ব দিয়ে মাতৃভাষার বিকাশে সাহায্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারতে ১৩৩৫টি উপভাষা হয়েছে এবং সারা পৃথিবীতে প্রায় ৬০০০–এরও বেশি ভাষা রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মূল ভাষার সংখ্যা ৪১টি, এর মধ্যে সরকার স্বীকৃতি দিয়েছে ৮টি ভাষাকে। এছাড়াও অন্যান্য ভাষা গোষ্ঠীর সংখ্যা প্রায় ৩৭টি। আমাদের কাছে ভাষার এই তত্ত্বগুলি অনেকটাই ভাসাভাসা। এবিষয়ে ভারতীয় ভাষা পরিবার দু'দিনের আলোচনা সভার ৯ ডিসেম্বর উদ্বোধন হয় ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটে। কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা মন্ত্রকের ভারতীয় ভাষা সমিতির তত্ত্বাবধানে সভাটি আয়োজন করে আইএসআইয়ের লিঙ্গুইস্টিক রিসার্চ ইউনিট। উদ্দেশ্য ছিল ভাষাবিদ, শিক্ষাবিদ, গবেষক এবং নীতি বিশেষজ্ঞদের একত্রিত করে দু'টি বিশেষ গ্রন্থ নিয়ে আলোচনা করা। এই গ্রন্থ দুটি হল, ভারতীয় ভাষা পরিবার: 'আ নিউ ফ্রেমওয়ার্ক ইন লিঙ্গুইস্টিক্স' এবং 'কালেক্টেড স্টাডিজ অন ইন্ডিয়ান লিঙ্গুইস্টিক ফ্যামিলি : পার্সপেক্টিভ্স অ্যান্ড হরাইজন্স'। এই দুটি গ্রন্থে উপনিবেশিক ভাষাবৈজ্ঞানিক শ্রেণীবিভাগের বাইরে এসে ভারতীয় ভাষাগুলির নিহিত সাদৃশ্য এবং সাংস্কৃতিক ও ভাষাতাত্ত্বিক ঐক্যের কথা তুলে ধরা হয়েছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আইএসআই কলকাতার ডিন অফ স্টাডিজ প্রফেসর বিশ্বব্রত প্রধান। তাঁর মূল ভাষণে তিনি ভাষাতাত্ত্বিক বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের মূল ভাবনার ব্যাখ্যা করেন এবং ভারতের মতো বহুভাষিক দেশে এমন উদ্যোগের গুরুত্ব তুলে ধরেন। আইএসআইয়ের অধিকর্তা ডঃ সঙ্ঘমিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, এই সভার অন্যতম লক্ষ্য আঞ্চলিক ভাষায় বিজ্ঞানশিক্ষার জন্য দেশীয় পরিভাষার একটি বিস্তৃত শব্দকোষ প্রস্তুত করা। এতে উচ্চশিক্ষায় প্রবেশাধিকার বাড়বে এবং পাশাপাশি, আমাদের সমৃদ্ধ ভাষার ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা সহকারে এগিয়ে চলা সম্ভব হবে। তিনি বলেন যে, আইএসআইয়ের প্রতীকচিহ্নও একই মূল্যবোধ ধারণ করে। আলোচনাসভায় উপস্থিত প্রফেসর শৈলেন্দ্র কে. সিংহ (এনইএইচইউ, শিলং), প্রফেসর এস. অরুণমোজি (হায়দরাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়) এবং খ্যাতনামা জৈবপ্রযুক্তিবিদ অধ্যাপক বরপ্রসাদ কল্লার মত বিশিষ্ট বক্তারা তাঁদের বক্তব্যে বৌদ্ধিক স্বরাজ বা উপনিবেশমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গির গুরুত্ব তুলে ধরেন। সভায় উপস্থিত সকলে একমত হন যে, ভারতের সাংস্কৃতিক সমন্বয় ভাষাগুলির মধ্যে কোনও শ্রেণীবিভাজন বা উচ্চ–নীচের ধারণা গড়ে উঠতে দেয় না।

একান্ত সাক্ষাৎকারে প্রফেসর ড. নিলাদ্রী শেখর দাশ জানান, 'আমরা চেষ্টা করছি ভারতীয় ভাষার একটা মৌলিক ভাবধারাকে তুলে ধরা। আলোচনায় ইতিমধ্যেই প্রশ্ন উঠেছে হিন্দিকে চাপিয়ে দেওয়ার একটি পরিকল্পনা চলছে কিন্তু তা এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বোঝানো হচ্ছে যে হিন্দিকে প্রমোট করা নয়, ভারতবর্ষের বাকি সমস্ত ভাষার হিতগৌরবকে ফিরিয়ে দেওয়া এবং প্রত্যেকটি ভাষাকে সমান গুরুত্ব দিয়ে মাতৃভাষার বিকাশের জন্য সাহায্য করা। নতুন প্রজন্মকে স্পষ্ট করে বোঝানোর প্রয়োজন আছে যে স্বীকৃত সমস্ত মাতৃভাষাকে সমান গুরুত্ব দিতে হবে। সেগুলিকে কিভাবে উন্নত করা যায় গবেষণা ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে তারই প্রচেষ্টা চলছে এখানে। আইএসআই প্রথম থেকেই এবিষয়ে আমাদের সঙ্গে রয়েছে। উল্লেখ্য আইএসআই অঙ্ক এবং পরিসংখ্যানের বাংলা পরিভাষা তালিকা সম্পূর্ণ করেছি এবং তা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। যা পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয়েছে। এখন আমরা ভাষা বিজ্ঞানের পরিভাষা তৈরির কাজে আছি এবং তার জন্য অভিধান তৈরির কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে। এছাড়াও পরিভাষা অনুবাদ করার যে পদ্ধতি এবং তার যে ত্বাত্তিক ভূমিকা অর্থাৎ কীভাবে অনুবাদ করতে হবে তার পদ্ধতি নিয়ে বই প্রকাশিত হয়েছে।'

ছবি : প্রীতম দাস

ভিডিও দেখতে স্ক্যান করুন

সম্পত্তি কর ছাড়ে বরিষ্ঠ ব্যক্তিরা অবগত নন

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌরসংস্থার মূল সোর্স অব ইনকাম হচ্ছে সম্পত্তি কর। এই সম্পত্তি করে একটা বড়ো সুবিধা পায়, সেই সমস্ত ল্যান্ড হোল্ডাররা, যাদের সম্পত্তিগুলি সিনিয়র সিটিজেন। এরা সম্পত্তি করে ১০ শতাংশ ছাড় পান। ষাটোর্ধ বরিষ্ঠ নাগরিক ও বিশেষতভাবে সক্ষম নাগরিকদের জন্য সম্পত্তি কর সংক্রান্ত যে ১০ শতাংশ ছাড় কলকাতা পৌরসংস্থা দিয়ে থাকে, সেটি সম্বন্ধে কলকাতা পৌরবাসীর অধিকাংশ নাগরিক অবগত নয়। এটা কলকাতা পৌরসংস্থা পাবলিসিটি না করার কারণে ঘটছে। এ অভিযোগ করেছেন দক্ষিণ কলকাতার ৯৫ নম্বর ওয়ার্ডের বরিষ্ঠ পৌরপ্রতিনিধি তপন দাশগুপ্ত। তিনি আরও জানান, এছাড়াও আরও একটি বড়ো বিষয় যেখানে হাউজিং কমপ্লেক্স সেখানে কতগুলি কো–অপারেটিভ এক সময় ছিল। কিন্তু স্যাফ চালু হবার পরে সেই কো–অপারেটিভগুলো যেহেতু আলাদা আলাদা হয়ে গিয়েছে এবং সেখানে কোনও কাজ হয় না। এই সমস্ত কিছুকে এক করে দিয়ে কিভাবে বেশি সম্পত্তি করের আদায় করা যাবে। যে সুবিধাগুলি দিচ্ছে করা যায় তাহলে সম্পত্তি কর আদায় বাড়বে। গত

৭–৮ বছর ধরে চালু হওয়া 'ইউনিট এরিয়া অ্যাসেসমেন্টে'র বিষয়েও কলকাতার সকল পৌরবাসীর কাছে পরিষ্কার ধারণাই নেই।'"

পৌরপ্রতিনিধি তপন দাশগুপ্তের প্রস্তাব, সম্পত্তি কর সংক্রান্ত এই সমস্ত মৌলিক সমস্যার মুখোমুখি যাঁরা হচ্ছেন, তাঁদের জন্য কলকাতার গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন জায়গায় হোর্ডিং ব্যানার দিয়ে প্রচার করলে ভালো ফল পাওয়া আশা করা যায় এবং বরিষ্ঠ ও বিশেষ ভাবে সক্ষম নাগরিকরা উপকৃত হবে।

এবিষয়ে কলকাতা পৌরসংস্থার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, স্যাফের মাধ্যমে পৌর সম্পত্তি কর আদায়ে পাড়ায় পাড়ায় 'নগরবন্ধু' প্রকল্প হয়েছে। প্রচারের জন্য আরও বেশি করে 'নগরবন্ধু' প্রকল্প করতে চিফ ম্যানেজারের(রেভিনিউ) সঙ্গে কথা বলতে পারেন। হ্যাঁ, ঠিক সিনিয়র সিটিজেন ও হ্যান্ডিক্যাপ ব্যক্তিদের সম্পত্তি করে ১০ শতাংশ ছাড় দেওয়া হয়ে থাকে। আধুনিক–ক্রমোন্নত শহরে স্যাফের মাধ্যমে সম্পত্তি কর আদায় করা হয়। এটা সেল্ফ অ্যাসেসমেন্ট। এখানে কোনও আমলাতন্ত্র থাকে না। নিজের সম্পত্তির কর নিজেই নির্ধারণ করবেন। আগামীদিনে স্যাফের মাধ্যমে সম্পত্তি কর আদায়ে আরও বেশি করে প্রচার হবে বলে মহানাগরিক জানিয়ে প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন।

গাছের পাতা প্রক্রিয়াকরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ কলকাতার রবীন্দ্র সরোবর ঘিরে একাধিক পরিকল্পনা নিয়েছে কলকাতা নগরোন্নয়ন সংস্থা। রবীন্দ্র সরোবরের কয়েক হাজার গাছ থেকে নিত্য যে পাতাগুলি ঝরে পড়ে, সেগুলি প্রক্রিয়াকরণের জন্য বা অন্য কিছু করা যায় কী না, তা নিয়ে ভাবনাচিন্তা চলছে। পাতা পচিয়ে জৈব সার করা যায় কী না, সে ভাবনাও রয়েছে।

এছাড়া, আগামীদিনে সরোবরে সোলার ইউনিট বসানো হবে বলে জানা যাচ্ছে। সেই ইউনিট থেকে যে সৌর বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে, তা দিয়ে সরোবরের ভেতরের বিদ্যুতের চাহিদা সহজেই মিটবে। এই কাজের জন্য ইতিমধ্যে রাজ্য সরকারের অপ্রচলিত শক্তি দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা করেছে কলকাতা নগরোন্নয়ন সংস্থা।

নির্দিষ্ট কিউআর মাপ

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পৌরসংস্থা নতুন বিজ্ঞাপন নীতি অনুসারে সমস্ত স্থায়ী বিজ্ঞাপনের হোর্ডিং–এ কিউআর কোড রাখা বাধ্যতামূলক করেছে। কোনও বিজ্ঞাপনী হোর্ডিং–এ কিউআর কোড না থাকলে সেটি অবৈধ বলে মনে হবে। এজন্য বিজ্ঞাপনের হোর্ডিং–এর স্থায়ী কাঠামোগুলিতে কিউআর কোডের ন্যূনতম মাপও নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। সম্প্রতি এক নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, স্থায়ী বিজ্ঞাপনের হোর্ডিং–এ উল্লেখ করা কিউআর কোড অন্তত ৮ বর্গফুটের হতে হবে। তবে বিজ্ঞাপনের কাঠামোর ক্ষেত্রমান ও ভূপৃষ্ঠ বা মাটি থেকে তার উচ্চতানুসারে কিউআর কোডের মাপ বাড়াতে হবে। যাতে তা ভালো ভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। যে সংস্থা এই নির্দেশ মানবে না, তাদের মোটা টাকা জরিমানা করা হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এতোদিন অনেকাংশে দেখা যাচ্ছিল বহু বিজ্ঞাপনদাতা কিউআর কোড বিজ্ঞাপনে দিচ্ছিলেন না, বা দিলেও তা এতোটা ছোটো আকারের ছিল, যা দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল না। বিষয়টি নিয়ে কলকাতার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তারপর কিউআর কোডের মাপ নির্দিষ্ট করার বিষয়ে পদক্ষেপ করে কলকাতা পৌরসংস্থার বিজ্ঞাপন দপ্তর।

বার্তা

নির্বিকার: দক্ষিণ কলকাতার গড়িয়া অঞ্চলের সদ্য তৈরি হওয়া ফুড জয়েন্ট পাটুলি ঝিলপাড়ের পাশের ঝিল আবর্জনাপূর্ণ অবস্থায় থাকলেও তাতে নির্বিকার প্রশাসন। ক্ষুব্ধ জনতাও। ছবি : সুমন সরদার

অত্যাধুনিক: ১১ ডিসেম্বর ডিজিটাল মালখানার উদ্বোধন হল মহেশতলা থানায়। উদ্বোধন করলেন ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার সুপার বিশপ সরকার। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে এই আধুনিক মালখানার উদ্বোধন করে এই মালখানা নিয়ে এযাবৎ জমা পরা বহু অভিযোগের সুরাহা মিলবে এই উদ্যোগে। ছবি : অরুণ লোধ

এক মনে: স্কুল ছুটির পর সবাই ফিরেছে বাড়ি, মিঠাই বিক্রেতাও ব্যস্ত নিজের কাজে, ছোট্টো মেয়েটা বসে আছে মিঠাই ওয়ালার পাশে। পাহাড়পুরের ছবি।

ধুলোয় মাখা: ধুলোয় ঢেকেছে চারিদিক। তারই মধ্যে চলছে সাইকেল, চলছে গাড়ি। তারাতলা রোড। ছবি : অভিজিৎ কর

শীতবস্ত্র : শীতের দিনে অসহায় দুঃস্থ দরিদ্র বৃদ্ধ–বৃদ্ধা ও অসহায় পরিবারের শিশুদের হাতে নতুন শীতবস্ত্র তুলে দিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী শিক্ষক মাওলানা আনোয়ার হেসেন কাসেমী। ১১ ডিসেম্বর দুপুরে ক্যানিংয়ের মাতলা ২ পঞ্চায়েতের আমড়াবেড়িয়া গ্রামের শিশু সংঘের সহযোগিতায় ১৫০ জন অসহায় দুঃস্থদের কে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। নতুন শীতবস্ত্র পেয়ে খুশি অসহায় শিশুরা।

আমাদের শিক্ষাঙ্গন

জেলার মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন ঝাউডাঙা এ পি সি বিদ্যামন্দির

দেবাশিস রায়

রাজ্যের 'শস্যগোলা' পূর্ব বর্ধমান জেলার মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন জনপদের ঝাউডাঙা আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র বিদ্যামন্দির দীর্ঘদিন যাবৎ নানাবিধ পরিকাঠামোগত সমস্যায় ধুঁকছে। পূর্বস্থলী উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ভাগীরথী নদীর পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত ঝাউডাঙা গ্রাম পঞ্চায়েতের সুবিশাল কৃষি অধ্যুষিত জনপদের একমাত্র উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়টির পাঁচ শতাধিক ছাত্রছাত্রীর জন্য পর্যাপ্ত যথাযথ শিক্ষকের অভাব। প্রতিটি শিক্ষককেই একাধিক বিষয়ের ক্লাসে পড়াতেই হয়। এমনকি, ভূগোল বিষয়ে পারদর্শী বিদ্যালয়ের ক্লার্কও

ছাত্রছাত্রীদের পড়াতে কার্যত বাধ্য হন। প্রয়োজনীয় শ্রেণীকক্ষের অভাবে ফ্লাড শেল্টারেই ৪টি ক্লাসের পঠনপাঠনের কাজ চলছে। মাত্র সাত শতাধিক বই নিয়ে নামেই লাইব্রেরি থাকলেও কোনও লাইব্রেরিয়ান নেই। কোনও গ্রুপ–ডি স্টাফ নেই দীর্ঘদিন। প্রধান শিক্ষককেই ঘণ্টা বাজানোর দায়িত্ব নিতে হয়। ছাত্রছাত্রীদের খেলাধুলার বিদ্যালয়ের নিজস্ব মাঠটাই নেই। এমনকি, পর্যাপ্ত পানীয় জল সহ পরিচ্ছন্ন শৌচাগারের অভাবও রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে এই পরিকাঠামোগত সমস্যাকে সঙ্গে নিয়েই কোনওরকমে ঝাউডাঙা আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র বিদ্যামন্দিরে পঠপাঠনের কাজ চালাচ্ছেন প্রধান শিক্ষক দ্যুতিজীবন দাস। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, কয়েকশো বছর আগে ঝাউডাঙা অবিভক্ত বর্ধমানের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গেই ছিল। সেইসময় ভাগীরথী নদীর গতিপথ ছিল এই জনপদের পূর্ব দিকে। পরবর্তীতে নদী তার গতিপথ পরিবর্তন করে এবং বিশালাকার ঝাউডাঙা জনপদটি মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এই এলাকার অদূরেই ছাড়িগঙ্গার কোল ঘেঁষে নদিয়া জেলা সীমান্ত। কিছুটা দূরেই রয়েছে বেথুয়াডহরি অভয়ারণ্য এবং কলকাতা–উত্তরবঙ্গ ৩৪ নং জাতীয় সড়ক। পূর্বস্থলী ২ নং ব্লকের অধীনস্ত ঝাউডাঙা গ্রাম পঞ্চায়েত মোট ৬টি বুথ নিয়ে গঠিত। ১৯২০–৩০ সালের মধ্যে কোনও একসময় বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় ঝাউডাঙা গ্রামে এসে একটা রাত কাটিয়েছিলেন। সেই সময় উচ্চশিক্ষার জন্য ওই অঞ্চলে কোনওরকম বিদ্যালয় না থাকায় শিক্ষার্থীদের নদী পেরিয়ে পাটুলির স্কুলে যেতে হত। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এলাকার কিছু শিক্ষানুরাগীর প্রচেষ্টায় ১৯৫৯ সালে ঝাউডাঙা আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র বিদ্যামন্দিরটি গড়ে ওঠে। বিদ্যালয়ের পঠনপাঠনের কাজ কোনও একটি বাড়িতে চালাঘরে শুরু হয়েছিল। তারপর ধীরে ধীরে পাকাবাড়ি তৈরি হয়। দীর্ঘদিন যাবৎ পঞ্চম–অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পঠপাঠন চলত। তারপর ২০০০ সালে মাধ্যমিক এবং ২০২১ সালে উচ্চমাধ্যমিক স্তরে(শুধুমাত্র কলা বিভাগ আছে) পঠনপাঠনের কাজ শুরু হয়েছিল। বর্তমানে কোএড ভিত্তিতে পরিচালিত বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী সংখ্যা ৫১০ জন। ঝাউডাঙা, গঙ্গাপুর, কাশীপুর ও হালতাচরা এবং পার্শ্ববর্তী নদিয়া জেলার বৈদ্যনাথপুর ও মধুপুর গ্রামের মূলত কৃষিজীবী ও শ্রমজীবী পরিবারের ছেলেমেয়েরাই এই বিদ্যালয়ে শিক্ষাগ্রহণ করে থাকে। অধুনালুপ্ত পূর্বস্থলী বিধানসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন বিধায়ক হিমাংশু দত্তের পৈতৃক বাড়ি এখানেই। তিনি ঝাউডাঙা উচ্চ বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং ১৯৯৬ সালে সিপিএমের টিকিটে বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দ্যুতিজীবন দাস বলেন, 'আমাদের স্কুলে বর্তমানে ৩ জন প্যারাটিচার সহ মোট ১৪ জন শিক্ষক, ১ জন কম্পিউটার কো–অর্ডিনেটর এবং ১ জন গ্রুপ–ডি স্টাফ রয়েছেন। ভূগোল বিষয়ে কোনও শিক্ষক নেই। ইতিহাস বিষয়ের একমাত্র শিক্ষক এমাসেই অবসর গ্রহণ করবেন। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে পড়ানোর মতো শিক্ষকের বড়ো অভাব। পর্যাপ্ত শ্রেণিকক্ষের অভাবে ফ্লাড শেল্টারে মোট ৪টি ক্লাস করাতে বাধ্য হচ্ছি। এই মুহূর্তে বিদ্যালয়ে লাইব্রেরি রুম সহ ৪টি শ্রেণিকক্ষের খুবই প্রয়োজন রয়েছে। এব্যাপারে একাধিকবার উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে আবেদন জানালেও এখনও পর্যন্ত কোনও সরকারিভাবে ইতিবাচক পদক্ষেপ দেখতে পাইনি। তবে, সামাজিক মাধ্যমে আমাদের আবেদনে সাড়া দিয়ে ঝাউডাঙা গ্রামের আদি বাসিন্দা সুমিত ভট্টাচার্য্য এবং তাঁর দুই বোন সুস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুরিতা চট্টোপাধ্যায় বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য সম্প্রতি দেড় লক্ষ টাকা দান করেছেন। এই টাকায় একটি সীমানাপ্রাচীর তৈরির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আমরা আশা করব বিদ্যালয়ের পঠনপাঠনের মানোন্নয়নে যাবতীয় পরিকাঠামোগত সমস্যাগুলি সমাধানের জন্য সরকার দ্রুততার সঙ্গে যথাযথ পদক্ষেপ করুক।

বিশেষ প্রদর্শনী : বিশেষ শিশুদের স্কুল ক্যালকাটা ইন্টারলিঙ্ক তাদের ছাত্রছাত্রীদের আঁকা ছবি সহ হাতের তৈরি জিনিসের প্রদর্শনী আয়োজন করেছিল তাদের স্কুলের অন্দরে। সমাজের বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন তাদের পাশে থাকবার জন। প্রদর্শনী চলাকালীন দর্শকরা হস্তশিল্পের জিনিস স্বর্তস্ফূর্তভাবে ক্রয় করে। হাসি ফোটে বিশেষ শিল্পীদের মুখে। শিক্ষক–শিক্ষিকারা এমন প্রদর্শনী আয়োজন করতে পেরে খুবই আনন্দিত এমনটাই জানালেন। সারা বছর ধরে এই সব শিশুদেরকে মূল মঞ্চের সাথে পরিচয় করানোর জন্য সদা বদ্ধপরিকর তারা। আঁকা, নাচ, গান, পড়াশোনা শিখছে বিশেষ শিশুরা। অভিবাবকেরাও নিশ্চিন্ত তাদের শিশুদের এহেন সংস্থায় পাঠাতে পেরে। বিশেষ শিশুদের তুলে ধরবার এই প্রচেষ্টা সত্যি প্রশংসার যোগ্য।

সন্তোষ দত্তের শতবর্ষে শ্রদ্ধার্ঘ্য

সোমনাথ পাল : সম্প্রতি কিংবদন্তি অভিনেতা সন্তোষ দত্তের (১৯২৫—১৯৮৮) ১০০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে রোটারি ক্লাব অফ ক্যালকাটা ইস্ট সেন্ট্রাল এক বিশেষ শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। বাংলার চলচ্চিত্র জগতে 'জটায়ু' চরিত্রে তাঁর অসাধারণ অভিনয় তাঁকে আজও দর্শকের মনে অমর করে রেখেছে।

এই শতবর্ষ উদযাপনের অংশ হিসেবে তাঁর বাসভবনের কাছেই রোটারির উদ্যোগে সন্তোষ দত্তের আবক্ষ মূর্তি উন্মোচন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন খ্যাতনামা চিত্রপরিচালক সন্দীপ রায়, রোটারি ডিস্ট্রিক্ট ৩২৯১-এর গভর্নর ডক্টর রমেন্দু হোমচৌধুরী এবং বিশ্বশ্রী মলয় রায়, যিনি গুণময় বাগচি নামে পরিচিত।

উপস্থিত অতিথি, সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীরা এই মহান শিল্পীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানান।

সন্তোষ দত্ত বাংলা চলচ্চিত্রের এক অবিস্মরণীয় অভিনেতা। তাঁর অভিনয়ের স্বাভাবিকতা, হাস্যরসের সহজ প্রকাশ এবং চরিত্রে সম্পূর্ণ ডুবে যাওয়ার ক্ষমতা তাঁকে আজও দর্শকের হৃদয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে। সত্যজিৎ রায়ের জয় বাবা ফেলুনাথ ছবিতে 'জটায়ু'র ভূমিকায়। তাঁর অভিনয় বাঙালির মনে স্থায়ী আসন করে নিয়েছে। কাশীর লজে গুণময় বাগচি (বিশ্বশ্রী মলয় রায়)-এর "মাসল" দেখার সেই চমকে ওঠা মুহূর্ত—সন্তোষ দত্তের সংলাপ, অভিব্যক্তি ও টাইমিং—আজও দর্শকদের হাসায় এবং মুগ্ধ করে। তাঁর এই সহজ অথচ জাদুকরী অভিনয়-শৈলীই তাঁকে বাংলা সিনেমার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে।

নতুন প্রভাত পত্রিকার উৎসব সংখ্যা প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৩০ নভেম্বর জগদীশপুর পঞ্চানন ভবনে পত্রিকার ২৬৪ আসরে পত্রিকার প্রধান উপদেষ্টা ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ দুঃখহরণ ঠাকুর চক্রবর্তী'র ৯৯তম বৎসরে পদার্পন উপলক্ষে নতুন প্রভাত পত্রিকার উৎসব সংখ্যার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করা হয়। সুদর্শন প্রচ্ছদে মোড়া কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, ছড়া, রম্যরচনা, ভ্রমণ কাহিনী, আলোচনা প্রভৃতি ভিন্ন মানের লেখায় সমৃদ্ধ পত্রিকাটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন ডাঃ মোহনলাল মণ্ডল ও সীজার রায়, রবীন চট্টোপাধ্যায় সহ সুসাহিত্যিক দ্বয়। কবি-শিল্পী-সাহিত্যিকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পরিমল দাস, নৃপেন্দ্র নাথ মাইতি, সুচন্দ্রা কয়াল, বৈশাখী ঘোষ, অর্চনা দাস, প্রণব দাস, কিঙ্কর চন্দ্র রায়, সমরেশ কুমার সানা, রুনা বসু নস্কর, তৃষা নস্কর, কান্তা সরকার, আয়ুষ প্রসাদ, স্বাপ্না সাউ, রাঘব পোড়ে প্রমুখ সুধীজন। আবৃত্তিতে ঝুমুর মান্না বিশেষ মুন্সিয়ানার পরিচয় দেন।

আসরটি সর্বাঙ্গ সুন্দর করে সঞ্চালন করেন পত্রিকার সহ সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য শতদল অধিকারী।

প্রাক্তনীর শরৎচন্দ্র স্মরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বোলপুর : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তনীর ডিসেম্বর মাসের অধিবেশনটি বসেছিল ২ ডিসেম্বর দুপুরে আশুতোষ ভবনের ২১১ নম্বর ঘরে। বিষয় ছিল সার্ধশতবর্ষে শরৎচন্দ্রকে স্মরণ। একই সঙ্গে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. পিনাকেশ সরকারকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। তিনি প্রাক্তনীর দীর্ঘদিনের সভাপতি ছিলেন। ড. সরকারকে নানাবিধ উপহারে সম্বর্ধিত করা হয়। সভাপতিত্ব করেন ড.নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বর্তমানে প্রাক্তনীর সভাপতি। সংস্থার সভ্য সভ্যরা এবং আমন্ত্রিত সদস্যরা শরৎচন্দ্রের নানান দিক তুলে ধরলেন গানে ও কথায়। নতুন দুই সদস্য হলেন ড. চিত্রা সরকার ও ড. ঐন্দ্রিলা বসু। এই দিনের অধিবেশনে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন অপর্ণা ঘোষ, দীপান্বিতা সেন, যীশু

দাস, ড.কৃষ্ণপদ দাস, ড.শিপ্রা মজুমদার, ড. চিত্রা সরকার, ড. ঐন্দ্রিলা বসু, সুস্মিতা দাস, চকিতা চট্টোপাধ্যায়, গোপাল দাস, অনীকা মুখোপাধ্যায়, বিভাস দে, বরুন দাস প্রমুখ। তবলায় সহযোগিতা করেছিলেন বৈদ্যনাথ দত্ত। প্রত্যেকের উপস্থাপনা ছিল প্রাণবন্ত। ড. পিনাকেশ সরকার সংবর্ধনার উত্তরে অসাধারণ স্মৃতিচারণ করলেন ও অনেক তথ্য দিলেন। সকলের অনুরোধে শোনালেন রবীন্দ্র সঙ্গীতমধুর তোমার শেষ যে না পাই। তিন ঘন্টা ব্যাপী এই অনুষ্ঠানের সঞ্চালনার গুরুদায়িত্ব সামলেছেন প্রাক্তনীর বর্তমান সম্পাদক ড. শঙ্কর ঘোষ। সমাপ্তি সঙ্গীত হিসেবে তিনি পরিবেশন করলেন প্রমথেশ বড়ুয়ার দেবদাস ছবির গোলাপ হয়ে উঠুক ফুটে গানটি। সমগ্র অনুষ্ঠানটি বর্ণাঢ্য হয়ে উঠেছিল।

ফলতায় বইমেলার শুভ উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৮ ডিসেম্বর দক্ষিণ ২৪ পরগনার বইমেলার ৩১তম আসরের ফলতা বিধানসভার হরিণডাঙ্গা বাসুদেবপুর ফুটবল মাঠে রাজ্যের গ্রন্থাগার মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী আনুষ্ঠানিকভাবে এই বইমেলার সূচনা করেন। উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসক অরবিন্দ কুমার মিনা,

ডায়মন্ড হারবার মহাকুমা শাসক শুভজিৎ গুপ্ত, জেলা পরিষদের সভাধিপতি নীলিমা বিশাল মিস্ত্রি এবং ফলতা বিধানসভার বিধায়ক শঙ্কর নস্কর ও ফলতা ব্লকের প্রশাসনিক কর্তারা। উদ্বোধনী ভাষণে মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী বলেন, 'মোবাইলের যুগে বই পড়ার অভ্যাস কমে গেলেও মানুষকে 'বইমুখী' করতে রাজ্য সরকারের উদ্যোগ অব্যাহত আছে। তিনি জানান, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বইমেলার বাজেট ৭ গুণ বাড়িয়েছেন। গত বছর রাজ্যের বিভিন্ন বইমেলায় ১৪.৫ কোটি টাকার বই বিক্রি হয়েছে এবং প্রায় ৮০ লক্ষ মানুষ বইমেলায় অংশ নিয়েছিলেন।'

এবারের বইমেলায় মোট ৭৫টি বইয়ের স্টল স্থাপন করা হয়েছে। প্রথমদিনেই ফলতা ও আশপাশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে পাঠক-দর্শনার্থীদের ভিড় জমে যায়। জানা গিয়েছে, প্রতিবছর জেলার বিভিন্ন ব্লকে ঘুরে ঘুরে এই বইমেলার আয়োজন করা হয়। এই বছরের বইমেলায় কমপক্ষে ৫০ লক্ষ টাকার বই বিক্রির আশা প্রকাশ করেন মন্ত্রী। পাশাপাশি তিনি জানান, 'গ্রামীণ পাঠাগারে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে ইতিমধ্যে ৫৩৯ জন চাকরি পেয়েছেন এবং আরও ১৯২টি শূন্যপদ নির্বাচনের আগে পূরণ করা হবে। গ্রামীণ গ্রন্থাগারগুলিকে আরও আধুনিক ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশে পরিণত করার কাজ চলছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

মন্ত্রী বলেন, 'বই মানুষকে স্বচ্ছতা ও জ্ঞানের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। বাংলা সাহিত্য, নজরুল, রবীন্দ্রনাথসহ অসংখ্য সৃষ্টিশীল ব্যক্তিত্বের অফুরন্ত ভাণ্ডার। এই সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সামনে রেখেই রাজ্যে এভাবে বইমেলার আয়োজন অন্যান্য রাজ্যে দেখা যায় না। মানুষের জ্ঞানচর্চা বাড়াতে হলে বইয়ের দিকে সকলকে ফিরতেই হবে।'

বইয়ের প্রতি মানুষের আগ্রহ বাড়াতে এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশ সমৃদ্ধ করতে রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছেন ফলতাবাসী।

জগজায় ঝড় তুলল বাংলা ছবি

নিজস্ব প্রতিনিধি : এই বছরের ২০তম জগজা নেটপ্যাক এশিয়ান ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল-এ একমাত্র বাংলা ভাষার ছবি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিল দ্য অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস। আর প্রথম প্রদর্শনীতেই ছবিটি দারুণ সাড়া পেল। প্রিমিয়ার শো ছিল হাউসফুল। রাত ১২টা পর্যন্ত চলা এই স্ক্রিনিংয়ে দর্শক শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ছবিটা উপভোগ করেছেন। ক্রেডিট রোল শেষ হওয়া পর্যন্ত প্রায় কেউই হল ছাড়েননি। ভাষাগত বাধা সত্ত্বেও বিদেশি দর্শকদের প্রতিক্রিয়া ছিল জোরালো—হাসি, করতালি, প্রতিটি মুহূর্তে সাড়া। স্ক্রিনিং-এর পর থেকেই ছবিটি চমৎকার রিভিউ পাচ্ছে, আর উৎসব কর্তৃপক্ষের কাছে অতিরিক্ত শো রাখার জন্য চাপ বাড়ছে।

ছবির টিম জানিয়েছে, ইতিমধ্যেই দুটি আন্তর্জাতিক উৎসব তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। এছাড়া বিদেশি ডিস্ট্রিবিউটরদেরও আগ্রহ দেখা যাচ্ছে ছবিটি আন্তর্জাতিকভাবে রিলিজ করার জন্য। স্ক্রিনিং শেষে পরিচালক বলেন, 'ভাষার বাধা থাকা সত্ত্বেও বিদেশি দর্শক ছবিটা দারুণভাবে উপভোগ করেছেন। প্রতিটি মুহূর্তে তারা প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন। এটাই সিনেমার শক্তি। এটা ভাষা আর সংস্কৃতির সীমানা ছাড়িয়ে যায়।'

এই প্রতিক্রিয়ায় স্পষ্ট, 'দ্য অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস' এই বছরের উৎসবের অন্যতম চমক হয়ে উঠেছে এবং নতুন করে বাংলা স্বাধীন চলচ্চিত্রের প্রতি আগ্রহ বাড়াচ্ছে।

নাট্য কর্মী শুকদেব দাসের স্মরণ সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ শহরতলির বজবজ ২ নম্বর ব্লকের কালিনগর সাবমেরিন ক্লাবের উদ্যোগে ৭ ডিসেম্বর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হল

সমাজসেবী ও নাট্যকর্মী শুকদেব দাসের ওরফে কালোদার। সম্প্রতি মাত্র ৫৪ বৎসর বয়সে সামান্য অসুস্থতার কারণে অকাল প্রয়াণ হয় শুকদেব দাসের। অত্যন্ত মানবিক স্বভাবের ছিলেন শুকদেব দাস। পাশাপাশি বিভিন্ন নাটক এবং যাত্রায় অভিনয় করেছেন দক্ষতার সঙ্গে। কালিনগর সাবমেরিন ক্লাবের একনিষ্ঠ সদস্য এবং অত্যন্ত কর্ম তৎপর ছিলেন। যেকোনো সামাজিক ও মানবিক কাজে তিনি সর্বদা এগিয়ে আসতেন হাসিমুখে। তার অকাল প্রয়াণে অনেকেই সকলস্তব্ধ হয়ে পড়েন। ৭ ডিসেম্বর কালিনগর সাবমেরিন ক্লাবে একটি আবেগঘন পরিবেশে তার স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। শুকদেব দাসের প্রতিকৃতিতে বিভিন্ন বিশিষ্টজন ও ক্লাবের সদস্য সদস্যরা পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করেন। সংগীত পরিবেশন করে কালিনগর সাবমেরিন ক্লাবের মহিলা সমিতির সদস্যরা। শ্রদ্ধার্ঘ্য এবং স্মরণসভায় বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট সমাজসেবী বাসুদেব কাবড়ি, সাংবাদিক ও বাচিক শিল্পী কুনাল মালিক, শ্যামসুন্দর গাঙ্গুলী, প্রমুখ। সাবমেরিন ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ড. তরুণ কুমার রায় তার বক্তব্যে বলেন, আমাদের সংগঠন এবং পাড়া একজন মানবিক ও সামাজিক ব্যক্তিত্বকে অকালে হারালো যা অপরণীয় ক্ষতি হবে আমাদের। কালুদা যেখানেই থাকুন যেন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন। তার পরিবার পরিজনকেও আমরা সমবেদনা জানাই।

৪৩ তম উত্তরবঙ্গ বইমেলা

জয়ন্ত চক্রবর্তী : ৯ ডিসেম্বর গ্রেটার শিলিগুড়ি পাবলিশার্স এন্ড বুক সেলার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের ব্যবস্থাপনায় ৪৩ তম উত্তরবঙ্গ বইমেলা-২০২৫-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। উত্তরবঙ্গের বইপ্রেমীদের কাছে এই বইমেলা একটা আবেগের। বইমেলা অনুষ্ঠিত হবে কাঞ্চনজঙ্ঘা ত্রিরাঙ্গনে ময়দানে। উদ্বোধন করলেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক অমর মিত্র। উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি পুর নিগমের মেয়র গৌতম দেব ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার। এছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সত্যম রায়চৌধুরী। মেলা প্রাঙ্গনে অনেক প্রকাশক তাদের নানান রকম বইয়ের সম্ভার নিয়ে সাজাতে ব্যস্ত। অনুষ্ঠানে উপস্থিত দর্শক মণ্ডলী ও বইপ্রেমীদের মন ছুয়ে যায় শিল্পী রাঘব চট্টোপাধ্যায়ের সুরের গান। উত্তরবঙ্গ বইমেলা কমিটির যুগ্ম সম্পাদক মধুসূদন সেন বলেন, 'উত্তরবঙ্গের মানুষের কাছে এই উত্তরবঙ্গ বইমেলা আবেগ ও ভালোবাসার।' মেলা আগামী ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে।

পুস্তক সমালোচনা

দুই কবির দুটি কাব্যগ্রন্থ

বিধান সাহা

৬৪টি কবিতা নিয়ে ইমাজুদ্দিন মণ্ডলের কাব্যগ্রন্থ 'বিষণ্ণ মন প্রবাহ'। প্রকাশক সঞ্জয় কুমার ঘোষ অল্প কথার ভূমিকাতে জানিয়েছেন, মানুষের সুখ দুঃখ,হাসি কান্না, আনন্দ উৎসব, প্রেম বিরহ, সামাজিক অবক্ষয় অবিচার, দেশাত্মবোধ, জাতীয় আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যের চমৎকার উপমার সমাহার এই কাব্যগ্রন্থ বিষণ্ণ মন প্রবাহ।

গ্রন্থের প্রথম কবিতা বেদনা।

২২ পংক্তির এই ছন্দোবদ্ধ কবিতায় কৈশোর প্রেমের স্মৃতি ফুটে উঠেছে। শেষ দুই পংক্তিতে কবি বলেছেন, কেউ আমাকে বলেনি তার নতুন ঠিকানা/ তার জন্য বুকের মাঝে আমার বেদনা। শ্যামলা মেয়ে, হিয়ার মাঝে, অভিলাষ -এই তিনটি একই নায়িকা শংকরীকে নিয়ে প্রেমের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।

ভোট, শরৎ, যুদ্ধ, ভাষা দিবস, বিদ্যাসাগর, পাখি, বসন্ত, বন্ধু -এই বিষয়ে একাধিক কবিতা পরিবেশিত হয়েছে। গ্রন্থের শেষ কবিতা ক্ষণিকের দেখা। ১৪ পংক্তির এই কবিতাতেও প্রেমের মনোবেদনা ফুটে উঠেছে। তোমার না দেখায় অনেক ভালো ছিল পংক্তিটি ৪টি স্তবকের শেষ পংক্তি অর্থাৎ ধ্রুবপদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। সহজ সরল ভাষাতেই মনের কথা ব্যক্ত করেছেন কবি। তাপস চক্রবর্তীর প্রচ্ছদ ব্যঞ্জনাময়। ছাপা পরিচ্ছন্ন।

১০০টি কবিতা নিয়ে সুকুমার কর্মকারের কাব্যগ্রন্থ 'মহুয়া'। প্রতিটি কবিতাই ছন্দোবদ্ধ এবং অন্ত্যমিল যুক্ত। প্রত্যেকটি কবিতার শিরোনামের নিচে কবিতা রচনার তারিখ উল্লেখ করা হয়েছে। কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা মহুয়া। ১৫ পংক্তির কবিতা। মহুয়া নামের পত্রিকার প্রচ্ছদ আঁকার প্রসঙ্গ নিয়ে কবিতাটি। কবি বলেছেন, আঁকলাম অবশেষে/ মানস প্রতিমা একটি মুখ/ নামের বাঁকে বাঁকে। উড়তে মানা, বোবা কান্না, নতুন খামে, চাঁদের মাটি, সুখ পাখি, কিছু অভিমান, ভেবে না পাই, ভুল যাত্রা, লুকোচুরি, এ কোন সূর্য, স্বপ্ন বুনি, ঐক্যের পথ, অধরা স্বপ্ন -কবিতাগুলো কবির মনের কথা হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। ৪ পংক্তির কবিতা 'এখন যেমন'। এই কবিতায় কবি বলেছেন, চির সনাতনী ঝর্ণা পাহাড়/ গিয়েছে হারিয়ে অর্ধেক তার/ যৌবন গেছে বার্ধক্যের ছায়া/ ছিন্ন পাহাড় জীর্ণ ঝর্ণা কায়া। কাব্যগ্রন্থের শেষ কবিতা নমনী। ৩টি স্তবকে রচিত ১২ পংক্তির কবিতা। শেষ ৪ পংক্তিতে কবি বলেছেন, ভক্তিতে মোরা তুষ্ট করিব/ রুষ্ট মনের অহংকার/ কলির শেষে মলিন বেশে/ নাই বা মাথা তুলিনু আর।

সহজ ভাষাতেই কবিতার শরীর নির্মাণ করেছেন কবি। তবে অন্ত্যমিল রাখতে গিয়ে কোথাও কোথাও সাবলীল গতি হ্রাস পেয়েছে। তবু আগাগোড়া অন্ত্যমিলের প্রয়াস অভিনন্দন যোগ্য। কবিকৃত প্রচ্ছদ ব্যঞ্জনাময়। গ্রন্থের ছাপা পরিচ্ছন্ন।

বেগম রোকেয়ার জন্মদিন পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৯ ডিসেম্বর ছিল বাংলার মহীয়সী নারী বেগম রোকেয়ার জন্মদিন। এই মহীয়সী নারীর জন্মদিন পালন করা হল দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং ২ নম্বর ব্লকের জীবনতলা রোকেয়া মহাবিদ্যালয়ে। মূলত এই উপলক্ষে একটি কর্মশালারও আয়োজন করা হয়। জীবনতলা বেগম রোকেয়া কলেজে ছাত্র-ছাত্রীসহ অন্যান্য কলেজের শিক্ষিকারাও অংশ নেন এই কর্মশালাতে। মূলত বেগম রোকেয়ার যে জীবন আদর্শ, তা নিয়েই আলোচনা করা হয়। প্রতিকূল পরিবেশ পরিস্থিতিতে বেগম রোকেয়া কিভাবে পড়াশোনা করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন, তা নিয়ে বিস্তর আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি তাঁর সেই আদর্শগুলি মেনে চলার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদেরকে উদ্বুদ্ধ করা হয় এই কর্মশালা থেকে। জীবনতলা রোকেয়া মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষাবিভাগের আয়োজিত এই কর্মশালায় বেগম রোকেয়ার জীবনী নিয়ে আলোচনা করেন বিশিষ্ট শিক্ষিকা ড. চন্দ্রানী মুখোপাধ্যায়। এছাড়াও এই দিন উপস্থিত ছিলেন রোকেয়া মহাবিদ্যালয় কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ অনুপ মাঝি, ডঃ রামকৃষ্ণ মণ্ডল সহ অন্যান্য বিশিষ্টরা।

মিশন বীরভূম

আপনার এলাকার যে কোনও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের বিবরণ ছবি সহ পাঠিয়ে দিন আমাদের দপ্তরে ই-মেল এবং হোয়াটসঅ্যাপ এর মাধ্যমে।

আপনিই রিপোর্টার

শ্রীচৈতন্য সময়কালীন পুস্তক নিয়ে ডিজিটাল লাইব্রেরি

নিজস্ব প্রতিনিধি : গৌড়ীয় বৈষ্ণব গ্রন্থ, পত্রিকা, পত্রাবলী ও বৈষ্ণব পাণ্ডুলিপির আকরস্থান বাগবাজার গৌড়ীয় মিশন গ্রন্থাগার। গ্রন্থাগারের সমস্ত গ্রন্থ বৈষ্ণব অনুরাগী পাঠক, ভক্ত, ছাত্র, শিক্ষক, গবেষক সহ সারা বিশ্বে জ্ঞান পিপাসু মানুষের কাছে সহজলভ্য করতে বাগবাজার গৌড়ীয় মিশনে একটি ডিজিটাল লাইব্রেরির শুভ উদ্বোধন হল। এই কাজে সহযোগিতা করেছে ভক্তিবেদান্ত রিসার্চ সেন্টার। ডিজিটাল লাইব্রেরির উদ্বোধন করেন গৌড়ীয় মঠের আচার্য্য ভক্তি সুন্দর সন্নাসী মহারাজ। গৌড়ীয় মিশন বুকস ডট কম নামে (gaudi-yamissionbooks.com) নামে একটি ওয়েবসাইটের মাধ্যমে এই ডিজিটাল

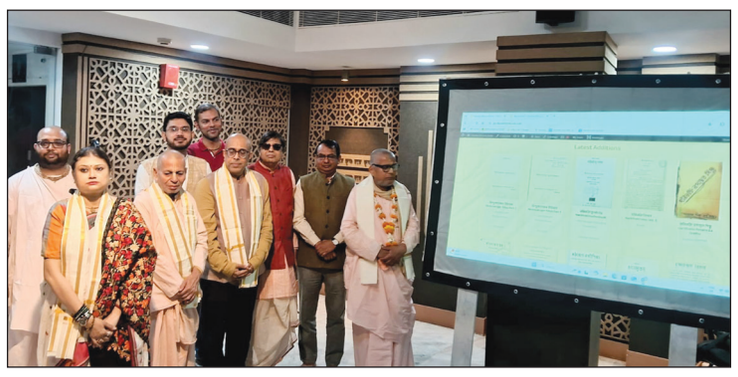

গ্রন্থাগারের নাগাল পাবেন পাঠকরা। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, ভক্তিবেদান্ত রিসার্চ সেন্টারের ট্রাস্টি এবং ডিন ড. সুমন্ত রুদ্র, এশিয়াটিক সোসাইটির এডমিনিস্ট্রেটর কর্নেল অনন্ত সিনহা, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপিকা ড. তিন্নি গোস্বামী।

গৌড়ীয় মঠের সভাপতি ভক্তি সুন্দর সন্নাসী মহারাজ বলেন, গৌড়ীয় মিশন হল একটি শুদ্ধ ভক্তির প্রতিষ্ঠান এবং ধর্মপ্রচারক সংগঠন। এটির প্রতিষ্ঠাতা আচার্য ছিলেন শ্রীমৎ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ। এখানকার গ্রন্থাগার খুবই সমৃদ্ধ। গৌড়ীয় বৈষ্ণব বিষয়ক বহু গ্রন্থ, ভগবত গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ সহ বহু পাণ্ডুলিপিও রয়েছে। বর্তমানে সারা বিশ্বব্যাপী পুরনো ঐতিহ্যকে বাঁচানোর বিশেষত পুরনো গ্রন্থ, পাণ্ডুলিপি ইত্যাদি ডিজিটাইজেশনে এক বিপ্লব শুরু হয়েছে। তাই তাদের গ্রন্থাগারে থাকা দুষ্প্রাপ্য বই এবার সারা বিশ্বের মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে মধুসূদন মহারাজের তত্বাবধানে এই কাজ সম্পূর্ণ হয়। গবেষক, শিক্ষক, ছাত্র, সাধারণ পাঠকরা এই গ্রন্থাগার ব্যাবহার করতে পারবেন ঘরে বসে। তিনি আরও বলেন, ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের ১৫০ বছরের জন্মবার্ষিকীতে গৌড়ীয় মিশনে এই ডিজিটাল লাইব্রেরির উদ্বোধন খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

ভক্তি বেদান্ত রিসার্চ সেন্টারের ডিন ড. সুমন্ত রুদ্র বলেন, গৌড়ীয় মিশনের বই ডিজিটাইজ হওয়ায় একদিকে যেমন গৌড়ীয় গ্রন্থ ছাত্র, গবেষক, শিক্ষক ও সাধারণ পাঠকের কাজে পৌঁছে যাবে তেমনি আগামীদিনে গৌড়ীয় বিষয়ক গবেষণার কাজ আরও তরান্বিত হবে।

মাছ-কাঁকড়া ধরতে ধরতেই লিখেছেন ২০০০ কবিতা

সুভাষ চন্দ্র দাশ : সুন্দরবনের প্রত্যন্ত গ্রামের যুবক দীপঙ্কর বর্মন। পেশায় মৎস্যজীবি। নেশায় একজন কবি। সত্যেশ্বর বর্মন-জয়মণি বর্মন এর ষষ্ঠ সন্তান দীপঙ্কর। লেখাপড়ায় মন থাকলেও আর্থিক সংকটের কারণে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করার পর উচ্চশিক্ষার জন্য আর লেখাপড়া হয়ে ওঠেনি। তবে গোসাবার সোনাগাঁও এর যুবক দীপঙ্করের কবিতা লেখার হাতেখড়ি হয়েছিল স্থানীয় বিদ্যামন্দির হাইস্কুলে অষ্টম শ্রেণীতে পড়ার সময়। ১৯৯৫ সালে স্কুলের দেওয়াল পত্রিকায় প্রথম লেখা শুরু, তাও আবার ইংরাজীতে। প্রথম কবিতা প্রকাশিত হওয়ার পর আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন। আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। একের পর এক গল্প, কবিতা, ছড়া, লোকগীতি লিখেছেন। এযাবৎ প্রায় ২০০০-এরও বেশি কবিতা লিখে ফেলেছেন। সুন্দরবনের নদী খাঁড়িতে মাছ কাঁকড়া ধরার সময় তাঁর কবিতা লেখা। সুন্দরবনের মানুষের বাস্তব জনজীবন চিত্র। তবে আপেক্ষ আজও কবির স্বীকৃতি মেলেনি। আর অর্থনৈতিক অনটনের জন্য কোন কাব্য প্রকাশ করতে পারেননি। তিনি জানিয়েছেন, লেখক হওয়ার স্বপ্ন ছিল তাঁর ছেলেবেলা থেকেই। লেখার অভ্যাসও ছিল তার। সেজন্যই শুধুমাত্র পাঠ্যপুস্তক নয়, পাঠ্যপুস্তকের বাইরে প্রচুর গল্প-কবিতার বই পড়তেন। দারিদ্রসীমার নীচে বাস করা একটি পরিবারের ছেলে তিনি। জানার আগ্রহ ছিল অসীম, পাশে সেভাবে কাউকে

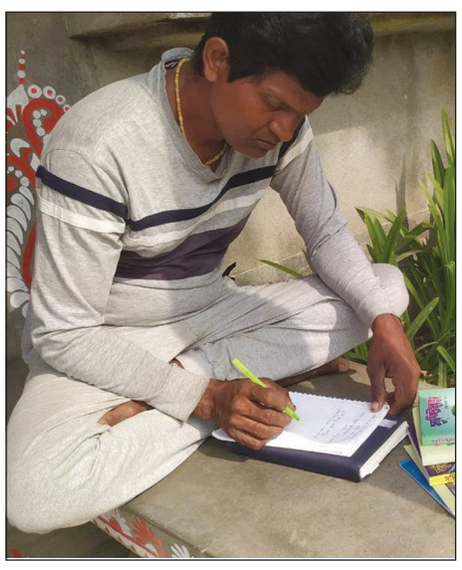

না পেলেও পেয়েছেন নিজের স্ত্রী, সন্তানদের।

বিভিন্ন অনুষ্ঠান মঞ্চে তাঁর কবিতা শুনে সমাজের অনেকেরই ধারণা এটা নিছক পাগলামি ছাড়া কিছু নয়। তাঁরা আর স্থির হয়ে থাকতে পারলেন না। শুরু করলেন ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ। হাজারো মানুষের ব্যঙ্গ-বিদ্রুপকে উপেক্ষা করে সুন্দরবনের নদীখাঁড়িতে মাছ-কাঁকড়া ধরার অবসরে তিনি আজও কবিতা লেখা চালিয়ে যাচ্ছেন।

প্রতিবেশীদের কথায় দীপঙ্কর আমাদের গর্ব। একদিন না একদিন ওর কবিতা জনসমক্ষে প্রকাশিত হবেই। এবং সেদিন কবি হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করে আমাদের প্রত্যন্ত সুন্দরবনের সোনাগাঁও সহ সমগ্র সুন্দরবনবাসীর মুখ উজ্জল করবে।

আতশ কাচে

ভারতের জয়

কটকে শুধু সহজই নয়, বড় জয় পেল ভারত। টি-২০-তে প্রথম ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ১০১ রানে হারিয়ে সিরিজ শুরু করল ভারত। প্রথমে ব্যাট করে ভারত তোলে ২০ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে ১৭৫ রান। জবাবে ব্যাট করে দক্ষিণ আফ্রিকা ১২.৩ ওভারে মাত্র ৭৪ রানেই গুটিয়ে যায়। এদিন ভারতের বোলিং ব্রিগেডের সামনে দাঁড়াতেই পারেনি তারা। টি-২০ তে এটাই দক্ষিণ আফ্রিকার সর্বনিম্ন স্কোর।

মেয়েদের দল

শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে মহিলাদের পাঁচ ম্যাচের টি-২০ ক্রিকেট সিরিজের জন্য ভারতীয় দল ঘোষিত হয়েছে। উইকেট রক্ষক ব্যাটার গুনালান কমলিনি ও বাঁ হাতি স্পিনার বৈষ্ণবী শর্মা প্রথমবার ভারতীয় দলে সুযোগ পেয়েছেন। দলের নেতৃত্ব দেবেন বিশ্বকাপ জয়ী অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌর, সহ অধিনায়ক হিসেবে রয়েছেন স্মৃতি মান্ধানা। দলের বাকি সদস্যরা হলেন দীপ্তি শর্মা, স্নেহ রানা, জেমাইমা রড্রিগেজ, শেফালি ভার্মা, হারলিন দেওল, আমনজ্যোতয় কৌর, অরুন্ধতী রেড্ডি, ক্রান্তি গৌর, রেনুকা সিং ঠাকুর, রিচা ঘোষ, শ্রী চরনি। টি-২০ সিরিজ শুরু হবে ২১ ডিসেম্বর, চলবে ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত।

বাংলার ড্র

ভুবনেশ্বরের কিট ক্রিকেট স্টেডিয়ামে, বিজয় মার্চেন্ট ট্রফিতে বাংলা, অসমের প্রথম ইনিংসে এগিয়ে থেকে ড্র করেছে। প্রথম ইনিংসে বাংলা ২৩৬ রান। অসম প্রথম ইনিংসে ১৫০ রান করে। প্রতিযোগিতায় বাংলার পরের ম্যাচ ঝাড়খণ্ডের বিরুদ্ধে।

প্রজ্ঞানন্দের পালক

ভারতের গ্র্যান্ডমাস্টার আর প্রজ্ঞানন্দ ক্যান্ডিডেটস ২০২৬ টুর্নামেন্টে যোগ্যতা অর্জন করেছেন। প্রথম ভারতীয় হিসেবে তিনি যোগ্যতা অর্জন করেছেন। চলতি বছরে লন্ডন চেস ক্লাসিক ওপেন, সুপারবেট চেস ক্লাসিক রোমানিয়া সহ একাধিক টুর্নামেন্টে বিজয়ী হয়েছেন প্রজ্ঞানন্দ।

কলকাতায় ম্যারাথন

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার তরফে কলকাতায় গ্রিন ম্যারাথনের আয়োজন করা হয়। 'রান ফর দ্যা গ্রিনার ইন্ডিয়া' এই ভাবনাকে কেন্দ্র করে আজকের এই ম্যারাথানে ৫ হাজারেরও বেশি মানুষ অংশগ্রহণ করেন। নিউ টাউনের এনকেডিএ ফুটবল স্টেডিয়াম থেকে ৫ ও ১০ কিলোমিটারের এই ম্যারাথন শুরু হয়। ম্যারাথানের উদ্বোধন করেন এস বি আই এর কলকাতা সার্কেলের চিফ জেনারেল ম্যানেজার নিরজ কুমার পান্ডা।

শুটিং বিশ্বকাপ

কাতারের দোহায় অনুষ্ঠিত আই এস এস এফ শুটিং বিশ্বকাপ ফাইনালে ভারত ২ টি সোনা সহ মোট ৬ টি পদক জিতে পদক তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে থেকে তাদের অভিযান শেষ করেছে। ২ টি সোনার পাশাপাশি ভারত ৩ টি রুপো ও একটি ব্রোঞ্জ পদক জিতেছে। পিস্তল শুটিংয়ে ভারত সবচেয়ে ভালো পারফরম্যান্স করেছে। ৬ টি পদকের মধ্যে ৫ টি পদকই ভারত পিস্তল শুটিংয়ে জিতেছে। সুরুচি সিং ও সিমরণপ্রীত ব্রার দুজনে এই ইভেন্টে সোনা জিতেছেন।

আশালতার ইতিহাস

তারকা ভারতীয় ফুটবলার আশালতা দেবী, এশীয় ফুটবল সংস্থা, এএফসির সর্বকালের সেরা ১১য় স্থান পেয়েছেন। ২০১৯ সালে তিনি এআইএফএফ বর্ষসেরা মহিলা ফুটবলার নির্বাচিত হন। গত বছর তিনিই প্রথম ভারতীয় মহিলা ফুটবলার হিসেবে ১০০ টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেন।

আনন্দের হার

জেরুসালেম মাস্টার্স ২০২৫ এর ফাইনালে ভারতীয় গ্র্যান্ডমাস্টার অর্জুন এরিগাসি, প্রাক্তন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন বিশ্বনাথন আনন্দকে হারিয়ে শিরোপা জিতেছেন। তিনি গেম ড্র করার পর ব্লিটজ টাইব্রেকের মাধ্যমে জয়লাভ করেন।

সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি থেকে বিদায় বাংলার

সুমনা মণ্ডল: জাতীয় দলে ফেরার জন্য ঘরোয়া ক্রিকেটকেই বেছে নেন ক্রিকেটাররা। একের পর এক ম্যাচে দারুণ পারফর্ম করে সেই লক্ষ্যে সফল মহম্মদ সামি। নিয়ন্ত্রিত বোলিং ও নিয়মিত উইকেট পেয়ে নির্বাচকদের বার্তা দিয়েছেন তিনি। সোমবার হরিয়ানার বিরুদ্ধেও একাই নিলেন ৪ উইকেট। কিন্তু ব্যাটারদের ব্যর্থতায় দাম পেল না সামির পারফরম্যান্স। ডু-অর-ডাই ম্যাচে হরিয়ানার কাছে ২৪ রানে হেরে গেল বাংলা। এই হারের ফলে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফির গ্রুপ পর্ব থেকেই বিদায় নিল লক্ষ্মীরতন শুক্লার দল।

সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে এই নিয়ে শেষ তিনটি ম্যাচের মধ্যে দ্বিতীয়বার ৪ উইকেট নিলেন মহম্মদ সামি। সব মিলিয়ে ৭ ম্যাচে নিলেন মোট ১৬ টি উইকেট। দল থেকে একের পর এক সিরিজে তাঁকে বাদ দিয়ে যে ভুল করছেন গৌতম গম্ভীর, অজিত আগরকররা- সেটা স্পষ্ট বোঝালেন সামি।

হরিয়ানার বিরুদ্ধে ম্যাচেও বল হাতে আগুন ঝরালেন তিনি। ১৮ এবং ২০ তম ওভারে দু'টি করে তুলে নিলেন মোট ৪ উইকেট। ইনিংস শেষে সামির বোলিং ফিগার ছিল ৪ ওভারে ৩০ রানে ৪ উইকেট। তবে সেভাবে সাহায্য পাননি বাকিদের থেকে। সায়ন ঘোষ, আকাশ দীপরা উইকেট পেলেও প্রচুর রান খরচ করেন। ফলে ২০ ওভারে ১৯১ রান তোলে হরিয়ানা।

বাংলার জয়ের আশা শেষ হয় সেখানেই। কারণ এরপরে সুদীপ কুমার ঘরামি, প্রদীপ্ত প্রামাণিকরা টিকতে পারেননি ক্রিজে। ১৬৭ রানে অল আউট হয়ে যায় বাংলা। একের পর এক ম্যাচে পয়েন্ট খুইয়ে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নিতে হল তাদের।

যুবভারতীতেই চলছে সন্তোষে বাংলা দলের ট্রায়াল

নিজস্ব প্রতিনিধি : সল্টলেক স্টেডিয়ামের অনুশীলন মাঠে বাংলার ট্রায়াল শুরু হল। কয়েকদিন ধরে মহমেডান মাঠে ট্রায়াল শুরু হলেও মাঠ সমস্যার জন্য ট্রায়াল বন্ধ ছিল। মহমেডান কর্তারা এক সপ্তাহ মাঠ দেওয়ার পর আইএফএকে জানিয়ে দিয়েছিলেন মাঠের পরিচর্যার জন্য এই মুহূর্তে ট্রায়ালের জন্য আর মাঠ দেওয়া সম্ভব নয়। ইস্টবেঙ্গলের তরফ থেকেও জানানো হয়েছিল, যদি বাংলার মূল দল অনুশীলন করতে চায় তাহলে তাদের সমস্যা নেই, কিন্তু ট্রায়ালের জন্য তারা এই মুহূর্তে মাঠ দিতে নারাজ। এরপরেই ক্রীড়ামন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে যুবভারতীর অনুশীলন মাঠে বাংলা দলের ট্রায়ালের জন্য ব্যবস্থা করা হয় আইএফএ-র তরফে। একই সঙ্গে গতবারের সন্তোষ ট্রফির সর্বোচ্চ গোলদাতা

রবি হাঁসদাকেও ট্রায়ালে ডেকেছেন বাংলা কোচ সঞ্জয় সেন। কিন্তু বিএসএলে খেলার কথা থাকায় রবি এখনও ট্রায়ালে যোগ দেননি। আশা করা যাচ্ছে কয়েকদিনের মধ্যেই রবির বিষয়টি নিয়ে সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে। একই সঙ্গে বাংলার ট্রায়ালে ডাক পেয়েছেন অনূর্ধ্ব ১৭ ভারতীয় দলের গোলরক্ষক রাজরূপ সরকার। কিন্তু এখনও তিনি যোগ দেননি। উল্লেখ্য, গতবারের সন্তোষ ট্রফি চ্যাম্পিয়ন দল বাংলা। কোচ সঞ্জয় সেনের তত্ত্বাবধানে এবারে ঘটা করে ট্রায়ালে নেমেছিল গতবারের চ্যাম্পিয়নরা। জেলা স্তরের ফুটবলাররা ট্রায়াল দিয়ে গিয়েছেন মহমেডান মাঠে। সেখানেই প্রিমিয়ারের ক্লাবের ফুটবলাররাও ট্রায়ালে নেমেছিলেন। তারপরই যত বিপত্তি।

রামপুরহাট সেমরক প্রাইমারি স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : রামপুরহাট সেমরক প্রাইমারি স্কুলের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। ৫ ডিসেম্বর সকালে রামপুরহাটের গান্ধী ময়দানে পড়ুয়া, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অভিভাবকদের উপস্থিতিতে উৎসবমুখর পরিবেশে শুরু হয় দিনের কর্মসূচি। ছোট্ট ছাত্রছাত্রীরা দৌড়, লংজাম্প, ব্যাগ রেস, স্পুন মার্বেল-সহ বিভিন্ন খেলায় অংশ নিয়ে মেদিনী মাতিয়ে তোলে। প্রতিটি ইভেন্টেই ঘোষণা করা হয় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়-উচ্ছ্বাসে ভরে ওঠে মাঠ। শুধু পড়ুয়ারা নয়, অভিভাবক-অভিভাবিকারাও সমান উৎসাহে অংশ নেন নানা মজার প্রতিযোগিতায়। রোদ উপেক্ষা করেই তাঁরা অংশ নেন বেলুন দৌড়সহ একাধিক খেলায়। সকলের হাসিখুশি অংশগ্রহণে ময়দান জুড়ে তৈরি হয় আনন্দঘন পরিবেশ।

স্কুলের প্রিন্সিপাল কাঞ্চি সা জানান, 'এই ধরনের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা পড়ুয়াদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি অভিভাবকদের অংশগ্রহণ শিশুদের আরও উৎসাহিত করে। ভবিষ্যতেও আমরা এই ঐতিহ্য বজায় রাখতে চাই।' অভিভাবিকা স্মৃতি দাস চৌধুরী বলেন, 'এমন আয়োজন আমাদের সন্তানদের আত্মবিশ্বাস বাড়ায়। ওদের হাসিখুশি দেখে আমরা নিজেরাও খেলায় মেতে উঠতে পারলাম। প্রতি বছর এমন আয়োজন হলে খুব ভালো হয়।'

কিস্তিমাত: দৃষ্টিহীন যুধাজিৎ দাবা খেলায় রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পেলেন দিল্লিতে। যারা সহজে হার স্বীকার করেন না তাদেরই একজন হলেন জন্মান্ধ যুধাজিৎ দে। কিন্তু যে সমস্ত দাবা শিক্ষার্থীরা ভালোভাবে দেখতে পান তাদের যুধাজিৎ বাবু খেলার কৌশল শিখিয়ে কিস্তিমাত করে দেন।

ভারতী সংঘের উদ্যোগে ৪৫ তম ফুটবল কাপ টুর্নামেন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৭ ডিসেম্বর দক্ষিণ শহরতলীর বজবজ বিধানসভার অন্তর্গত নর্থ বাওয়ালি অঞ্চলের ভারতী সংঘ ক্লাবের উদ্যোগে ৪৫ তম ফুটবল টুর্নামেন্টের চূড়ান্ত পর্বের খেলা অনুষ্ঠিত হল। ৮টি দলের মধ্যে খেলা হয়েছিল। চূড়ান্ত পর্বে অংশগ্রহণ করে রানিয়া ফুটবল কোচিং সেন্টার এবং বজবজ ড্রিম একাদশ। টসে জয়লাভ করে বজবজ ড্রিম একাদশ। তারা পায় মানিক চন্দ্র বারুই স্মৃতি চ্যালেঞ্জ কাপ উইনার্স এবং রানিয়া ফুটবল কোচিং সেন্টার পায় শোরগিয়া চপলা মণ্ডল স্মৃতি চ্যালেঞ্জ কাপ রানার্স। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বজবজের বিধায়ক অশোক দেব, ফুটবলার সঞ্জয় মাঝি, জেলা পরিষদের স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ শিখা রায়, প্রাক্তন জেলা পরিষদের স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ও দন্তরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. তরুণ রায়, প্রধান লক্ষ্মীনারায়ণ জাটি প্রমুখ। ভারতী ক্লাবের সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ রায় সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং তিনি জানান আগামী ১৭ থেকে ২১ ডিসেম্বর ক্লাবের ৭৫ তম বর্ষ উদযাপন

অনুষ্ঠান হবে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে। ওই অনুষ্ঠানে তিনি সকলকে আমন্ত্রণ জানান।

ঠাণ্ডা পড়তেই গ্রামবাংলায় ময়দান পরিচর্যায় ব্যস্ততা ক্রীড়ামোদীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি : সবেমাত্র উত্তুরে বাতাস বইতে শুরু করায় এইমুহূর্তে শীতের আমেজ উপভোগ করছে রাজ্যবাসী। শীতের রকমারী শাকসবজির বাহার আর লোভনীয় নলেনগুড়ের সুবাসে ম-ম করছে সর্বত্র হাটবাজার। রাঢ়বঙ্গ জুড়ে ইতিমধ্যেই নতুন ধানের পরব 'নবান্ন' উৎসব সম্পন্ন হয়েছে। রাজ্যের 'শস্যগোলা' পূর্ব বর্ধমান জেলার কৃষকদের অনেকেই রবিশস্য সহ বোরো ধান চাষের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এসবের পাশাপাশি এসময় খেলাধুলার জগতেও ব্যস্ততা শুরু হয়েছে। গ্রামবাংলায় ময়দান পরিচর্যায় মেতে উঠেছে ক্রীড়ামোদীরা। কোথাও মাঠে ক্রিকেটের পিচ তৈরির ব্যস্ততা তুঙ্গে। কোথাও ফুটবল খেলার ময়দান সমান করার কাজ চলছে জোরকদমে। আবার কোথাও হিমশীতল রাতে আমেজে গা'ভাসিয়ে ব্যাডমিন্টন খেলার জন্য কোর্ট তৈরি করা হয়েছে। গ্রামবাংলায় সারাটা বছর যে খেলাধুলার চর্চা হয় না সেটা নয়। তবে, বছরের এই সময়টায় পরিবেশ খেলাধুলার জগতে নিঃসন্দেহে একটা আলাদা মাত্রা যোগ করে। এবারও যার অন্যথা হয়নি। সুজলা-সুফলা-শস্যশ্যামলা বঙ্গে রুক্ষ-শুষ্ক গ্রীষ্মকাল হোক

কিংবা বৃষ্টিস্নাত বর্ষাকাল..ময়দান দাপিয়ে খেলাধুলার চিত্রটা বড্ড করুণ! অথচ একসময় গ্রামবাংলার ময়দানগুলি এমন ছিল না। গ্রীষ্ম, বর্ষা কিংবা শীত..সকাল-সন্ধ্যায় ফুটবল, কাবাডি সহ ছেলেমেয়েদের দৌড়-ঝাঁপ আর চিৎকারে প্রতিটি ময়দান মুখরিত হয়ে উঠত। বর্তমানে টেকস্যাভির জমানায় স্মার্টফোন আর চ্যাটিংয়ের ফাঁদে পড়ে তরুণ প্রজন্মের বড়ো অংশই মাঠমুখী হতে ভুলে গিয়েছে। তারা স্মার্টফোনেই গেম খেলে আর খেলাধুলার খবরে ডুবে থাকতে ভালোবাসে। এইসময় মাঠে গিয়ে খেলাধুলায় গা ঘামানোয় তাদের কার্যত অনীহা। তবে, এই মাসচারেক শীতের আমেজটাই তাদের একাংশকে কিছুদিনের জন্য মাঠমুখী করে তোলে। বিশেষ করে ক্রিকেট আর ব্যাডমিন্টন খেলার জন্য পাড়ার ময়দানগুলি এসময় তরুণ প্রজন্মের দাপাদাপিতে মুখরিত হয়। পূর্ব বর্ধমান জেলার সীমান্তবর্তী কাটোয়া ২ নং ব্লকের সুপ্রাচীন বর্ধিষ্ণু এক জনপদ সিঙ্গিগ্রাম। এখানেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন 'মহাভারত' প্রণেতা মহাকবি কাশীরাম দাস। বিশালাকার এই জনপদের বাসিন্দাদের খেলাধুলার জন্য একটা বড়সড় মাঠও রয়েছে। এবারে শীতের প্রাক্কালেই সিঙ্গি কাশীরাম দাস অ্যাথলেটিক ক্লাব কয়েক হাজার টাকা খরচে রোলার নামিয়ে সেই মাঠটিকে খেলাধুলার উপযোগী করে তোলার জন্য উদ্যোগী হয়েছে। একাধিক সূত্রে জানা গিয়েছে, এসময় জেলাজুড়ে আরও বিভিন্ন ময়দান পরিচর্যায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছে ক্রীড়ামোদীরা। শীতের মরশুমে পাড়ায় পাড়ায় ছোটবড়ো ময়দানগুলির এভাবে পরিচর্যা শুরু হওয়ায় গ্রামবাংলার খেলাধুলার জগৎ অনেকখানিই উপকৃত হবে বলে আশাবাদী ক্রীড়ামহল।

স্বপ্নের ফর্মে লালহলুদ মেয়েরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্বপ্নের ফর্মে ইস্টবেঙ্গলের মহিলা দল। অল্পের জন্য এএফসি উইমেন্স চ্যাম্পিয়নশিপের নকআউট পর্ব হাতছাড়া হয়েছিল। সেই 'আক্ষেপ' মেটাতে যেন আরও মরিয়া হয়ে মহিলাদের সাফ ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপে নেমেছে 'মশাল গার্লস'। আর সেই মশালের আগুনে পুড়ে ছারখার ভুটানের ট্রান্সপোর্ট ইউনাইটেড লেডিস এফসি। নেপালের কাঠমান্ডুর দশরথ স্টেডিয়ামে ৪-০ গোলে জিতল ইস্টবেঙ্গল। প্রথমবার যেমন এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে, তেমনই প্রথম ভারতীয় ক্লাব হিসাবে এই প্রতিযোগিতা খেলার সুযোগ পেয়েছেন লাল-হলুদের মেয়েরা।

সেনাবাহিনীর কর্তাদের সঙ্গে দেখা করলেন সৌরভ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গলের সঙ্গে সেনাবাহিনীর সম্পর্ক আরও নিবিড় ও সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে সেনা-কর্তাদের সঙ্গে দেখা করলেন সিএবি সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ও সিএবির কোষাধ্যক্ষ সঞ্জয় দাস। বেঙ্গল সাব এরিয়ার হেড কোয়ার্টার্সের ভিএসএম জিওসি মেজর জেনারেল রাজেশ অরুণ মোঘের হাতে ফ্রিডম ট্রফির রেপ্লিকা তুলে দেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। উপস্থিত ছিলেন বেঙ্গল সাব এরিয়া হেড কোয়ার্টার্সের সেনা আধিকারিক কর্নেল তরুণ ত্যাগী, লেফটেন্যান্ট কর্নেল প্রশান্ত সিনহা, সিএবির সিইও চিন্ময় নায়েক। সিএবি সভাপতি হিসেবে প্রত্যাবর্তনের পর সেনাবাহিনীর বেঙ্গল সাব এরিয়ার জিওসি দপ্তরে এই প্রথম কোনও অফিসিয়াল বৈঠক করলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। ইডেন গার্ডেন্সে সংস্কারের কাজের বিষয়ে সেনা-কর্তাদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেন সিএবি সভাপতি। আইসিসি টি-২০ বিশ্বকাপ আয়োজন যাতে আরও বড় আকারে ও আগের চেয়েও ভালোভাবে করা যায় তা নিয়ে বৈঠকে কথাবার্তা হয়েছে। সিএবির সঙ্গে সেনাবাহিনীর পারস্পরিক সম্পর্ক আরও উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যেতে কী কী করণীয় তা নিয়েও আলোচনা হয়।

গলফের খেতাব

নিজস্ব প্রতিনিধি : গলফে, ডেনমার্কের রাসমাস নিরগার্ড-পিটারসেন অস্ট্রেলিয়ান ওপেন শিরোপা জিতেছেন। পেশাদার সার্কিটে এটাই তাঁর প্রথম বড় খেতাব। রয়্যাল মেলবোর্ন ক্লাবে তিনি প্রাক্তন ব্রিটিশ ওপেন চ্যাম্পিয়ন ক্যাম স্মিথকে হারিয়ে দেন।

ভদ্রেশ্বর গোল্ড কাপে খেলবে মোহনবাগান, মহমেডান

নিজস্ব প্রতিনিধি : দ্বিতীয় বর্ষের 'ভদ্রেশ্বর গোল্ড কাপের' উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজিত হল বর্ধমানের কার্জন গেট চত্বরে। এই অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন ভারতীয় মহিলা ফুটবলের কিংবদন্তি খেলোয়াড়রা। এই অনুষ্ঠানে থেকেই 'ভদ্রেশ্বর গোল্ড কাপ', এ বছরের থিম সং, লোগো ও ম্যাসকট উন্মোচিত হয়। মোহনবাগান, মহমেডান, নর্থ-ইস্ট ইউনাইটেড, চার্চিল ব্রাদার্সের মতো ভারতীয় ফুটবলের বিখ্যাত ৪টি দলের রিজার্ভ দল-সহ মোট ৮ দলীয় ভদ্রেশ্বর গোল্ড কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট শুরু হবে ৫ জানুয়ারি থেকে। প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে বর্ধমানের স্পন্দন স্টেডিয়ামে। উপস্থিত ছিলেন ৩ প্রাক্তন জাতীয় মহিলা ফুটবলার শান্তি মল্লিক, কুন্তলা ঘোষ দস্তিদার ও সুজাতা কর। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসক আয়েশা রানি, পুলিশ সুপার সায়ক দাস, আইএফএ সভাপতি অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভদ্রেশ্বর গ্রুপের চেয়ারম্যান সনৎ নন্দী।

আমি তো নেই, অভিযোগ দেওয়ার জায়গা নেই অস্কারের, বললেন সন্দীপ নন্দী

নিজস্ব প্রতিনিধি : আইএফএ শিল্ড ফাইনালে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে টাইব্রেকারে হারের পরে পদত্যাগ করতে হয় ইস্টবেঙ্গলের গোলরক্ষক কোচ সন্দীপ নন্দীকে। কারণ ম্যাচের পরে কোচ অস্কার ব্রুজো অভিযোগ করেন, সন্দীপের কথায় নামান গোলকিপার দেবজিৎ মজুমদারকে সেটা তার উচিত হয়নি। ম্যাচের পরে ঝামেলাও হয় দেবজিৎ আর সন্দীপের। সুপার কাপের ফাইনালও গড়ায় ট্রাইবেকারে। সেখানেও ব্যর্থ হয় ইস্টবেঙ্গল। ৬-৫ গোলে এফসি গোয়ার কাছে হারতে হয়। এরপরই সন্দীপ বলেন, 'কর্মকর্তাদের কথা শুনে কেউ দেবজিৎকে নামায়নি, কেউ তো অস্কারকে ভুল বোঝায়নি, তাহলে কাকে দোষ দেবেন? তাহলে এত ভালো দল নিয়ে ইস্টবেঙ্গল ১২০ মিনিট গোল করতে পারে না কেন? উনি তো এত বড় কোচ। একটা কথা মাথায় রাখা উচিত টাইব্রেকার কারোর হাতে নেই ফলাফল যা খুশি হতে পারে। এতে আমি কাউকে

দোষ দিতে পারি না। অস্কারের আর কিছু করার নেই। উনি দলের ক্ষতি করছেন। টাইব্রেকারে প্রথম ৫টি করে শটে দুই দলই একবার করে ব্যর্থ হওয়ায় স্কোর দাঁড়ায় ৪-৪। ফলে ম্যাচের ফয়সালা হয় সাডেন ডেথ-এ। যার প্রথম রাউন্ডে দু'পক্ষই গোল করলেও দ্বিতীয় রাউন্ডে বল গোলে রাখতে পারেননি ইস্টবেঙ্গলের তরুণ ফরোয়ার্ড পিভি বিষ্ণু। শেষে স্থানীয় তারকা সাহিল তাভোরাই প্রতিপক্ষের জালে বল জড়িয়ে দলকে চ্যাম্পিয়নের খেতাব এনে দেন।

মাকালু অভিযানে পিয়ালী

মলয় সুর : ফের হিমালয়ের পথে চন্দননগরের পিয়ালী বসাক। আগেও গিয়েছেন। তবে এবার প্রচণ্ড হিমশীতল বরফ জমা ঠাণ্ডা মাকালু অভিযানে যাচ্ছেন। পৃথিবীর ৫ম উচ্চতম শৃঙ্গ মাকালুতে (৮৪৮৫ মিটার) আগেও ২০২৩ সালে উঠেছেন তিনি। কিন্তু সে সময় গ্রীষ্মকাল ছিল। এখন সেখানে

কনকনে ঠাণ্ডা, অনবরত তুষার পড়ছে। প্রসঙ্গত, ভারত কেন বিশ্বে খুব কম পর্বতারোহী এইরকম আবহাওয়াতে পর্বত অভিযানে যান। ভারতের কোন পর্বতারোহী এই সময় করে দেখাতে পারেননি। তার বাড়ি চন্দননগরের কাঁটাপুকুর। পিয়ালীর কথায়, 'এভারেস্ট লোৎসের মত বেশ কিছু শৃঙ্গ অভিযানে প্রবল তুষার ঝড়ের মধ্যে পড়তে হয়েছিল। তার মধ্যে সফল হয়েছি।' চন্দননগর কানাইলাল বিদ্যামন্দির স্কুলের শিক্ষিকা এখনো পর্যন্ত হিমালয়ের ৬টি আটহাজারী শৃঙ্গ আরোহন করেছেন। এভারেস্ট লোৎসে, মাকালু বোলানগিরি মানাসলু ও অন্নপূর্ণা। চলতি বছরের মে মাসে কাঞ্চনজঙ্ঘা অভিযানে গিয়েছিলেন। কিন্তু অসুস্থতার কারণে ফোর্থ ক্যাম্প থেকে ফিরে এসেছিলেন। এবার মাকালু অভিযান। তার বাবা তপন বসাক মা স্বপ্ন বসাক মারা গিয়েছেন। এখন বোন তমালী ও পিয়ালী রয়েছেন। যদিও ছোট বোন তমালী হায়দ্রাবাদে থাকেন। ১৫ ডিসেম্বর চন্দননগর থেকে রওনা দিচ্ছেন। এবার সঙ্গে ৩ জন শেরপা থাকছেন।

হেতমপুরে ক্রিড়া প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : 'মেরা যুব ভারত বীরভূম' ভারত সরকারের উদ্যোগে এবং হেতমপুর হিউম্যান সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির পরিচালনায় হেতমপুর গড়ের মাঠে ৫ ও ৬ ডিসেম্বর ২ দিনব্যাপী ক্লাস্টার অফ ব্লক লেভেল স্পোর্টস মিট অনুষ্ঠিত হল। উক্ত অনুষ্ঠানে দুবরাজপুর ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম থেকে বিভিন্ন যুব সংঘের ২০০ জনের অধিক যুবক-যুবতী অংশগ্রহণ করে। উক্ত অনুষ্ঠানের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে

দুবরাজপুর বিধানসভাকেন্দ্রের বিধায়ক অনুপকুমার সাহা, হেতমপুর কৃষ্ণচন্দ্র কলেজের এনসিসি বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক অধ্যাপক রিন্টুকুমার বিশ্বাস, হেতমপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক চিন্ময় চ্যাটার্জি এবং হেতমপুর হিউম্যান সোশাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সম্পাদক সুমন্ত কর্মকার সহ এলাকার অন্যান্য অনেক শিক্ষকবৃন্দ ও এলাকার বিভিন্ন সমাজ সেবকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে ফুটবল, ভলিবল, কাবাডি, ব্যাডমিন্টন, ১০০ মিটার ও ২০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতা, স্লো সাইকেল রেস, লং জ্যাম সহ মোট ৮টি ইভেন্টে দুবরাজপুর ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম হতে মোট ২০০জনের অধিক সংখ্যক যুবক-যুবতী গ্রহণ করে। বিধায়ক সহ অন্যান্য আধিকারিকবৃন্দ বর্তমান যুবক যুবতীদেরকে খেলাধুলার প্রতি আগ্রহ বাড়ানো উদ্দেশ্যে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করেন। খেলাধুলার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা কথা তুলে ধরেন। অনুষ্ঠান উপস্থিত অতিথিবৃন্দ এই ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজনের প্রয়োজনীয়তার কথাও তুলে ধরেন। ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থানাধিকারীবৃন্দ জেলা স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবে বলে ঘোষণা করা হয়।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9088703044 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতন, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। কার্যকরী সম্পাদক : প্রণব গুহ। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com